দ্বিপ্রহর

ও

অন্যান্য কবিতা

দ্বিপ্রহর

ও

অন্যান্য কবিতা

বিমল চন্দ্র ঘোষ

কাব্যলোক

সমবায় পাবলিশার্স :: :: কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা দেশের সমাজ-মন কাব্যপ্রেমিক। চিরকালই বাঙালীরা কবিতা ভালবাসে। অবশ্য আধুনিক কবিদের রচনা বাজারদরে যে হারে কাটতি হয় তাতে তা প্রমাণ হয় না। কবিতার যে আজকাল কাটতি নেই তার প্রধান কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নসম্পর্ক হয়ে পড়েছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত কবিরা যা রচনা করেন তাতে জনসাধারণের জীবনের বা চিন্তার ছবি অল্পই প্রকাশ পায়—যেটুকু বা প্রকাশ পায় তার ভাষায় বা ভঙ্গিমায় জনসাধারণ অভ্যস্ত নয়। দ্বিতীয় কারণ অবশ্য, বলাই বাহুল্য, আর্থিক অসঙ্গতি—বই কিতাবের জন্য খরচ করা শিক্ষিতের মধ্যেও বিরল। তবুও বই—কবিতার বই বাজারে প্রকাশিত হচ্ছে—এবং অল্পসংখ্যক হ'লেও কবিতার কদর যাঁরা পয়সা খরচ ক'রেও করেন তাঁদের স্মরণ ক'রে নতুন-পুরাতন অনেক কবির অনেক বই এর একাধিক সংস্করণও হচ্ছে।

আজকালকার কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ নিজের বিশেষত্বে সম্পূর্ণ অন্যতম। তাঁর কবিতার সমাদর পাঠকসাধারণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তাঁর কবিতায় আধুনিক সমাজের আশা নিরাশার কথা যে ভাষায় ও ভঙ্গিমায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর সহজবোধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনার সংখ্যা তুলনায়, এমনকি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের তুলনায়ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্য তার অতি অল্প। তিনি এত বেশি কবিতা লিখেছেন যে 'দক্ষিণায়ন' গ্রন্থ প্রকাশের পর তার অন্তত দশখানা অনুরূপ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। তার প্রয়োজনীয়তাও আছে কারণ, বাংলা কাব্যসাহিত্যে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার সম্যক বিচার বিমলচন্দ্রের রচনাসম্ভার ব্যতিরেকে এখন আর সম্ভব নয়। তাই যে কোনো প্রকারে বিমলচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার আগ্রহভরে গ্রহণ করি। নতুন পুরাতন শতশত পাণ্ডুলিপি মন্থন ক'রে 'দ্বিপ্রহর' সঙ্কলিত হয়েছে, কবিমনের বিভিন্নগতি ও অনুভূতি অনুসারে সঙ্কলনের পর্যায় ভাগ করা হয়েছে। রচনাকাল বা রচনাভঙ্গীর দিকে খুব বেশি লক্ষ্য রেখে পর্যায় ভাগ করা হয়নি—এই ধরণের সঙ্কলনে ত্রুটীবিচ্যুতি ঘ'টে থাকলে অবশ্য প্রকাশক হিসাবে দায়িত্ব আমারই।

ভাবসঙ্গতি অনুসারে প্রত্যেক পর্যায়ের সূচনায় খ্যাতনামা শিল্পীদের অঙ্কিত একখানি ক'রে শিল্পচিত্র সংগ্রথিত হলো। উপহারপত্রে ও প্রচ্ছদ-আবরণীর রেখাচিত্র দু'খানি স্বয়ং কবির অঙ্কিত খেয়ালী মনের রেখায়িত রূপমন্থন।

চিত্রগুলি ও বিভিন্ন কবিতাসম্ভার গ্রন্থখানিব মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিয়ন্ত্রণের আমোলে ভালো কাগজেব অভাবে আযোজন সুসম্পন্ন হলো না। নিয়ন্ত্রণ নীতির রাহু স'রে গেলে দ্বিতীয় মুদ্রণে রুচিসম্মত শোভন সংস্করণ প্রকাশ কবতে বাধ্য থাকলাম—এই সর্তে এযাত্রা পাঠকগণের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করছি।

বচিত কাব্যই যদিও সকল কবি-প্রতিভাব শ্রেষ্ঠ পবিচয়, তবু কবিদের ব্যক্তিগত জীবনের আবেষ্টনী ও ঘটনাবলী যদি জানা যায় তবে কবিকে ও তাঁব কাব্যকে সুচারুভাবে উপলব্ধি কবা যায়। বিমলচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণাব উৎস সেই পৌবাণিক যুগেব দেশীয় ভাবধারাব গোমুখী থেকে যাত্রা সুরু ক'বে আধুনিক জীবনের রীতি ও সমাজ পরি-বেষ্টনের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ভাব ও সম্ভাবনাব বেগ সঞ্চয় ক'বে ভাবীকালেব মুক্তিসঙ্গমেব দিকে প্রবহমান। এই কথাব যাথার্থ বোঝাতে হ'লে কবিব ব্যক্তিগত একটা পত্রাংশ উদ্ধৃত কবলে বোধকরি অসঙ্গত হবে না। এই স্বীকৃতিটুকু থেকেই মানুষ হিসাবে ও কবি হিসাবে বিমলচন্দ্রেব সম্যক পবিচয় মিলবে। তাঁব গুণগ্রাহী জিজ্ঞাসু জনৈক বন্ধুব পত্রোত্তবে তিনি লিখেছিলেন:

"আমার কথা জানাবাব মতো কিছু নয়, ১৩১৭ সালেব ২৬শে অগ্রহায়ণ সোমবাব সকাল দশটার সময় জন্মেছি, ক'লকাতাব দক্ষিণাঞ্চলে—ভবানীপুরেব এক অতি-সাধাবণ মধ্যবিত্ত সংসারে, আমাদেব পাঁচপুরুষ থেকে ক'লকাতাব বাসিন্দা। চোদ্দ পনেব বছর বয়সে প্রথম ধানক্ষেত আব পাড়াগাঁ দেখি। শ্যামলী প্রকৃতিব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। সমুদ্রও দেখিনি। সবুজ ও নীল বঙেব চেয়ে লাল আর হলদে রঙেই চোখটা অভ্যস্ত। বাইশ বছব বযস থেকে ভাবত-সবকাবেব ডাক ও তাব বিভাগেব হিসাব-পরীক্ষকের দপ্তবে একটানা দশটা পাঁচটা "কম্পটোমিটার মেশিন" চালিয়ে এসেছি অর্থাৎ যান্ত্রিক-কেরানি। চারটে ছোট ছোট পুরোণো দেয়াল, কয়েকটা ক্ষুদে জান্‌লা, কয়েকটি আজন্ম পবিচিত মুখ, বারে বারে পায়ে হাঁটা কতকগুলি সহবে রাস্তা, ট্রাম-বাস হোটেল-রেস্তঁরা-সিনেমা, পার্কে পার্কে সুবিধা ও অসুবিধাবাদীদেব নানা সময়ের নানা আন্দোলনের কণ্ঠোচ্ছ্বাস—ইত্যাদি বহু বিচিত্র লঘুগুরু শব্দঝঙ্কাবে ঝঙ্কৃত এই কান ও হরেকরকম নাগরিক দৃশ্য দর্শনে দর্শী এই মন। ছাপাখানার দৌলতে বিশ্বরূপ দর্শন করেছি শুনেছি বিশ্বের কণ্ঠ অমেয় আকাশের বাঁশায় বেতার-তরঙ্গে। গ্রন্থের মন্থনদণ্ডে করেছি এ জীবনের সমুদ্র-মন্থন, কল্পনায়, চিন্তায়, শাণিত বুদ্ধিচক্রের নিঃশব্দ ঘূর্ণনে; তবু লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, পারিজাত ভাগ্যে জোটেনি! জোটেনি এক বিন্দু অমৃত—তৃপ্তি-স্বর্গের তুরীয় চন্দ্রলোকে! দুরদৃষ্টে জুটেছে শুধু তীব্র কালকূটের তরলাগ্নি সিঞ্চন, উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির গড্ডলিকায়।............

"আকৈশোরের মহাকাব্যপ্রীতির ফলে চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশাল পটভূমিকায় বাল্মিকী, বেদব্যাস, কালিদাস, বৈষ্ণব-মহাজন, মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভামূর্তি। দেখতে দেখতে ইতিহাসের চেহারা বদলে গেল, বদলে গেল মানুষের মনের রঙ, রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। বণিক-সভ্যতার আদরিণী কন্যা রোমান্টিক স্বপ্নচারিণী সাহিত্য-সরস্বতী আজ বহু-যুগ-লাঞ্ছিত কোটি কোটি সন্তানের সদ্য ঘুমভাঙা চেতনার অরুণালোকে উদ্ভাসিতা সমাজ-সমস্যাময়ী সাহিত্য মানবীমূর্তিতে রূপান্তরিতা। সামন্ততান্ত্রিক যুগ-ভাবনার তন্দ্রালস মদির চোখে লেগেছে আজ গণতান্ত্রিক বিপ্লবাঞ্জনের ধূমাঙ্কিত বহ্নিরেখা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈষম্যমূলক চিন্তাধারা আজ আন্তর্জাতিক সমাজবিপ্লবের সাগর-সঙ্গমে মিলে মিশে একাকার হ'তে চলেছে। এই মহামিলনের পৌরোহিত্য করেছে বিংশশতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ভূগোলের পাঁচিল ভাঙা মানব-বন্যার উদ্দাম গতিবেগে। এ যুগের কাব্য তাই অলস দিনযাপনের স্বপ্নরঙিন্ মেঘোৎসব নয়, এ যুগের কাব্যে নেই আত্মরতির ভ্রান্তি-বিলাস। ইতিহাসের এই বৈপ্লবিক গতি-পথে মনের ওপোর ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে, চলেছে স্বাধীনতা-আন্দোলনের নব নব রূপান্তর। দেশ জেগেছে, মানুষ জাগছে বিপ্লব-বিশ্বাসী সাম্য-সাধনার এই দুর্গম কর্মপথে, জানিনা কবে ধাঁটি হ'ব।

"মনে পড়ে কিশোর মনের স্বপ্ন প্রাসাদে যে দীপ একদা জ্বেলেছিলুম, আকস্মিকের ঝোড়ো হাওয়ায় সে দীপ গেছে নিভে। দীপ নিভে গেছে ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে মুক্তি দিয়ে, এক-কে বহুর সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবার দুঃসহ সর্বস্বান্তিতে। যেখানে একতারার একটি মাত্র তার, একটিমাত্র সত্তার চতুঃসীমায় কাঙালের মতো নিভৃত-ঝঙ্কারে কেঁদে কেঁদে বেড়াতো, সেখানে বেজে উঠলো সহস্রতন্ত্রী বীণা নির্যাতিত অবরুদ্ধ বহুজনমানসের মুক্তি-ছন্দে। দীপ নিভে গেছে! রেখে গেছে অন্ধকারে বিষণ্ণ-আত্মার রোমাঞ্চ কম্পন। দেখেছি সেদিন শোকাবসন্না রাত্রির বৈরাগিনী মূর্তি, আমারি মনের রঙে রাঙানো তার গেরুয়া বসন, কুয়াশ ঢাকা পূর্ণিমার রাঙা জ্যোৎস্নায়। কত নিঃশব্দ পদচারণায় কেটে গেছে আমার সর্বস্বান্ত দিনগুলি প্রাসাদোপম স্মরণ সৌধের অগণিত কক্ষে কক্ষে। অনুভব করেছি তার স্বপ্ন কোমল পদধ্বনি, অস্ফুট স্বর তরঙ্গের দূরশ্রুত কান্না। আশেপাশে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উষ্ণমদির বায়ুমণ্ডলে দেহমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কতবার, মৃত্যুমগ্ন বাসনার দীপনেভা অন্ধকারে। তাইতো কবিতা লিখি, তাইতো ছাপার অক্ষরে প্রায়শ্চিত্ত করি—প্রাণ খুলে ব'লে ফেলার নিশ্চিহ্ন বাক্য-বিন্যাসে। আজ আমার আধুনিক মনের জপমন্ত্র, হয়েছে তাই "অহং বহুস্যাম্, অহং বহুস্যাম্"—আমি বহু হইব।
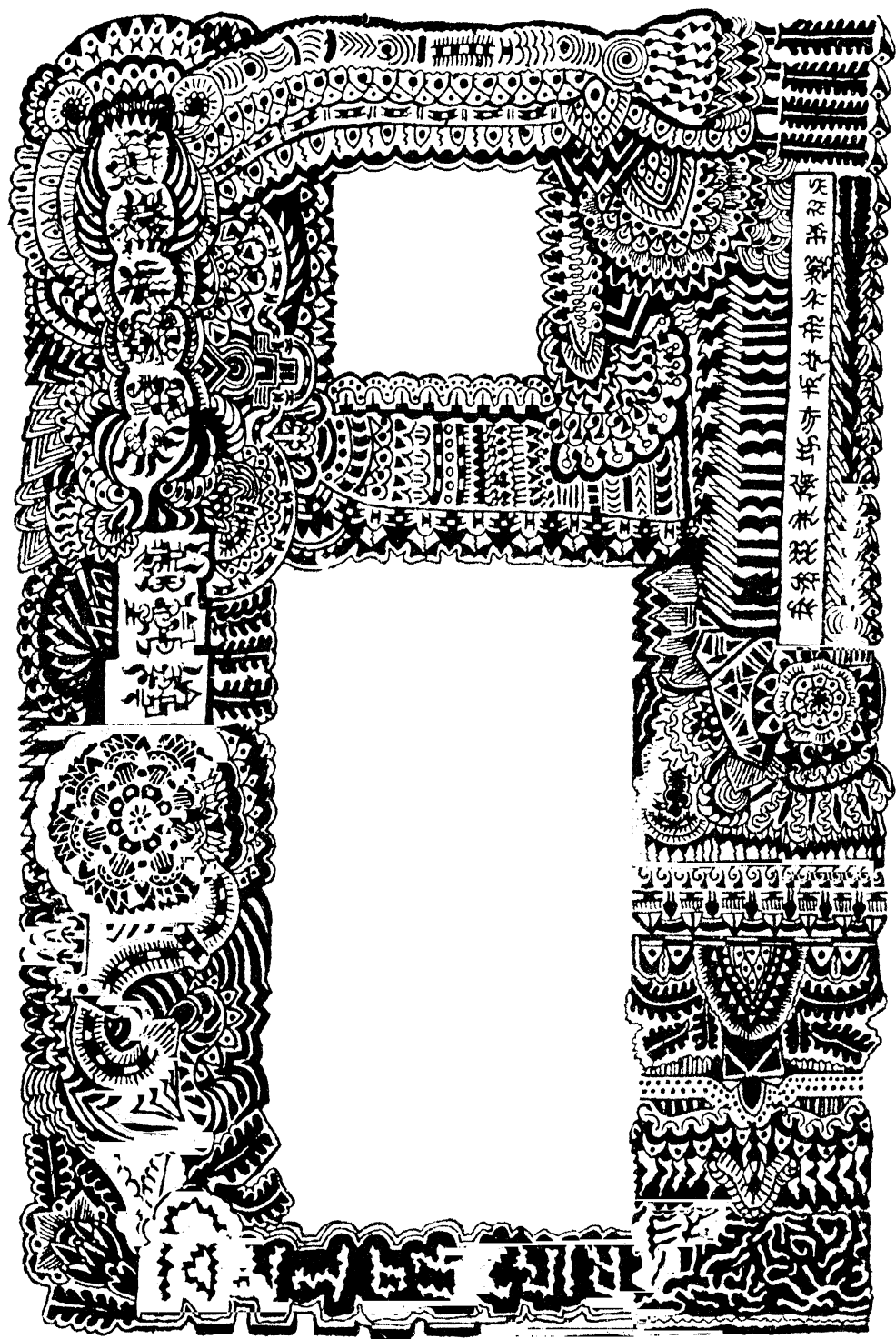
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বাগচী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

দ্বিপ্রহরের গ্রন্থন ব্যাপারে বন্ধু বিনয় ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করি, বিনয়ের আগ্রহ ও উৎসাহ আর শ্রীযুক্ত মহাদেব স্বর্ণকারের কাব্যপ্রীতি ও আন্তরিকতার যোগাযোগে এই দেশব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের বাজারে আমার বই বের করা সম্ভব হ'ল। দ্বিপ্রহরের কবিতাগুলি স্বনামে ও অমিতাভ ঘোষ এই ছদ্মনামে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমার কবিতার গতি ও প্রকৃতিকে যাঁরা গোড়া থেকেই উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে আসছেন ও ব্যক্তিগত ভাবে যাদের কাছে আমি কৈশোর থেকে ঋণী সেই পরম শুভার্থী অন্নদা শঙ্কর রায়, গোপাল হালদার, মন্মথনাথ সান্যাল, সরোজ আচার্য, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রীতির পাত্র বিজন ভট্টাচার্য, প্রাণতোষ ঘটক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশু মুখোপাধ্যায়ের নাম বার বার স্মরণ করি।

দ্বিপ্রহরের জন্য বিশেষভাবে অঙ্কিত ছবিগুলির জন্য সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুধীর খাস্তগীর ও বিনোদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি ঋণী। শিল্পী সুধীর খাস্তগীর ও বিনোদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিগুলি বন্ধুবর সাগরময় ঘোষের সৌজন্যে পেয়েছি, এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

১লা মাঘ, ১৩৫২
কলিকাতা।

—বিমল চন্দ্র ঘোষ

চিত্র-সূচী

সূচীপত্র

কবিতা	পৃষ্ঠা

দ্বিপ্রহর

দূর সমুদ্রে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়া গেছে —
মনে নেই কবে, পড়ে আছে শুধু শূন্য খেয়া !
রাজার দুলাল চ'লে গেছে একা রাত্রি কাঁদে
ষোলোকুশী মাঠে জনারণ্যের কাঁপিছে ছায়া !

সন্ধান আর কে দেবে কোথায় স্বর্ণকেশী
রাক্ষসীদের নিঝুমপুরীতে ঘুমে মগন
বুড়ো বটগাছে নেই বিহঙ্গ বিহঙ্গমা
শহরে লৌহ-পিঞ্জরে করে নিশিযাপন।

শুয়োরাণী-রাত খুঁজে মরে কোথা সাতডিঙি
সাতটি কুমার ফিরিল না আজো বন্দরে
সহস্রদল পদ্মদলের আত্মা আজ
দপ্ দপ্ জ্বলে আলেয়ার মতো জলাভূমে।

দশ দিগন্তে চাহে না নয়ন কৌতূহলে
শ্যামবনরেখা ধূমকজ্জল অন্ধকার
সাগরে নদীতে নিশুতির মায়া শূন্যে লীন
বাতিঘরে জ্বলে ডাইনীর চোখ, দোলে জাহাজ।

প্রাণের ছন্দে দোলেরে জন্ম মৃত্যু দোলে
অপরিচয়ের সংশয়ে ভয়ে রোমাঞ্চিত
অচেনা গ্রহের দ্যুতি-শিহরণে শিহরে মন
জাগে গোপনে অমর আত্মা দোলায়মান।

দ্বিপ্রহর

জরতীর বেশে গৌরী ভুলেছে কুমারী মন
নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কে দেবে কুন্দমালা ?
শ্মশানভস্মে ধূসরিত হায় পঞ্চশর
তুলিছে সাগরে অপরাজিতার অশ্রুভার ।

উষ্ণ মদির বিরহে শুষ্ক প্রেম-সাগর
সবুজ মৃণালে রক্তকমল ফোটেনা আর
কবে ঝরে গেছে কোমল পাপড়ি পঙ্কতলে
রুক্ষ স্মরণ আকাশে ছড়ায়ে গন্ধ তার ।

ভীরু মরালের রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিনী
স্বার্থোদ্ধত মানুষ হয়েছে নরকাসুর
করুণ কান্না শুনে শুনে তাই তিক্ত মন
কাব্যে অলীক সান্ত্বনা দিয়ে নেইরে ফল ।

পক্ষীরাজের ডানায় হয়েছে পক্ষাঘাত
আকাশে অযুত জ্যোতিষ্কমালা ঘুমায়ে আছে
মলয় পাহাড়ে কাঁপিছে প্রেতের কণ্ঠস্বর
প্রণয়ের কপোতাক্ষি সলিলে নেই জোয়ার ।

অবাস্তবের স্বর্গীয় পথে কল্পনারা
শবযাত্রার মৌন মিছিলে গিয়াছে মিশি,
আকাশ-কুসুমে সুরভিত মহাশূন্য তাই
যন্ত্র-ভ্রমর-গুঞ্জন গানে কম্পমান !

স্বপ্ন-দীপের তৈল যে কবে ফুরায়ে গেছে
অলস আবেশে সোনালি মনের কামনারাশি
জাগায়না আর স্বপ্ন জড়িমা নয়নে মোর
সমুখে দীপ্ত নব জাগ্রত দ্বিপ্রহর !

———

দ্বিপ্রহর

শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

দিবাস্বপ্ন

কপোত-কূজনে মুখর দ্বিপ্রহরে
থম্ থম্ করে বিপুলা বসুন্ধরা,
অলস অঙ্গ অবশ ক্লান্তিভরে
কপোত-কূজনে মুখর দ্বিপ্রহরে,
ভদ্রাসনের মাটিতে ঘুঘুরা চরে
ডাকে কর্কশ বায়সী ভয়ঙ্করা।
রুক্ষ নীরস বেতসের মর্মরে
পথ-কুক্কুরী হরষে স্বয়ম্বরা।।

ঘুমায় একাকী নারিকেল তরুশিরে
খর রবিকরে উদাসী শঙ্খচিল ;
স্মরিছে একাকী বিংশ শতাব্দীরে
দ্বিপ্রহরের নারিকেল তরুশিরে,
মহামানবের রক্তসরসী নীরে
জমাট বাঁধিছে মানবতা পঙ্কিল,
উড়িছে শকুন অস্থি মাংস ঘিরে
থম্ থম্ করে সিরাজের মতিঝিল ।

উড়িছে আত্মা মুর্শিদকুলীখাঁর
মুর্শিদাবাদে ফাটিয়া তপ্ত মাটি,
হাজার-দুয়ারী দুর্গের পরিখার
কবরে কাঁদিছে মুর্শিদকুলীখাঁর,
ধাতব বিকারে লাঞ্ছিত তলোয়ার
জীর্ণ লৌহে ইস্পাত নেই খাঁটি .
ডাক-হরকরা বহিয়া জরুরী 'তার'
মাঠ ভেঙে চলে বাগায়ে দীর্ঘ লাঠি।

——

মননসাগর-দোলা

মানুষ কি শুধু মনুষ্যপদবাচ্য ?
কিম্বা সে আর কিছু —?
নিশ্চয় সে কি মানবোত্তর গত নয় ক্রমাগত
প্রাক্ নয় পশ্চাৎ
জীবন সে নয় জীবনের দর্শন,
গুরু গরীয়ান মহতো মহান দীপ্ত জীবনায়ন ?
অনুভব নয় অভিব্যক্তি, সুখ নয় সান্ত্বনা
চিরকাল সেকি ঐতিহ্যের গোলমেলে জল্পনা ?
ঋজু তির্যক বক্র কুটিল জলে আঁকা আল্পনা
রক্ত মাংস অস্থি ও পঞ্জর ?
সোনা রূপা লোহা ইট কাঠ মাটি বাতাসের বুদ্বুদ !
প্রবাহ-নিত্য মননসাগর-দোলা ?
হাতুড়ি কোদাল কাস্তে গাঁইতি লাঙলের অভিশাপ
মানবিক প্রতিবিম্ব বিধির অপরূপ অপলাপ
প্রাকপুরাণিক অতি-আধুনিক দেহী ?
মানুষ, মানুষ নয় !

যেসব দ্বিপদ জন্তুরা চলে পৃথিবীর বুক জুড়ে
অতনু-মনের সহস্রশিখা কামনায় পুড়ে পুড়ে,
তারা তো মানুষ নয়,
নরতাত্ত্বিক যা খুশী বলুক তারা নয় কোনোদিন
মনুষ্যপদবাচ্য।
মনে হয় তারা চিরদিশাহারা প্রলয়ের বুদ্বুদ,
প্রাণ-মুকুলের ক্ষণিক সুরভি, মেঘমায়া অদ্ভুত,
গোষ্ঠীজীবনে ধনী শ্রেণীর অযুত পুত্তলিকা
জীবনারণ্য শাখায় শাখায় শিশিরে সৌরশিখা
ক্ষুধাতৃষ্ণা অদ্বৈত,
স্পর্শকাতর দেহ নশ্বর সহেনা উষ্ণ শৈত্য !

মননসাগর-দোলা

স্থালের ফাটলে উইচিংড়িরা কড়িকাঠে ঝিঁঝিপোক।
জলতরঙ্গ বাজায় ঐক্যতানে
কালা তানসেন ধলা বেটোফেন সমগোত্রজ আত্মায়
একই বাতাসের মধুমলয়ের প্রলয়ের ভীম বাত্যায়
ফলায় না ফল পার্থক্যের স্বরলোকে এক যাত্রায় ,
অবচেতনিক সত্তায় জাগে কত পিঙ্গলসূত্র
কত নিরুক্তছন্দশাস্ত্র, পা ফেলার নানা কসরৎ
রূপে রসে গানে বাংলায়
ধলারাই দেখি কালাদের আজো যান্ত্রিক চাপে থ্যাঁৎলায় !
হায়রে মানুষ, নামেই মানুষ, জীবাণম পশুপাল
গাঁইতি কোদাল লাঙল চালিয়ে কাটে কুমীরের খাল,
সেই খালে আসে পাথুরে-চামড়া নবকুম্ভীর দল
অর্থনীতির লেজের ঝাপটে ঘোলা করে লোনাজল
যে কুমীর খায় প্রজার মাংস, যে কুমীর পাড়ে ডিম্ব
মিঠে দর্শন সাহিত্য যার অহমের প্রতিবিম্ব।
মানুষকে কবে মানুষ বলবো, কবে যে ঘুচবে ভ্রান্তি
প্রাণে জাগে তাই বৃশ্চিক-জ্বালা কোথা খুঁজে পাবো শান্তি ?
শরীরী ভাষার তাণ্ডব চলে বাঙ্ময় মনোরাজ্যে :
বিপ্লব ! সেকি ঘুরপাক খাওয়া শিকারী বাজের চেহারা ?
কি করি ? কি করি ? নিস্‌পিস্ করে লাখো লাখো ক্ষীণমুষ্টি,
হাড়-জিরজিরে কৃষাণ শ্রমিক বয় বাটলার বেহারা
ক্ষীণায়ু জীবনে জপমালা তাই প্রভুর মনস্তুষ্টি।

রোমের চিতায় নেরোর বেহালা বাজে,
সুরেলা আলাপ হয়তো বা হবে পবজ-বসন্তের,
ধূমাবতী-রাত হাতাখুন্তিতে অনাদি অনন্তের
ছেঁড়া ইতিহাস কেটে কুটে রাঁধে অভিনব ব্যঞ্জন
গণতান্ত্রিক বেগে-মশলার অদ্ভুত আয়োজন .
জানিনা সে কার খাদ্য ?
সাম্যবাদীর ভবিষ্যতের প্রমাণের উপপাদ্য।
হাজার হাজার জোড়াচোখে ফোটে ফ্যাকাসে ধুতরো ফুল
শস্যের ক্ষেত, পুলিশের বেত, বিধাতার প্রেত ঘোরে,

দুঃসময়ের নাগরদোলায় মায়া-তরু নির্মূল—
আভিজাত্যের মায়া-তরু। কাল-যবনিকা যায় সরে,
দেখা দেয় নব ভূগোল জ্যামিতি সমাজ সমিতি সজ্ঞ
ভেঙে যায় বাধা পাষাণ প্রাচীর-হিমালয় দুর্লঙ্ঘ্য।
যে জীবেরা এল শনৈঃ শনৈঃ গুহা জঙ্গল ফুঁড়ে
রক্তের স্রোতে ক্ষুরধার পথে নানা দেশকাল জুড়ে
আজো তারা নয় মনুষ্যপদবাচ্য,
তাদের সংজ্ঞা পাবেনিকো দিতে নবতম ইতিহাস
তারা তো মানুষ নয়!
সোনা আর মাটি, মাটি আর সোনা এ দুয়ের ডিগবাজী,

নানা সময়ের নানা মুনি এসে করেছে ফতোয়া জারী
ঘৃণিত-ভাষণ রাজ্যশাসন মোড়োলী খবরদারী
গেঁথেছে হর্ম্য দুর্গ প্রাকার অভাগা প্রজার তৈরী
গগনচুম্বী দম্ভে মত্ত মানেনি বন্ধু বৈরী!
জেগেছে মানুষ? জেগেছে যে তার প্রমাণের গলাটিপে
বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে যারা করেছে কণ্ঠরোধ
ক্রোধে কান্নায় মিশেছে শূন্যে নিষ্ফল প্রতিরোধ
মহামন্ত্রীরা অচল অটল দ্বৈপায়নের দ্বীপে।
জেগেছে মানুষ? কোথায় মানুষ? জেগেছে তো শুধু কাগজে পড়ি!
গণতন্ত্রের জাগরণী গানে উচ্চাশা-গিরিশৃঙ্গে চড়ি
বার বার উঠি, বার বার পড়ি গভীর খদে
স্বর্ণ-প্রাসাদে মেদমজ্জারা আরামে সুপ্ত দম্ভমদে
চাবুকের ভয়ে নিষ্ক্রিয় মন বিকল হস্তপদ,
দরকার মতো করবার কিছু নেই?
স্মরণের পরিমণ্ডল মেঘে তাড়িতাক্ষরে লেখা
আধিভৌতিক দ্রুত এ চিন্তাসূত্রের খুঁজি খেই,
মন তবু চায় কুটিল চোখের কটাক্ষ ঈক্ষণে
গতানুগতিক ইউরোপ আর এশিয়ার আকাশেই
জানি এ গ্রহের স্বচ্ছ উদার মুক্ত আকাশ নেই।
এখানে আকাশ সতীশবদেহ বিষ্ণুচক্রে কাটা
সভ্যতা জুড়ে মহানাগরিক পীঠস্থানের বুকে
দ্বিপদ দেহীর আত্মরতির কুৎসিত কাদা-ঘাঁটা
এখানে আকাশ নেই

জমাট শহরে ধোঁয়াটে আকাশ ছড়ানো টুক্‌রো টুক্‌রো
জান্‌লার ফাঁকে গবাক্ষ পথে অন্ধগলির মোড়ে
দুইপিঠঘসা কাচের মতন, উড়ো কাকচিল আঁকা :
শ্যামগম্ভীর দিগন্ত নেই ফাঁকা—
ছানিপড়া চোখে ত্রিকালের বুড়ি ক্রন্দসী যেন কাঁদে
ঘোলাটে সূর্য উঁকি ঝুঁকি দেয় গম্বুজে ন্যাড়াছাদে।

জীবনের মাটি ফেটে চৌচির উষ্ণশ্বাসের তাপে
অন্ধ-আকাশ স্তিমিত উদাস ধূমকজ্জল বর্ণ,
ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মার শিথিল মিছিল চলে
মরে যায় বুকে অকথিত কত স্বপ্ন!
আকাশ, আকাশ, শুদ্ধ আকাশ, স্বস্তির শ্বাস
মানুষ কোথায়? অসত চিন্তাসূত্রের খুঁজি খেই।

মানুষ, মানুষ নয়!
নয় সে প্রখর সূর্যের আলো, পাংকোর কুনো-ব্যাং
আছে বুদ্ধিব মাত্রায় ফেলা পথচারী দুটো ঠ্যাং
তবুও সে নয় মনুষ্যপদবাচ্য,
থাক বা না-থাক সভ্যতা তার পশ্চিম থেকে প্রাচ্য
দৈনিক ক্ষুৎপিপাসার মতো, কপিলের কূটসূত্র
পুরুষার্থের অর্থ যে নেই ত্রিতাপই সত্য সার?
কত যে প্যাঁচের কথা ব'লে গেছে ধূর্ত চণকপুত্র:
টাকাকড়ি ক্ষয়, মানসিক ভয়, গোপনীয় ব্যাভিচার,
বঞ্চনাঞ্চ অপমানঞ্চ প্রকাশ নৈব নৈব,
বিধি ছাড়া নেই গত্যন্তর বাম যদি হয় দৈব?
খুঁজেছি অনেক, ভেবেছি অনেক, মনোময়-মেঘ কামনা
জানি এ জীবন মায়া-বুদ্বুদ নয়,
অপরিচয়ের যত কিছু সংশয়
পাকে পাকে আছে শতগ্রন্থীতে জড়িয়ে জীবন-বৃক্ষ
আদি-সর্পের শত সহস্র ফনা,
অনাবিষ্কৃত অজানা পথের ক্ষুরধার লাঞ্ছনা

দ্বিপ্রহর

ক্ষুধিত জঠর অবুঝ সর্প বোঝেনা জগতে কিছু,
যনতান্ত্রিক জন্মেজয়ের স্বার্থাগ্নিতে তারা —
ঊর্দ্ধে দ্বিপদ অধঃমুণ্ড অনলকুণ্ড বুকে
ক্রিমি-সঙ্কুল বত্রিশনাড়ী শরীরী-হব্যধার।
বৈদিক-গানে বিমানে কামানে দুরতিক্রম্য লোভে
জ্ব'লে পুড়ে মরে আত্মবিনাশী ক্ষোভে।
নীতিশৃঙ্খলা ক্ষুধিতজনের করাল বদনে জলে
বিলাসী মনের ঐশীধর্ম জাগেনা মমতলে।
খোঁজে হাতিয়ার, ক্ষুধার অন্ন, জ্ঞানের অন্ন চাই,
অবাধ অজেয় প্রার্থনা তার কাঁপে সংসারভূমি—
আগ্নেয়শ্বাস স্থির বিশ্বাস, উদাস আকাশ চুমি',
জাগে দুর্জয় মানবগোষ্ঠী শোষণের শেষ চাই।
মহাযুদ্ধের সৃজনোৎসবে ওড়ে ধ্বংসের ছাই।

কোথা সে মানুষ ?—
উদ্ধত শিরে ঊর্দ্ধ আকাশ চুমি'
পায়ের তলায় নিরবধিকাল বিপুলা পৃথ্বী ভূমি
স্বয়ং প্রকৃতি হস্তামলক দশাঙ্গুলের চাপে
জৈবকায়ায় রূপান্তরিতা সৃষ্টির উত্তাপে,
আদিম লাঙুল খ'সে গেছে কবে বিস্মৃত প্রাক্-কাহিনী
দুর্বার গতি জীবনের ধারা উজ্জ্বল-প্রাণ-বাহিনী,
বিজ্ঞানী মন, সূক্ষ্ম মনন, প্রতিভাদীপ্ত চোখে,
পৃথিবীর বুকে পার্থিব সুখে অজেয় সৃষ্টিলোকে,
বুক ভ'রে নেয় সৌর-জীবনে গ্রহপুষ্পের গন্ধ
অসীমে অসীমে ক্রম-বিকশিত মুক্তপ্রাণের ছন্দ।
বায়ুমণ্ডলে কম্পন তুলে নিশ্চল মহাগগনে
নীল-যবনিকা ভেদ ক'রে যায় মন্দ্রিয়া ধ্বনি সঘনে,
ঘন-প্রাচুর্যে ফসল ফলায় সোনালি গমের দানা,
প্রগতি-জ্যোতির্বিহঙ্গদল অবাধ মুক্ত ডানা!
সে মানুষ কোথা ?

মরা পৃথিবীর প্রেতায়িত জলা পীতাভ আলেয়ালোকে
অনাদ্যন্ত নৈরাজ্যের দেখি যেন দুঃস্বপ্ন!

নরাকার কোটী কঙ্কাল করে ভয়াবহ শোভাযাত্রা
কালের করাল দশনান্তরে লগ্ন।
শ্রবণবিদার ঝোড়োবাতাসের বংশীধ্বনি ওঠে
যান্ত্রিক-চমূ সোল্লাসে করে দুর্গ প্রাসাদ ভগ্ন,
সোল্লাসে করে আগত দিনের গণবিপ্লব সূচনা,
বুকে বুকে তাই বাজে মৃদঙ্গ মহানগরীর স্পন্দন
শুনি পিশাচের ক্রন্দন!
ধ্ব'সে ধ্ব'সে পড়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত্‌গুলো
তবুও রাজ্যলোভী মার্জার বাড়ায় চতুর মুলো!

ডাকে ঝিঁঝিপোকা নির্জন ঘর জর্জর মন ভাবনায়
অলস কাব্য নির্ঝর ধারা স্বপ্নের মতো বহে যায়
তবু লিখে চলি বিদগ্ধমন দগ্ধ গভীর বেদনায়।
মন প্রাণ জুড়ে সূক্ষ্মশীর্ষ নৈরাত্মিক শিখা
স্বাপ্নিক মায়া-মুকুরে কাঁপায় প্রাক্তন প্রহেলিকা?
কবি মন নয় পারমার্থিক ব্যাহৃতির কৈবল্য
খোঁজেনা সে তাই নিঃশ্রেয়সের দুরাশাদীপ্ত কল্য।

কেন্দ্র নেই, নেই মূক
প্রভু ভৃত্য শিষ্য গুরু
বেদের ডিগবাজী,
ভানুমতী নৃমুণ্ডমালিনী
হাড়ের ভেল্কিতে জাগে মেরুদণ্ডে কুলকুণ্ডলিনী,
কামভস্ম অঙ্গে মাখি' ঊর্ধ্বরেতা সিদ্ধিমন্ত্র জপে
শ্মশানের শবাসনে স্বাতন্ত্র্যের নিরবধি তপে।
মানুষ মানুষ নয়, অভিশপ্ত অনঙ্গের ক্রোধ
চেঙ্গিসের দিগ্বিজয় চাণক্যের শ্লোক
নৃসিংহ পরশুরাম কচ্ছপ শূকর—
মহাত্মা বর্বর।

মানুষ কেবল মানুষ, তা'ছাড়া আর কিছু সে কি নয় ?
আমার মনের তুষার-যুগের পিতামহদের স্মৃতি
ঝাঁঝরা ফসিল একমুঠো শাদা হাড়,
সাত-সাগরের লোনাজল আর নিরেট আট পাহাড় ;
সব কর্পূর উবে গেছে তার শিশিতে নেইকো ছিপি
রাজা-রাজড়ার দম্ভের শেষ তাম্র ও শিলালিপি
নাইল ডান্যুব তাইগ্রিস্ সীন্ সিন্ধু ও মিসিসিপি
বন্যার বেগে ফেলেছে সাগরে পলিপড়া মাটি ঢেকে
লুপ্ত করেছে বিস্মরণীতে যুগযুগান্ত থেকে,
এই পৃথিবীর গভীর পঞ্চস্তরে—
তরল কঠিন লোষ্ট্র অশ্ম বিদ্যুৎ উল্কায়
মহাসামরিক আগুনের হল্কায়।

দিনাবসানের তমোগর্ভের সুপ্ত প্রহরে একা ;
কে করে রচনা, কার ইতিহাস, কেন এ জন্ম হোলো
জানি এ চিন্তা করেছে মুনিরা অলস স্বর্ণযুগে
আত্মা তোমার অবগুণ্ঠন খোলো !
মরেছে মানুষ স্বপ্ন-ব্যাধিতে ভুগে
উদাসী মনের পদ্মপাতায় এঁকেছে জলের রেখা
বাসনা কামনা ধারণার নানা উদ্ভট রঙে লেখা
মানুষ কি তবে মননশিল্পী জীব ?
স্বতঃসিদ্ধ অপাপবিদ্ধ শবাকার সদাশিব ?
ইস্পাতী-মন বিলগ্ন তাই চিন্তার চুম্বকে
গভীর মনন করেছি ধারণ সৃষ্টির কুম্ভকে।

আসাম

নিরাশ্রিত অন্ধকার মাথা খুঁড়ে মরে
পাহাড়ী নদীর শব্দে বনের মর্মরে
মাংসলুব্ধ পশুর চীৎকারে
আতঙ্ক-গম্ভীর নীলাকাশ
কাঁপায় অদ্ভুত প্রতিধ্বনি!
পথিকের পদচিহ্ন হয়তো পড়েনি কোনোকালে
সে দুর্গম নরকের প্রত্যন্ত প্রদেশে।
সম্মুখে সমাধিমগ্ন আদিম আসাম—
শ্বেতাঙ্গের চা-বাগান
শ্রমিকের গোরস্থান
সশব্দে আকাশে ওড়ে ধ্বংবাহী বোমারু বিমান
ওরাং খাসিয়া নাগা কুকির স্নায়ুতে
বেপরোয়া উদ্ধত আয়ুতে
উজ্জ্বল রক্তের ধারা তপ্ত বেগবান।

অন্ধকারে
বনের ওপারে
রাহুগ্রস্ত মাতৃভূমি—
উদাসিনী বন্দিনী মৃত্তিকা,
গ্রামে গ্রামে বেদনার শিখা
বিষণ্ণ সোনার শস্য শ্রমক্লান্ত মাঠে
অর্ধভুক্ত কৃষাণের ব্যর্থ দিন কাটে।
দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ
আদিম অরণ্য পথ,
ছায়াচ্ছন্ন সর্পিল দুর্গম।
সর্বহারা শোভাযাত্রা, বাস্তুহীন স্বদেশযাত্রীর,
শরীর অবশ হয়ে এল,
সূর্য কাঁপে জয়ন্তী পাহাড়ে।

রুক্ষত্বক শিলীভূত নাগার শরীরে
নানারঙা ফুল ফোটে,
সুঁদরী সেগুন শাল অন্ধকার করে বনপথ
ঝিঁঝি ডাকে একটানা,
আচম্বিতে নৈশপাখী ডেকে ওঠে ভৌতিক চীৎকারে।
দুর্ভাগা মানবযাত্রী চলে আর্তকায়া,
দুর্গম পথের বুকে পল্লব-মর্মর
অস্ফুট রোমাঞ্চকর!
নীলাভ আকাশপ্রান্তে ঋজুদেহ শুদ্ধ দেবদারু
দিগন্তের আদিম প্রহরী!

ঝরাপাতা, মরাপশু অনাদির পুঞ্জিত জঞ্জালে—
পাহাড়-চোঁয়ানো জল প'চে প'চে দুর্গন্ধ ছড়ায়
কোথাও বৃংহিতনাদ শত শত মত্ত মাতঙ্গের
বলিষ্ঠ বাঘেরা ঘোরে ফেরে,
কোথাও বিষাক্ত সর্প লম্বমান গাছের শাখায়
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যায়।
আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য,
ব্রহ্মপুত্র সাল্যুইন চিন্দুইনে কাঁপে স্বর্ণছায়া
বালুতটে ধ্যানমৌন বক,
আলোর কল্লোলে মুগ্ধ হরিণ শাবক;
কোথাও বা চোখে পড়ে,
ঘনশ্যাম বনপথে পাংশু অন্ধকার;
কম্প্রপদে সর্বহারা চলে যাত্রীদল
চঞ্চল উন্মুল।

সুদীর্ঘ আকাশ পথে চুংকিং-এর নামহারা পাখি
উড়ে যায় উদাসীন্
গিরিবলয়িত দূর দিগন্তে বিলীন।
পশ্চাতে তিমিরমগ্ন মৃত ব্রহ্মদেশ,
ধ্বংসের আগুন জ্বলে;
সিঙ্গাপুর—
বেদনায় বিবর্ণ মধুর,
মুহ্যমান শ্বেত-সিংহ পীত-সূর্যালোকে?
সদ্যছিন্ন-দাসত্বের নবীন নির্মোকে!

ছত্রভঙ্গ মানব-সংসার
মুক্তপথে বাধাপ্রাপ্ত আর্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে
আরণ্যক অন্ধকারে
চলে ক্লান্ত সর্বহারা ছায়ার মিছিল।
পাহাড়ী উদরাময়ে কালাজ্বরে মরে শত শত
নিরন্ন আশ্রয়প্রার্থী ক্লান্ত অসহায়।
নিভে গেছে উৎসাহের শিখা,
মরীচিকা জীবন যৌবন
অনাগত অজানিত মহাভবিষ্যৎ।

মৃত্যুর কম্পন,
হৃৎপিণ্ডে জ'মে গেছে কালব্যাধি যক্ষার মতন।
আরতো সরেনা দেহ, মৃত্যু আসে ছায়ার মতন
ক্রমক্রুর নৃশংস ভয়াল।
অতর্কিত সর্পাঘাত কিম্বা কোনো পাহাড়ের খাদে
মুহূর্তে নির্বাণপ্রাপ্তি শ্বাপদের বুভুক্ষা মোচন।
সূর্য ডুবে যায়—
দৈনন্দিনী মরণের অদৃশ্য গহ্বরে
রক্তমাখা ইতস্ততঃ পাণ্ডুর আকাশ।
অগ্নিময় রাজ্যলোভ লেলিহান সহস্রশিখায়
সম্মুখে পশ্চাতে জ্বলে।
উপেক্ষায় অত্যাচারে দুঃখের অতলে
মাতৃস্তন মুখে দিয়ে ম'রে যায় তৃষাতুর শিশু
এক ফোঁটা দুধ নেই অনশনক্লিষ্টা জননীর!
সীমান্তের পাহাড়ী নরকে
তস্করের পাশবিক বর্শার ফলকে
দস্যু মগ জোরবাদীর বিষাক্ত ছোরায়
ম'রে যায় প্রিয়তম! দুর্গম পথের অন্ধকারে
ম'রে যায় কত স্মৃতি বনানীর বিষণ্ণ মর্মরে।
অরণ্যে মানুষ কাঁদে
মানুষ অরণ্যে কেঁদে মরে,
দুর্যোগের অন্ধকারে ক্ষুব্ধ তাই আদিম আসাম।

জম্বুদ্বীপ

শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্যামকান্তি হে মহাভারত!
হে বলিষ্ঠ পিতৃভূমি, বিবাগী বিষণ্ণ কেন আজ?
ভূতাবিষ্ট স্থবির মন্থর?
নীরব জীমূতমন্দ্র স্তম্ভিত আকাশ,
পাষাণ মুকুটে জ্বলে—
স্তম্ভিত তুষারদীপ্ত হিমবহ্নি শিখা
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের,
তুঙ্গ-জ্যোতি বিচ্ছুরণ
ত্রি-মুণ্ড কালের স্তব্ধ ধেয়ান-প্রদীপে।

দূরে ইলাবৃতবর্ষ
সুমেরু পর্বতপ্রান্তে মহাশ্বেতকায়া
উদাসিনী আর্যমাতা। আদিমানবের—
সভ্যতার জন্মদাত্রী।
বিস্মৃত উত্তরকুরু!
কাস্পিয়ান, সিন-কিয়াঙ, অসুর-বাবিল,
কৌকাস, মোঙ্গল, সাইবেরিয়া,
মরুলিপ্ত যাযাবরী ধূ ধূ ইতিহাস
গোবিবক্ষে সৌরকরোজ্জ্বল
পামীর-প্রেতাত্মাচূর্ণ শীতোষ্ণ পিঙ্গল।

দুর্গম রোমাঞ্চকর তিব্বতী-গুম্ফায়,
শ্যাম ব্রহ্ম তুঙ-কিঙ নিপ্পনে
মহাচীনে শত শত বুদ্ধের কঙ্কাল,
প্রবাসী ভারত-আত্মা অব্যক্ত বিশাল!
প্রাচ্যপ্রজ্ঞা-দেউলের রহস্যান্ধকারে
মন্ত্রপূত মায়াদীপ
হে গম্ভীর জম্বুদ্বীপ—
তোমার আত্মার মরীচিকা
জিজ্ঞাসা-জটিলতত্ত্বে কত ভাষ্য, কত তার টীকা।
অর্থহীন বৈরাগ্যে উদাস
নিষ্ঠুর নিষ্কাম সত্তা ধ্যানমৌন মুমুক্ষু নিঃশ্বাস।

হে মৃত ভারতবর্ষ,
যজ্ঞধূমে প্রেতবর্ণ তোমার বৈদিক মহাকাশে
বাসব বরুণ মিত্র জাতবেদাঃ বৈশ্বানর হাসে।
হবিষেমুস্বর্ণলুব্ধ তৃপ্ত দেবগণ—
মাটিতে কি রেখে গেছে অমেয় স্বাক্ষর,
কৃষ্ণকায় অনার্যের রুধির জর্জর?
আত্মার কৌলীন্যে আজো কী বিষণ্ণ পরিচয় তার!
পারত্রিক প্রহেলিকা লক্ষ্মীছাড়া বৈরাগ্যে উদার।
অট্ট হাসে মৃতকাল
শ্মশানে চণ্ডাল
জঙ্গলে পাহাড়ে ফেরে কোল ভীল অনার্য সাঁওতাল,
উপেক্ষিত অশিক্ষিত নরপশুপাল
আসমুদ্র হিমালয় জুড়ে।
ধ্যানের চিতায় পুড়ে পুড়ে
তোমার সন্তানগোষ্ঠী নির্জীব খোলসে ম্রিয়মান
ছন্নছাড়া জীবনধারায়
নিরর্থক কালধ্বংসী প্রাণোপাসনায়।

সুমেরুশিখর থেকে দূর দক্ষিণের
স্থলচর পক্ষীরাজ্য মেরু-অন্তরীপ
হে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ,
তব আর্য-প্রতিভার দিগ্বিজয়ী উত্তুঙ্গ গম্বুজ
অগণিত বৌদ্ধ-স্তূপাম্বুজ
স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে পাষাণে নির্বাক
প্রশান্তসমুদ্র জুড়ে পক্ষভাঙা অযুত মৈনাক।
হে বিরাট জম্বুদ্বীপ,
ঐশ্বরিক দর্শনের হে আশ্চর্য বাত্যায় প্রদীপ,
কোথায় লুকালো আজ মায়াবাদী শঙ্কর সভ্যতা
এ মানব-প্রগতির চরম শত্রুতা?
তোমার উদ্ধতবুকে যজ্ঞোপবীতের—
স্বার্থান্ধ তক্ষক কবে করেছে দংশন,
প্রাচ্য-পৌরাণিক যুগে
বিষের জ্বালায় ভুগে

মরেছে সে পিতৃভক্ত জামদগ্ন্য রামের সমাজ,
নির্বীর্য মৃত্তিকা তাই পৌরুষের রক্ত শুষে খায়।
স্থিতিবান ব্রহ্মাবর্ত, আত্মদম্ভে হে দাম্ভিক ভূমি,
কোথা সে বিজয়লগ্ন,
সীমান্ত-প্রসার স্বপ্ন,
অগস্ত্য-যাত্রায় ?
সেদিন কি বিন্ধ্যবক্ষে জেগেছিল ব্রহ্মণ্য দেবতা
সবিস্ময়ে চমকিত দ্রাবিড়ী-প্রজ্ঞায় ?
সেদিনের উপেক্ষিত সুদূর বাংলায়
হে দাম্ভিক জম্বুদ্বীপ, তোমার যজ্ঞের ঘোড়া এসে
ফেলে গেছে জয়পত্র দীনহীন বেশে—
সেদিন এ প্রাচ্যখণ্ডে ব্যাঘ্রতেজা নাস্তিক সন্তান
মানেনি বৈদিক স্তবগান ;
দুর্জয় প্রগতিবাদী গাঙ্গেয় মৃত্তিকা
প্রাণে শস্যে কী উজ্জ্বল তমঃশ্যামা লাবণ্যের শিখা !
হে বিষণ্ণ জম্বুদ্বীপ,
ঘোলাটে দুঃস্বপ্নময় বিস্মৃত কালের তমসায়
রাজসূয় নরমেধ যজ্ঞের শিখায়
আলোকিত হয়েছে কি কোটি কোটি প্রাণ-অন্ধকার ?
কোটি কোটি কঙ্কালের নশ্বর আধার ?
অত্যাশ্চর্য সংস্কৃতির মহার্ণবপোতে
অগনিত মানুষের আকাঙ্খার বুদ্বুদের স্রোতে
কোথা যাত্রা ? কতদূরে ? কোথা ঐক্যতান ?
সংঘের শরণবার্তা, বৃহত্তম মানবের গান ?

বেদনা-বিমর্ষ তাই আর্যাবর্তভূমি
দুর্গম নৈমিষারণ্য, কণ্টকিত কাম্যক-কানন
শ্বাপদ গর্জনে কাঁপে চৈত্ররথবন,
ভয়াল দণ্ডকারণ্য সারা হিন্দুস্থান !
হে ভারত, কোথা গর্ব ?
স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ,
অতিকায় মায়াবিশ্ব বুদ্বুদের মতো
শূন্যময় উদাসীর ব্রত।

রক্তাক্ত খাইবার-পথে পার্বত্য গৈরিক ধূলি ওড়ে,
আসে কত সেকেন্দর
যাবনিক রণক্লান্ত বিজয়ী বর্বর,
হে ভারত, মিথ্যা কেন দবায়ুস ঘোরীর দুর্নাম ?
সবিক্রমে এল ধেয়ে দুর্জয় উদ্দাম
আরবের মরুঝড়ে নবীন ইস্‌লাম।

তারপর,
অগ্নিধূমে ধূসর অম্বর,
চঞ্চল জীবনবন্যা মধ্য-এশিয়ার
শত শত যোজন বিস্তার,
চেতনা-বিদ্যুদ্‌দীপ্ত কোটি অশ্বক্ষুরে
অদ্ভুত রোমাঞ্চক রণোন্মাদ স্বরে
ঐক্যবদ্ধ নবসিন্ধু বিপুল দুর্বার
চেঙ্গিসের জ্যোতির্ময় জীবন্ত আত্মার,
সিন্ধুনদে বন্যা এল ইউফ্রেতিস্‌ তাইগ্রিসের ঢেউ
পানিপথে ডেকে গেল দেশদ্রোহী ফেউ—
শত শত স্বার্থপর,
সূত্রপাতে জয়চন্দ্র, শেষলগ্নে ক্লীব মীরজাফর।

অতঃপর ?
মন্বন্তর।
কুটিল বেণিয়াবুদ্ধি ফিরিঙ্গীর এল নৌবহর,
উন্মথিত কালাপানি বঙ্গোপসাগরে
সৌখীন পণ্যের বোঝা এল থরে থরে
তোমার সমাধিক্ষেত্র পলাশী প্রাঙ্গনে,
যুগান্তের প্রায়শ্চিত্তে রুধির বমনে।

হাড়িকাঠ, ফাঁসিকাঠ, বেদমন্ত্রপাঠ,
ধূমাঙ্কিত তোমার ললাট
ত্যাগে বীর্যে হাহাকারে
ছন্নছাড়া নরকের দ্বারে।

স্বর্ণাভ উদয়তীর্থে গৈরিক হিমানীবাষ্প ওড়ে
অদৃশ্য সূর্যের অভ্যুদয়
কতদূরে ?

আদিগন্ত তরঙ্গিত গিরিশৃঙ্গমালা
স্তিমিত গম্ভীর মৌন,
সহস্র যোজন জুড়ে শালপ্রাংশু চেতনার বাহু
ক্রমলুপ্ত অন্ধকারে মৃত কাল-রাহু
বিস্মৃতির কুয়াশায়,
বলিষ্ঠ জীবন জাগে রক্তিম উষায় ;
হে নবীন জম্বুদ্বীপ,
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
ত্রিমুণ্ড-তুষারশৃঙ্গে জ্বলে রক্তদীপ !

পঞ্চ-নিষাদ

কলঙ্ক-কম্পিত রাত্রি। স্তব্ধ জতুগৃহ।
পুরোচন-বিনির্মিত সুসজ্জিত মরণ-ভবন
সুপ্তিহীনা শৌরসেনী,
অতন্দ্রিত পঞ্চপার্থ অন্তরে বিষাদ
উদ্ধারের ষড়যন্ত্রে।

সেদিন বারণাবতে পশুপতি-উৎসব
নিমন্ত্রিত জতুগৃহে আচণ্ডাল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
অতিথি-বৎসলা আজ পাণ্ডবজননী,
আজ তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন।

তখন উত্তীর্ণ সন্ধ্যা।
একে একে ফিরে গেছে পরিতৃপ্ত নিমন্ত্রিতগণ।
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হয়—
অস্থির চঞ্চল কুন্তি জতুগৃহদ্বারে,
'এখনো এলোনা অতিথিরা ?

সূচীভেদী অন্ধকারে অকস্মাৎ কানে এল তাঁর
"জয় হোক রাজমাতা, ক্ষুধিত আমরা।"
আনন্দে আতঙ্কে দুঃখে রোমাঞ্চিতা পাণ্ডবজননী,
অভীষ্ট অতিথিবর্গ এল এতক্ষণে।
তবু কেন হৃদয়ের দ্বিধাকম্প্র স্বগত-ভাষণ ?

"দূর হোক দুর্বলতা!
ক্ষমা করো হে স্বর্গীয় স্নেহের দেবতা
হতভাগ্য অতিথির চিতাকুণ্ডে আজ
অনির্বাণ হোক পঞ্চকুমারের আয়ুদীপ শিখা!"
বৃদ্ধা মাতা নিষাদী ও পাঁচপুত্র তার
রাজভোগে পরিতৃপ্ত আশ্রয় পেয়েছে জতুগৃহে,
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বহস্তে দিয়েছে শয্যা পাতি
সযত্নে করেছে ভীমার্জুন
পরম উৎসাহভরে অতিথি সৎকার।

জতুগৃহ রহস্য-গম্ভীর
পীত পাণ্ডু চন্দ্রালোকে বিষণ্ণ আকাশ,
বারণাবতের রুক্ষ শ্মশানপ্রান্তরে
পত্রহীন রসহীন বিশুষ্ক ভৌতিক বৃক্ষশাখে
অমর ভূষণ্ডী কাক ডাকে।

রোমাঞ্চিত জতুগৃহ!
সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পঞ্চপুত্র করে পলায়ন
পুরোভাগে মাতা কুন্তি স্নেহান্ধ জননী।
পশ্চাতের পরিত্যক্ত মরণ-ভবনে
সুপ্তিমগ্ন অতিথিরা নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
নিষাদী ও পাঁচ পুত্র, পাঁচটি নিষাদ
একলব্য-শম্বুকের জাত!
মাতার আদেশ,
জ্বলন্ত মশাল হাতে ক্রূরকর্মা মধ্যম-পাণ্ডব
স্বহস্তে জ্বালায় অগ্নি আশ্রিতের ঘরে।

সুপ্তিমগ্ন জতুগৃহ,
নিবাত নিষ্কম্প শিখা কালপুরুষের
কী উজ্জ্বল, কী গম্ভীর, রাত্রির আকাশে!
হঠাৎ তিমিরপক্ষ দাঁড়কাক ডাকে
অজানা শঙ্কায় জাগে বিহঙ্গেরা অরণ্যের শাখে।
"যতোধর্মস্ততোজয়ঃ"?—মূর্খের প্রলাপ।
সর্পিল সুড়ঙ্গ পথে,
পরম অধর্মাচারী ধর্মের সংসার
তস্করের মতো স'রে যায়।

হঠাৎ আকাশ রক্তরাঙা।
আচম্বিতে জতুগৃহে সুখসুপ্তি ভাঙা
লেলিহান রুদ্ধঘরে কাদের ক্রন্দন ?
কারা কাঁদে
পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ উদ্ধারের নারকীয় ফাঁদে .

ধূ ধূ জ্বলে জতুগৃহ !
সে আগুনে জ্ব'লে যায় আকাশের তারা,
জ্ব'লে যায় স্বয়ং ঈশ্বর।

ভীতিপ্রদ বিস্ফোরণে চূর্ণ জতুশিলা,
সশব্দে কঙ্কাল ফাটে
অস্থি মাংস গ'লে যায় অবরুদ্ধ ছয়টি দেহের,
পাপমতি পুরোচন সে আগুনে ভস্ম হয়ে যায়।

লাক্ষা-শণ-সর্জ-ঘৃত-কাষ্ঠ-জতুময়
ধূ ধূ জ্বলে পাপকক্ষ
বারণাবতের নৈশ নীরবতা ভাঙি'।
জেগে ওঠে গ্রামবাসী আতঙ্ক-বিহ্বল,
নীলাভ শোণিতবর্ণ বৈশ্বনিবী শিখা —
প্রলয়-তাণ্ডবী শীর্ষ,
ভীষণ ভয়াল দৃশ্যে কাঁপে অন্ধকার।

দগ্ধে দগ্ধে জ্ব'লে-মরা মাংসগন্ধে মন্থর বাতাস !
রুদ্ধকণ্ঠে কারা কাঁদে আগুনের শিখায় শিখায় ?
কারা কাঁদে।
পঞ্চপ্রাণ উদ্ধারের পৈশাচিক ফাঁদে ?
আঁধারে সপুত্রা কুন্তি করে পলায়ন
লজ্জায় ঘৃণায় পাপে
ধর্মের প্রেয়সী কাঁপে !
সে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সাক্ষী শুধু আরক্ত আকাশ।

অদূরে অপেক্ষমান বিদুরের নির্দিষ্ট তরণী
সাঙ্কেতিক পতাকা-চিহ্নিত
অন্ধকারে আন্দোলিত সন্ধানী-আলোর শিখা কাঁপে
কল্লোলিত নদীজলে,
তটভূমি অরণ্য সঙ্কুল।

পঞ্চপার্থ পরিবৃতা শৌরসেনী করে পলায়ন
লোকচক্ষু অগোচরে গুপ্ত তরণীতে।
ভেসে আসে শবগন্ধ বিষাক্ত ধোঁয়ায়
ভস্মীভূত জতুগৃহ হতে।
কারা কাঁদে ?
জতুগৃহে শ্বাসরুদ্ধ যুগ যুগ লাঞ্ছিত জীবন,
উপেক্ষিত শূদ্র-আত্মা ক্ষত্রিয়ের ঘৃণ্য অত্যাচারে
দুবিষহ ব্রাহ্মণের ঘৃণার আগুনে –
কারা দেয় যুগে যুগে ষড়যন্ত্রে প্রাণবিসর্জন ?

* * * *

উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগে দুর্যোধন
সুদূর হস্তিনাপুরে।
আত্মগত প্রশ্ন জাগে রোমাঞ্চক কালরাত্রি জেগে,
"মরেছে কি পাণ্ডবেরা ?
হে বিধাতা, নিষ্কণ্টক হোলো সিংহাসন ?"
অট্টহাসি হেসে ওঠে মহামন্ত্রী মাতুল সৌবল।
অন্তরালে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ সম্রাট –
সহস্রনাগের শক্তি ভীমবক্ষে—নিষ্ঠুর পাষাণ—
বিদীর্ণ হৃদয়ে জ্বলে বিলাপের বৃশ্চিক দংশন।
করুণায় হাসে শুধু একক আঁধারে
সঞ্জয়ের দৈবনেত্র।
কুরুক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের দম্ভের শ্মশান !

ইন্দ্রপ্রস্থ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ !
রাহুগ্রস্ত তুমি আজ বিস্মৃতির ছায়া
প্রশান্ত নীরব।
কালের নিশান ওড়ে তারাঙ্কিত গাঢ় নীলিমায়
মৌন নিশ্চেতন।

যুগান্তের রক্তবর্ণ ক্রূর ভ্রূকুটিতে
বিদীর্ণ স্ফটিক স্তম্ভ,
শুভঙ্কর তাম্রকুম্ভ মর্মর কুট্টিম ;
মণিময় বেদিমূলে কারুশিল্প আঁকা
নাগেন্দ্র বাসুকিশীর্ষ রত্নফণা অযুত-বিস্তার
ধার্তরাষ্ট্র পাণ্ডব সংহার !
বিধ্বস্ত বিষ্ণুর মূর্তি ত্রাণকর্তা গরুড়-বাহন
ধ্বংসসাৎ শিলীভূত স্বর্ণশিখা দেব হুতাশন,
পাষাণে স্তম্ভিত কায়া
রূপায়িত বারীন্দ্র বরুণ
সংরক্ষিত যাদুঘর মহাভারতের ।

ময়সৃষ্ট দ্বাপরের বিধ্বস্ত সে অতুলন সভা
অত্যাশ্চর্য মর্মর খিলান
ক্ষত্রিয়ের স্থাপত্য মহান,
ঐশ্বর্য-প্রদীপ জ্বালা ভারত-গৌরব
নিঃশেষে করেছে গ্রাস বিলুপ্তি-রৌরব !

শক্ হুন গ্রীক তুর্কী মোগল পাঠান
তাতার আফ্‌গান
উড়ে গেছে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
সাম্রাজ্যের কীর্তিস্তম্ভ দ্বেষদম্ভ অন্ধ-নায়কের ।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান
মস্‌জিদে আজান্ হাঁকে পবিত্র গম্ভীর !
শতজীর্ণ শতাব্দীর
কেঁপে ওঠে ধূলো বালি কবর গম্বুজ
বিষণ্ণ ঈদের চাঁদ ।
খাকী-কোর্তা ইংরাজ সৈনিক,
কিম্বা কোনো শ্বেতাঙ্গের ভারতীয় জারজ সন্তান
স্পর্ধিত উদ্ধত মূর্তি ঘোরে ফেরে ক্লীব-কৌতূহলে !

যুগান্তর ভেদ ক'রে ভেসে আসে স্বপ্নের বিদ্রূপ
খল খল হাসে ক্রূর কালের কঙ্কাল
সর্বনাশা শকুনির পাশা !
ভেঙে গেছে রাজসূয় যজ্ঞসভা মণ্ডপ তোরণ
অপহৃত স্বুবর্ণ কপাট।
কুরুক্ষেত্রে ধূ ধূ করে মাঠ
কালের অমর ছেলে নির্বিকার চাষা চাষ করে।

হয়তো হঠাৎ ওঠে লাঙলের ফালে
শতভগ্ন কপিধ্বজ-রথচক্রনেমি,
গান্ধারীর ছিন্নহার,
কুন্তির বলয়,
পাঞ্চালীর মুকুটের মণি,
হাস্য করে মৃত্যুঞ্জয় বিদীর্ণ-করোটি অশ্বত্থামা
ধ্বংসের ত্রিযামা !

হয়তো হঠাৎ ওঠে জ্যোতির্ময় লাঙলের ফালে
জানুর হাড়ের টুক্‌রো কুরু-সম্রাটের
খণ্ড খণ্ড মহাকাব্যদ্যুতি
গণেশের হস্তলিপি বৈয়াসিকী কীটদষ্ট পুঁথি।

রাহুগ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ মহাবিস্মরণ !
কীর্তিমান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ
কারণ সে কবি,
রেখে গেছে প্রাণবন্ত ছবি
জ্যোতিষ্মান স্বর্ণকান্তি স্মৃতির অক্ষরে।

রবিশস্য গোধূমের ক্ষেত
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
সুদূর উদ্যোগপর্বে দৈবনেত্রে দেখেছে একদা :
অগ্নিমুখ বিশ্বরূপ লেলিহ-বদন
চূর্ণীকৃত উত্তমাঙ্গ দশনান্তরালে
শোণিতাক্ত লালাবিম্ব কৌরব-কেশরী
উদভ্রান্ত লোভের স্বপ্নে বিনষ্টির ভয়াল চর্বণ।

প্রতিধ্বনি ভেসে আসে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
শত শত মদোন্মত্ত মানব সভ্যতা !

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
রাহুগ্রস্ত বিস্মৃতির ছায়া !
"ত্বমুত্তিষ্ঠ—লভো যশ !
কালোঽস্মি করাল !"
জেগেছে মানবগোষ্ঠী গণ-মহাকাল
কোলাহলে মুখরিত স্টেশন বিশাল
দিল্লী নগরীর।
অগণিত শতাব্দীর
ভাগ্যসূত্র ছিন্নভিন্ন হিন্দুস্থান ভীষণ গম্ভীর।

তাম্রলিপ্ত

স্বপ্ন দেখি, তাম্রলিপ্ত অবারিত সমুদ্রের কূলে
অসংখ্য বাণিজ্যপোত, সমাকীর্ণ বিরাট বন্দর।
শ্বেত পীত কৃষ্ণকায় দূরদেশাগত
পণ্যজীবী স্থূলোদর চতুর বণিক শত শত,
মহাজন শ্রেষ্ঠী সদাগর
লুব্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার পতাকা উড়ায়
পণ্যশুল্ক-মন্দিরের স্বর্ণ চূড়ায়।

স্বপ্ন দেখি, তাম্রবর্ণ বলিষ্ঠ বাঙালী,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের বুদ্ধিদীপ্ত দীর্ঘায়ু সন্তান
সংগ্রামে অপরাজেয় সাহসে দুর্জয়
শ্রমনিষ্ঠ মুক্তগতি দেশ দেশান্তরে।

স্বপ্ন দেখি, স্বদেশের বিগত সমাজ
অত্যদ্ভুত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি
মেধাবী পণ্ডিতবর্গ নিত্য দেয় শাস্ত্রের বিধান
অতিসূক্ষ্ম চুলচেরা বর্ণাশ্রমী প্রজার শাসনে।
পল্লীতে নগরে জনপদে,
যুক্তপাণি নতদৃষ্টি হতভাগ্য অন্ত্যজের
নিঃশব্দ সঞ্চার,
সমস্ত আকাশ জুড়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম-বিভীষিকা!

স্বপ্ন দেখি, ব্রাহ্মণের ত্রিপুণ্ড্রক-চর্চিত ললাট
শুচিবায়ুগ্রস্ত কূট-আত্মার প্রকাশে।
স্বপ্ন দেখি, স্মৃতিকর্তা রঘুনন্দনের
স্বদেশের ভাগ্যাকাশে একচক্ষু অশ্লেষার মতো
দ্বিজোত্তম মহাশাস্ত্রী,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সুদৃঢ় নৈতিক দায়ভাগে,
স্বপ্ন দেখি, দম্ভদৃপ্ত যৌবনের রুক্ষ ইতিহাস।

সহসা মিলায় স্বপ্ন,
বিস্মৃতি-কুয়াশাঢাকা জেগে ওঠে ধ্বংসের শ্মশান,
আজ নেই তাম্রলিপ্ত, শুধু তার রুগ্নপ্রেত কাঁদে—
বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রাম অখ্যাত তমলুক।
ময়ূর-লাঞ্ছিত ধ্বজা ছিন্নভিন্ন দেউল চূড়ায়।
দেউলের চিহ্ন নেই
অন্ধকার বেদীগর্ভে বর্গভীমা কঙ্কাল-মালিনী
প্রাণহীনা শৃঙ্খলিতা বৈদেশিক বাণিজ্য-শৃঙ্খলে।

অতীতের প্রতিক্রিয়া ভবিতব্য নয়
আত্মপাপে দ্বেষদুষ্ট অঙ্গার মৃত্তিকা;
জননী ডাকিনী আজ বর্গভীমা ক্রূর ভয়ঙ্করী
প্রেতায়িত দুর্ভিক্ষের ধূমল আঁধারে।

স্বপ্ন দেখি, তাম্রলিপ্ত বিগতযৌবন
মাংসাশী শকুন ওড়ে সন্ধ্যার আকাশে,
অসীম নীরব দীর্ঘ প্রসারিত বন্দরের মৃত বালুচর
লবণাক্ত তরঙ্গ জর্জর,
জাহাজের প্রেতচ্ছায়া মসীকৃষ্ণ বঙ্গোপসাগরে
ধনলুব্ধ বণিকের বিষণ্ণ নরক !
স্বপ্নদেখি, তাম্রলিপ্ত অবলুপ্ত কীর্তির শ্মশান।

আবার বলিষ্ঠ স্বপ্ন দেখি,
জাগে নব তাম্রলিপ্ত দুর্যোগের অন্ধকার ফুঁড়ে
জ্যোতির্ময় জীবনের পটভূমিকায়
মুক্তির রক্তাক্ত লিপি ভেসে ওঠে আগ্নেয় অক্ষরে
শ্রেণীশূন্য দ্বেষশূন্য সুসংবদ্ধ বিশাল ভারত
জগতের নূতন বিস্ময় !

শিল্পী—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
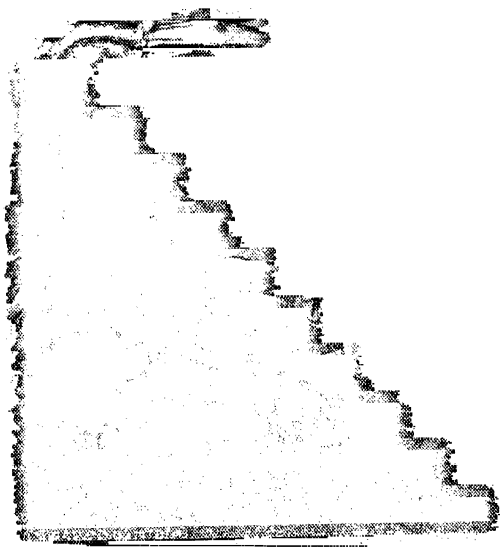
তমসাতীর্থ

অন্ধকার তমসাতীর্থে ভিখারী-আত্মার বাণী :
"আমাকে দেখো, আমাকে জানো!"
কেঁপে ওঠে জানালার পরপারে দীর্ঘ তরুশ্রেণী
স্বপ্নপাখি ঘুম ভেঙে ডানা ঝাপটায়,
কেঁপে ওঠে শুকতারা অদৃশ্য স্বর্গের সিংহদ্বারে
চির-বিমূঢ় স্বপ্নজীবী প্রশ্নকরে, "কে তুমি?"
উত্তর শোনা যায়, "আমি নচিকেতা,
মৃত্যু-দর্শনের অধ্যেতা!"
পৌষরাত্রির দমকা উত্তুরে হাওয়া
হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে যাওয়া
নিঃশব্দ আর্তনাদ,
যমের আশীর্বাদ!

দূরে মুখোসঢাকা গ্যাসের অস্পষ্ট আলোয়
অন্ধগলি,
অন্ধপ্রেমের মৌনহাসির মত স্তব্ধ!
সরীসৃপাকার কামস্রষ্টার ভ্রুকুঞ্চিত তমসাতীর্থে
অনাথিনী বারবণিতা,
শুষ্ক-হৃদয়ের যন্ত্রণায় কামনার চিতা
ধরিত্রীর সর্বহারা মেয়ে!
রোমাঞ্চিত নারী-আত্মা বলে,
"আমাকে দেখ, আমাকে চেনো"!

দূরে, আরো দূরে—
রুক্ষ গ্রাম গ্রামান্তরে,
লোভের আগুনে পোড়া শস্যশূন্য মাঠের পঞ্জরে
জ্বলে নৈশ-মরীচিকা, আলেয়ার আলো!

শীর্ণকায় মানুষের আত্মা কালো কালো
সুদীর্ঘ শীতল দীর্ঘশ্বাসে
সোনার ভবিষ্য খোঁজে মেঘমুক্ত জীবন-আকাশে,
লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলে,
"আমাদের দেখো, আমাদের চেন" ?

ঊর্ধ্বাকাশে শ্যামশীর্ষ দীর্ঘ দেবদারু,
দম নেই, দোলে ঘনশাখা
অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ ডাকে,
কেঁপে কেঁপে জ্বলে যায় জোনাকির রক্তবর্ণ পাখা।
চারিটি দেয়াল আর দু'টি ক্ষুদ্র জানালায় ঘেরা
একখণ্ড কালো-রাত্রি !
অহংকারী আত্মা বলে : সোঽহম্ —হংস !
সে-ই আমি, আমি সে ই, অতৃপ্ত নিঃশ্বাস
ওঠে পড়ে একটানা শিবের বিষাণ
আমি মৃত্যু-সংহারক, আমি ভগবান !
শীতরাত্রে জেগে উঠি ঘর্মাক্ত কাথায়
কটুগন্ধ শয্যাকীট রক্ত শুষে খায়
ঘুমায় সঙ্গিনী, পাশে শিশু-মানবক
অদ্ভুত দেয়ালা করে,
চাঁদ হাসে সুপ্ত মুখে রজত জ্যোৎস্নায়।
ভুলে যাই আত্মগত অদ্বৈত-প্রলাপ,
জ্যোতির্ময় শিশুমুখে একপ্রশ্ন, "আমি ভবিষ্যৎ
সভ্যতার জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা আমি ভগবান"।

ঘুমন্ত শিশুর শিরশ্চুম্বন করি অসীম উল্লাসে
মনে মনে বলি,
"তুমিই সত্য,
তুমিই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সবপ্রশ্নের সমাধান।
তোমারি মধ্যে দেখি,
মৃত্যুঞ্জয়ী মানবাত্মার অফুরন্ত জয়যাত্রা।
হে সন্তান দীর্ঘায়ু হও !

———

মায়া-মারীচ

হে মায়া মারীচ, আরো কতকাল ঘোরাবে জীবনারণ্যে ?
দুঃসহ লাগে বৈশ্যবৃত্তি দুর্গত প্রাণ পণ্যে।
শরীরী মোহের স্বর্ণছটায়
পদে পদে নানা বিঘ্ন ঘটায়
বন্দিনী মাতা রুক্ষ-জটায় কাঁদে পাতিব্রত্য ধর্মে,
ভস্মলিপ্ত বেদনা বহ্নি নিবু নিবু জ্বলে মর্মে।

ক্ষুৎপিপাসার জগৎ ভোলাবে আছে কি তেমন শক্তি ?
পলাশবর্ণ ঊষা-সন্ধ্যায় জীবনের অনুরক্তি ,
মৃৎ-মহিমায় সুখতন্দ্রায়
অনাদি অশেষ আশা নিরাশায়
সেধেছি রাগিণী স্বপ্ন বীণায় পলায়নী ভীরুছন্দে,
কেটে গেছে সুর, জেগেছে অ সুর মূর্ত জীবন-দ্বন্দ্বে –

হে মায়া-মারীচ, এ পথিক মন ঘুরে ঘুরে অবসন্ন
চালচুলো নেই, ঘরে নেই বাঁধা প্রাণধারণের অন্ন,
পথে পথে শব, রূঢ় বাস্তব
মহা অনশনে কণ্ঠ নীরব,
ঘর্ঘরগতি যন্ত্র দানব বৈশ্য মন্ত্রে তূর্ণ
আধিব্যাধিসার যতো নরাকার কঙ্কাল করে চূর্ণ।

হে মায়া মারীচ, পথে পথে কাঁদে স্বদেশের ছেলেমেয়ে,
বিপন্ন প্রাণ বিষণ্ণ তাই জনতার মুখ চেয়ে।
মৌন-মায়ের বুক ফেটে যায়
চোখে জল নেই রক্ত গড়ায়,
মন্বন্তরে মারী বন্যায় ভিখ মাগি গান গেয়ে,
সমরোত্তর অন্ধ-আঁধার আসে দিগন্ত ছেয়ে।

অন্ধগলির মেটে ঘরে ভিজে ফুটপাথে বস্তিতে,
আধমরা-প্রাণ প্রভুর ভাষায় বেঁচে আছে স্বস্তিতে !!
কিসের স্বপ্নে ? কোন্ দুরাশায় ?
ভাগ্যের ফুটো-নৌকা ভাসায় ?
নাগরিক নোনা-সাগর শাসায় সামরিক সাবধানে
আলোহারা কালো অন্ধকারের নির্মম অভিযানে ।

নীরক্ত ম্লান পাণ্ডুরাকাশে কাঁপে নিষ্প্রভ আলো,
হিংস্র-কুটিল মৃত্যুর দূত ছায়া ফেলে কালো কালো,
দিক্‌দিগন্ত রণঝঞ্ঝায়
বৈশ্বাসুরিক পতাকা উড়ায়
ভূষণ্ডী-কাক স্বর্ণচূড়ায় শান্ দেয় বাঁকা ঠোঁটে,
অযুত অবোলা নরজন্তুর শোণিতবন্যা ছোটে ।

হে মায়া-মারীচ, অবোধ অন্ধ বিপ্লবী ঝোড়ো হাওয়া,
ঘুচিয়ে দেবে কি মহামানবিক নিস্পৃহ চাওয়া পাওয়া ?
ব্যোম্-সমুদ্র শোণিতবর্ণ
প্রলয়েশ্বর উত্তমর্ণ—
একাধিপত্যে জীবন স্বর্ণ ভাণ্ডাবে কবে পুঁজি,
কতদিন আর ক্ষুধিত-স্বপ্নে নিবস্ত্র দেহে যুঝি ?

কালরাত্রি

আরো কত অপেক্ষায়
ভয়নম্রশিরঃকায়া কালরাত্রি যা'বে ?
কবে দেখা দেবে
প্রলয়োর্মিসিন্ধুপারে শুভ্র মহাতট,
অফুরন্ত প্রাণময় দীপ্ত-জীবনের ?

হে বন্দিনী জন্মভূমি,
অকাল জরায় মাগো বিগতযৌবনা
আজ একী দুঃসহ লাঞ্ছনা
তোমার সর্বাঙ্গ ঘিরে ?
শস্যশূন্য রিক্ত মাঠ, জনপদ বিষণ্ণ তিমিরে,
প্লাবন-জর্জর পল্লী কৃশকায় কৃষাণ কঙ্কাল
সর্বনাশী এসেছে আকাল ,
জলমগ্ন গ্রামে গ্রামে ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষের শাখায়
নিরাশ্রিত শিশুবক্ষে শকুনের লাঞ্ছিত পাখায়
সূর্যের সোনালি ব্যঙ্গ থরো থরো কাঁপে .
ধূমায়িত বাষ্প জমে খররৌদ্র তাপে
পিঙ্গল আকাশ জুড়ে
শত শত রক্তচক্ষু কৃষ্ণকাক চলে উড়ে উড়ে ।
ভ্রূণগর্ভে ধান্যশিশু মরে পঙ্কতলে
হে বঙ্গ, তোমার ঘোলা জলে,
দিকে দিকে অবারিত অশ্রুর কল্লোল
লক্ষ লক্ষ ভয়কম্প্র বক্ষের হিন্দোল !
মন্থর প্রভাত আসে ক্লান্ত সন্ধ্যা নামে
দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামে গ্রামে ।

বিকলাঙ্গ শ্যামাবঙ্গ মূর্তিমন্ত অভিশাপ তুমি !
তোমার চোখের জলে বঙ্গোপসাগর
উদ্বেলিত লবণাক্ত,
দক্ষিণের তটপ্রান্ত জুড়ে
সারি সারি শাল তাল সুঁদরী দেওদার
শত মৌন শতাব্দীর উদ্ধত বিষাদ
অবারিত আদিগন্ত স্তব্ধ আর্তনাদ ।
তবু দেখি জীবনের অমূল্য মহিমা !
প্লাকার্ডে পোষ্টারে বিজ্ঞাপনে
পদাতিক—বৈমানিক—সামুদ্রিক বীরের জীবনে,
অতলান্ত-স্বাধীনতা আসে ঘনতমিস্র বিদারি',
আসে ঋজু মেরুদণ্ড মুক্ত নরনারী
আসে দৃপ্ত পদক্ষেপে ভবিষ্যৎ মানব সন্তান ,

তোমার শ্মশানে তা'র কোথা ঐক্যতান ?
আবাহনী মাঙ্গলিক ?
হে দেশ-মাতৃকা,
শহরের রাজপথে বুভুক্ষার মন্বন্তর-শিখা,
কৃষ্ণকায় শবদেহে অসাড় কঙ্কালে
স্বজাতির চিতাবহ্নি জ্বালে ,
কারাগারে স্বাধীনতা, ফাঁসিকাঠে, বন্দুকের মুখে !
প্রবঞ্চিত নরগোষ্ঠী মরে ধুঁকে ধুঁকে
দিনগত পাপক্ষয় পোড়ামাটি শুঁকে !!

ধূমাবতী

কাককেতু-রথে ধূমাবতী রাত আঁধারে মুক্তকেশী,
মেঘলা ধূমল আকাশ ছদ্মবেশী !
ওঠে কর্কশ ক্রেঙ্কার ধ্বনি-কাল-পেচকের ডাক
ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তবু শবাসনে নির্বাক।
কে তুমি ? সোনার বাংলা ?
চিনিনা তোমায় হে অপরিচিতা
ধানকাটা মাঠে মৃন্ময়ী-চিতা
জ্বলছে,
'মাগো খেতে দেমা'—শিশু-কঙ্কাল
করোটির ভারে টল্‌ছে,
কোনদিকে কারো নেই দৃক্‌পাত
মড়ার ওপোরে খাঁড়ার আঘাত
সমানেই তবু চল্‌ছে।

কারা সে ঘাতক ? অতি-লুব্ধক হাসে কুৎসিত হাসি,
গুপ্ত-ভাঁড়ারে জমে ধেনোমদ ভ্যাপ্‌সানো পচাবাসি !
ভীষণা সোনার বাংলা !

দেশজুড়ে যত জারজপুত্র
রচেছিল কত স্বর্ণসূত্র
স্বজাতির হাড় পাঁজরায় গড়া অভ্রংলিহ মিনারে,
জট পড়ে গেছে সোনার সুতোয়
বিদেশী বেণের জুতোর গুঁতোয়
গড়াতে গড়াতে প্রায় এসে গেছে বৈতরণীর কিনারে।

চলে ধূমাবতী ছিন্নবসনা কানাভাঙা হাঁড়ি হাতে
গ্রামে রাজপথে হাটে জনপদে হা হা হা আর্তনাদে।
হায় মা সোনার বাংলা।
কে জোগায় আজ কাদের অন্ন,
মাঠে মাঠে ধান কাদের পণ্য,
নীলরক্তের জোয়ার জাগানো উদাসী স্বর্ণনীড়ে?
ক্ষেত্রে খামারে খড়ের মশাল
কার পাপে জ্বলে নব-কঙ্কাল
নিংড়ানো হৃদ্‌পিণ্ড বরণ শবযাত্রীর ভীড়ে?

শকুনি

অন্ধকারায় খল খল খল অট্টহাসি
শুনি' আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে দুর্যোধন,
মৃতপিতা আর ভ্রাতার জীর্ণ অস্থিরাশি
কারার কবরে একাকী করিয়া সঙ্কলন।

বিকটোল্লাসে ক্ষণে ক্ষণে হাসে ব্যঙ্গহাসি
আনমনে কবি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ,
পিতা আর নবনবতি ভ্রাতার অস্থিরাশি
আঁকড়িয়া বুকে শকুনি করিছে কঠোর পণ।

মৃত সুবলের কঙ্কাল লয়ে শকুনি হাসে
রচিয়া অক্ষে উৎপীড়কের মৃত্যু-ফাঁদ,
শ্মশানে শৃগাল কুকুর কাঁদিছে, উর্ধ্বাকাশে
ধূসরপক্ষ গৃধিনী করিছে আর্তনাদ !

ললাটে রক্ত-চন্দন রেখা সুচর্চিত,
চন্দন নয়, মৃত সুবলের শোণিত-টীকা ,
প্রতিহিংসার শিহরণে ঘন রোমাঞ্চিত
শীর্ণ দেহটি জ্বলিতেছে যেন বহ্নিশিখা।

কুরুসভা তলে কে ও ক্ষীণকায় মন্ত্রীপদে ?
ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে দিতেছে উত্তেজনা,
গর্বিত রাজা দুর্যোধনের দম্ভমদে
লোভের আগুনে ইন্ধন দেয় হৃষ্টমনা।

কুরুবিদ্বেষী শকুনির প্রতিহিংসানলে .
ধৃতরাষ্ট্রের বংশনাশন জ্বলিছে চিতা,
গান্ধারী মাতা দুঃস্বপনের অশ্রুজলে
শতপুত্রের ভাগ্য স্মরিয়া রোমাঞ্চিতা।

ভ্রাতা শকুনির মুখপানে চেয়ে শঙ্কা জাগে
মনে পড়ে যায় বন্দীপিতার মৃত্যু কথা,
অসহায় নারী গান্ধারী বুকে বেদনা লাগে
নীরবে জানায় দেবতার পায়ে মর্মব্যথা।

হস্তিনাপুরে নিশিদিন ষড়যন্ত্র চলে
কৃষ্ণের সাথে পঞ্চজনের ধ্বংস-নীতি,
শকুনির পরামর্শে পাপের অগ্নিজ্বলে
কুরুসেনাদল গাহিছে বিকট ঈর্ষাগীতি।

দ্যূতসভাতলে বজ্রের মত অক্ষ লয়ে
দন্তে দন্ত চাপিয়া শকুনি করিছে খেলা,
মূঢ় কুরুকুল ঘিরিয়া বসেছে মত্ত হ'য়ে
চক্রী মাতুল বাঁকাঠোঁটে করে তীব্র হেলা।

কুরুদের সাথে হারিল যেদিন পাণ্ডবেরা
অক্ষক্রীড়ায় দ্রুপদবালারে রাখিয়া পণ,
পিশাচের মত শকুনি হাসিল, কৌরবেরা
সভয়ে কাঁপিল হেরিয়া ক্রুদ্ধ পঞ্চজন।

দুর্যোধনের ভাগ্য-আকাশে মেঘের মত
লাঞ্ছিতা নারী মেলিল যেদিন রুক্ষকেশ,
হরষে শকুনি হেরিল স্বপন কঠোর-ব্রত
ভগ্ন-উরুতে মৃত কুরুরাজ আর্তবেশ।

হেরিল স্বপনে ভীমসেন করে রক্তপান
দুশ্চরিত্র দুঃশাসনের বক্ষচিরি',
শকুনি করিল পিতৃপ্রেতের পিণ্ডদান
যন্ত্রণাময় লৌহ-কারার স্মৃতিরে স্মরি'।

গান্ধারী কাঁদে আলুথালু কেশ পুত্রশোকে
আঘাতে কাঁপিছে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ আঁখি,
শকুনির প্রেত ঘৃণায় হাসিছে মৃত্যুলোকে
প্রতিহিংসার তপ্ত শোণিত অঙ্গে মাখি'।

মহাভারতের চক্রী নায়ক শকুনি হাসে
বৈতরণীর তীরে তীরে আজো অট্টহাসি
শত ভাই মৃত কুরুদের দেহ রক্তে ভাসে
চিতায় তৃপ্ত জ্বলে সুবলের অস্থিরাশি!

———

কৃষ্ণাষ্টমী

দুর্গ দুয়ার লৌহকপাট ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে !
শাস্ত্রীরা জপে ইষ্টমন্ত্র শঙ্কিত অন্তরে,
অথচ কোথাও শত্রুর দেখা নেই।
নিকষ নিবিড় আঁধার গগন কৃষ্ণপক্ষনিশি,
গুরু গুরু গুরু বজ্র হাঁকিছে বিদ্যুৎ চমকিয়া
শিহরিয়া উঠে লতাপল্লব যমুনার নীল বারি
হা হা হা শব্দে উন্মাদ বায়ু উঠিছে চঞ্চলিয়া
মথুরার রাজপ্রাসাদ ভিত্তি সহসা কাঁপিয়া উঠে।

কংসের চোখে ঘুম নেই সারারাত
আসে পাশে যেন কায়াহীন প্রেত অজ্ঞেয় বিভীষিকা
নাচে বীভৎস বিকট ভঙ্গিমাতে,
কানে তা'র ভেসে আসে
দক্ষিণ দ্বারে দাঁড়ায়ে রুদ্র ব্যঙ্গের হাসি হাসে।
আকাশে চক্র ঘর্ঘর-ঘর্ বিচ্ছুরি' জ্যোতিঃজাল
উৎপীড়কের কণ্ঠ ছেদিতে ঐ বুঝি ছুটে আসে ?
কংস করিছে স্বগত-প্রশ্ন ভীরুবক্ষের পাশে—
"কে তুমি দানব ? পিশাচ ? দেবতা ? দূর হও বিভীষিকা—
পারিনা সহিতে দূর হয়ে যাও মায়া-বহ্নির শিখা !"

আকাশে ফুটিল রুদ্র-আস্যে কুটিল ব্যঙ্গহাসি
ক্রূর হুঙ্কার বায়ু তরঙ্গে ভয়াল অট্টরোলে
জলদমন্দ্র গম্ভীর স্বরে নামিল দৈববাণী—
"সাবধান ওরে মূর্খ দানব ঘৃণিত অত্যাচারী—
মৃত্যু-আঁধারে সাবধান, সাবধান !"

কারার অন্ধকারে,—
শাস্তিদাতার গর্ভধারিণী দেবকী শৃঙ্খলিতা,
মর্মে জ্বালায়ে প্রতিহিংসার দাউ দাউ দাউ চিতা—
বীরমাতা গাহে, "কারাগার ভাঙি জাগো জাগো নারায়ণ,
লৌহ-শিকল অগ্নি-আঘাতে রেণু রেণু রেণু করি'
এস নিয়ন্তা, বিপদহন্তা, শাসন-চক্র ধরি'।"

নির্যাতিতের দেশে,—
প্রজাপুঞ্জের আর্তবিলাপ উঠিছে মর্মভেদী
কংস-নিধন প্রার্থনা করে গড়িয়া যজ্ঞবেদী,
জ্বালি' লেলিহান হোম হুতাশন শিখা—
মুক্তির লাগি হোতা বসুদেব লয়েছে কঠোর ব্রত
তুচ্ছ করিয়া বন্দী-জীবন কংসের কারাগারে।
জাগো জাগো নারায়ণ!
জাগো জাগো জাগো বিপ্লবী-বীর বিরাট বীররূপী,
জাগো হে বিষ্ণু, রুদ্র-ভীষণ শঙ্খচক্রধারী
রক্ত লুটাক ছিন্নমুণ্ড বর্বর পাপাচারী,
হে মহামানব, এস এস আজ নির্যাতিতের দেশে!
জাগো দুর্জয় পাষাণকারায় ভীম-ভয়াবহ বেশে।

উদয়তীর্থে রক্তবরণ আগ্নেয় উগ্রতা,
মেলিয়া বিরাট অজাগরী বাহু দিকদিগন্ত ব্যাপি,
ব্যোমপথে কোটি সৌরজগৎ সভয়ে উঠিছে কাঁপি'
অত্যাচারীর বিচারকরূপী ঐ আসে ভৈরব!
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্, গুরু গুরু গুরু, বাজে ডম্বরু শিঙা
কোটি বজ্রের প্রলয়-নিনাদে শাসনচক্র ঘোরে
চমকিয়া উঠে ঘনীভূত বিদ্যুৎ।

শোণিতপঙ্কে ছট্ ফট্ করে কংসের কাটামাথা
কালীয়-চাণুর-কেশী-অঘাসুর-শাল্ব ও শিশুপাল,
তৃণাবর্ত ও পুতনার সাথে ঘুরিছে কুম্ভীপাকে,

অন্তরীক্ষে হুঙ্কার ছাড়ি' মৃত্যু-দেবতা হাঁকে :
ভয় নাই, ভয় নাই—
ভয় নাই ওরে নিপীড়িত প্রাণ ব্যথিত নির্যাতিত,
আসিয়াছি আমি লৌহকারার শিকল চূর্ণ করি,
ভয় নাই আর জননী আমার দেবকী শৃঙ্খলিতা
দিব্য-নয়ন মেলিয়া চাহগো অয়ি বন্দিনী মাতা।

অযুত অযুত সূর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরি' মহাকাশে,
কে তুমি আসিলে বিরাট-পুরুষ পরম দেবতারূপী ?
নবকোৎসবে মত্ত অসুর তাই বুঝি কাঁপে ত্রাসে ?
কংসানুচর শান্ত্রীরা তাই কথা কয় চুপি চুপি।
অত্যাচারীর ভাগ্য-আকাশে ওড়ে শকুনির পাখা
অকরুণা ঘোর ঘন রজনীর ভয়াল অঙ্গরাখা।
মৃত্যু যমুনা উত্তরি' চলে বসুদেব আর শিবা
সন্ত্রাসে ভীত বিশ্ব-আকাশ বিস্ময়ে নির্বাক,
শিশু-দেবতার ছলনা হাস্যে ভাতিছে দিব্য-বিভা,
কৃষ্ণাষ্টমী থম্ থম্ থম্ করে !

মহালয়া

ফেরুপাল-পরিবেষ্টিতা অয়ি সিংহবাহিনী মাতা,
সিংহ তোমার মরেছে কি মাগো দুর্গম হিমালয়ে ?
সর্প মরেছে স্পর্ধায় তাই নাচিছে ব্যাঙের ছাতা,
মহিষের আজ দম্ভ নেহারি' জরতী হ'লে কি ভয়ে ?

মহিষের দল অমর হ'ল কি হে মহিষমর্দিনী ?
বিলাসোৎসব থামিলনা হায় কাম-ছাগলের পালে,
ঘূণ ধরেছে কি হাড়িকাঠে তব অয়ি রণরঙ্গিনী ?
প্রলয়-বন্যা রুদ্ধ র'বে কি ধূর্জটী জটাজালে ?

অয়ি দশভূজে দশহাত তোর খসে গেল কোন পাপে ?
কোন পাপে তোর সন্তান মরে ভীরুতা-কুষ্ঠরোগে !
দেহ-কঙ্কালে জীবনেব দীপ রহিয়া রহিয়া কাঁপে,
যমেব খাদ্য কেন হ'ল তা'রা ক্লৈব্য-আঁধারযোগে ?

কৈলাসে বুঝি মবিয়াছে শিব তাই এ বিধবারূপে
পিতৃ-অন্ন ধ্বংসিতে এলি আদরেব নেই সীমা ?
চোখে কি পড়েনা মাতাপিতা তোর ধুঁকিছে অন্ধকূপে,
বুড়োশিব বুঝি তোর মুখ চেয়ে কবেনি জীবন-বীমা ?

আজি মহালয়া শাবদকৃষ্ণা ঘোব অমানিশিথিনী,
শ্মশানেব বুকে জ্বলে লেলিহান শিবেব মবণ-চিতা,
নাচে ভূত প্রেত দৈত্য পিশাচ, নাচে শ্যামা অভাগিনী,
স্বামি-শব কোলে কাঁদে অনাথিনী, কাঁদে কোটি বঞ্চিতা।

ছিন্ন-বীণায় বাণীহারা কাঁদে বিধুবা সবস্বতী,
আত্মহত্যা কবেছে মরাল শোণিত পঙ্কতলে,
সিঁথির সিঁদুবে বহ্নি জ্বলিছে মবেছে আয়ুষ্মতী,
কৃষ্ণ চাঁদেব কঙ্কালে তাই ব্যঙ্গেব চিতা জ্বলে।

লক্ষ্মী মবেছে মুখবা রজনী পেচকের চীৎকাবে
সর্বশূন্য অমাবস্যাব বাড়ায়েছে বিভীষিকা,
কলুষ-রক্তে সিক্তা পৃথিবী আত্মাব বিকাবে,
নিবু নিবু কবি জ্বলে কোনোমতে জীবনের ক্ষীণ-শিখা !

ফেরুপাল-পবিবেষ্টিতা অযি বিধবা জগন্মাতা,
হিমালয়ে কিগো মবিয়াছে শিব হিমতুষারের চাপে ?
চিত্রগুপ্ত যমালয়ে কিগো বন্ধ করেছ খাতা ?
ছাগ মহিষেব নর্তনে তাই সর্বংসহা কাঁপে ?

নূতন পৃথ্বী

শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

নূতনা পৃথ্বী

স্বর্ণশস্য ছন্দিত মাঠ
ঘন নীলাভ্র স্নিগ্ধ ললাট,
উদয়াস্তের দিগন্ত-রেখা লাল চন্দনে চর্চিত,
নব সভ্যতা যন্ত্র-জমাট
ভেঙেছে কালের অন্ধ-কপাট
প্রাণ-ভাস্বরা হে বসুন্ধরা নমো যুগ যুগ অর্চিত।
কপালে কুমুদবান্ধব লেখা
রূপালি তারার চিত্রিত রেখা
পুষ্পিত প্রাণ বসন্ত মদমত্ত অলির গুঞ্জনে,
মহামণ্ডলে বাঙ্ময় দ্যুতি
নানা মানুষের ছন্দানুভূতি
অসীম ঐক্যে মাতায় বিশ্ব আনন্দ-রস ভুঞ্জনে।
তুরীয় সত্যে মহাবলবান
দীক্ষিত কোটি নর সন্তান
জ্ঞানে ধ্যানে অনুরঞ্জিত করে শ্যামলী স্বর্ণ মৃত্তিকা,
বিগত যুগের চিতানল শিখা
বেদনার স্মৃতি ম্লান মরীচিকা
লুপ্ত করেছে তপ্ত গৌর-কাঞ্চনকায়া কৃত্তিকা।
প্রাণ-পুষ্পের অমৃত পরাগ
রস মাধুর্যে গাঢ় অনুরাগ
রক্ত চরণে যুগ-প্রগতির রজত নূপুর নিক্কণে,
তন্দ্রা ভেঙেছে তুন্দ্রা-লোকের
অরোরার শীত শুভ্রালোকের
আদি অজগর মরেছে কাতর গরলোদ্গারী স্বক্কণে।
উদয়াচলের লাল আভা জ্বলে
শ্যামা পৃথিবীর কণকাঞ্চলে
অনাগত কাল কল্লোলে কাঁপে প্রশান্তে অতলান্তিকে,
মাতাও মাতাও ঐক্যে মাতাও
দেশে দেশে নব সখ্য পাতাও
স্বাদেশিকতার ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী যুগ-প্রান্তিকে।

প্রাণপিণ্ড

জ্যোতিরুন্মেষ কম্পন প্রাণপিণ্ডে—
দ্যুতিময় আদি আঁধারের নীলবিদ্যুৎ
আত্মা আমার শরীরী বিকার চেতনিক কাল-বাষ্প,
অনোরণীয়ান্ ত্র্যসরেণু প্রাণ-পুষ্প।
ইক্ষণে চির ইঙ্গিত
অস্থিমজ্জা দীক্ষিত
মহতো মহান ব্রহ্মের কামসিন্ধুতে ?
প্রাক্-চেতনিক ডিম্বিকা মোহমগ্ন
বহিরাবরণ ভগ্ন
বীজপ্রসবিনী আদিমের মনোবিন্দুতে !

স্বর্গে সূর্য, মর্তে আগুন, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ
জ্যোতিঃ তরঙ্গে অযুত আত্মা প্রাণপিণ্ডের বুদ্বুদ।
সংসারে তার দাম কই ?
ইতিহাসে তার স্থান কই ?
পাঠশালে শুধু পাঠ চলে মহাপ্রকৃতির
জ্যামিতিক নানা আকৃতির।

দনু-দালা-দিতি-বিনতা-কদ্রু-অদিতি গর্ভ সলিলে
হে আদিম তুমি জীবাণু জীবন নিঃসাড়ে সঞ্চারিলে,
কেইবা শুনছে মহাশৃঙ্গারে স্বরিত সুরের মাত্রা ?
প্রাণপিণ্ডের অনাদ্যন্ত যাত্রা ?
জীবতাত্ত্বিক সে সব তত্ত্ব লিখে গেছে নানা দলিলে।

বোঝেনাকো তাই হাঁ-কোরে তাকায় অবুঝে,
জৈব-জগতে কত প্রাণ এল আদি শ্যাওলার সবুজে !
মানুষ এখনো আদি পশু-প্রাণ
হাড়ে হাড়ে তার রয়েছে প্রমাণ,
মৎস্য কূর্ম হয়গ্রীবের শূকরের মহাবংশ
প্রাক্-জাগতিক দহরাকাশের অংশ !

অযুত অযুত কম্পন-রেখা অঙ্কি[illegible]হ শঙ্কিত
অযুত অযুত জীবকোষ জানি সঙ্কর নরকঙ্কাল
অযুত অযুত জ্যোতিঃ-তরঙ্গে অম্বর গ্রহ-অঙ্কিত
মরুস্তোমের সূর্যসোমের কঙ্কর নভোজঞ্জাল।
জানি নিরুপায় বেগে ছুটে যায়
ধরবে যে সেও ছুটছে,
মরি আর বাঁচি তবু ধ'রে আছি
তমসায় চোখ ফুটছে!

আয়সী

আদি-প্রাণসিন্ধুর তরঙ্গ-পঙ্কে
অর্বুদ বুদ্বুদ অঙ্কে
অসীমের কন্যা
কণিকা বিপন্না
কেঁপেছিল অজানিত সুখে বা আতঙ্কে,
মনে নেই শুধু সেই কাঁপনে
মৃৎ-কারাগর্ভের-কালনিশি যাপনে,
সেই সে কলঙ্কিনী আয়সী অহল্যায়
নিশাচর বাসুকীর গর্জনে হল্লায়
যান্ত্রিক প্রয়োজনে মূর্ত
মানুষের আদিপিতা ধূর্ত;
আদিমের হন্তা
সে-যুগ নিয়ন্তা
জ্ব'লে পুড়ে মাটি খুঁড়ে জাগালো;
আয়সীর চোখে মায়া-অঞ্জন লাগালো
কর্ষণে ঘর্ষণে
স্ফুলিঙ্গ বর্ষণে
রূপায়িত জীবনের সঙ্গীতে,
শিখায় শিখায় নানা ভঙ্গীতে।

সুরে সুরে কাঁপে রূঢ় কঠিনের ছন্দ
আয়সীর ভীতি কি আনন্দ,
জানিনা,
কেন ? সে তত্ত্বকথা মানিনা।
রূপবতী অহল্যা জেগেছে
বিজ্ঞানী-মানুষের বরাভয় লেগেছে ;
এ জগতে নেই আর অগতি—
স্বগতঃ আশার গানে রুদ্রাণী প্রগতি।

—

হাওড়ার ব্রিজ

যান্ত্রিক মহিমায় উন্নত শির !
বিংশ-শতাব্দীর—
তুমি মনসিজ,
হাওড়ার ব্রিজ !
উদ্ধত ইস্পাত, ভ্রূক্ষেপ দৃকপাত—
মর্ত্যের প্রজ্ঞাতে নেই !
মৃত সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের
হারিয়েছি চিন্তার অজ্ঞাতে খেই।

হে চির সমুন্নত লৌহ-পাষাণ
স্তম্ভিত গান
ভাস্বর চেতনায় রুদ্র-মহান
অতিকায় প্রাণ !
অবারিত নাগরিক পদ-সঞ্চার
অয়স্কান্তে দৃঢ় এপার ওপার
কব্জা-কীলক-প্যাঁচে গ্রন্থী অপার !
নানা ঋজু বক্র
তির্যক ও চক্র
সুর-ঝঙ্কার,
নিরেট কঠিন নব ঋতু-সংহার।

সুতীক্ষ্ণ-কান্তির প্রতিবিম্ব
কবে চিন্‌বো ?
ক্ষিতিজ খনিত্রের
বিপুল বহিত্রের
প্রগতি চরিত্রের
প্রাণবিশ্ব।
নব নব বিস্ময়ে উজ্জ্বল প্রাণ
চির উদ্দাম !
স্তম্ভিত কায়া তুমি সেতুবন্ধের
অনাগত অপরূপ প্রাণছন্দের
অভিনন্দিত করো কৃষি-বিজ্ঞান
চির দুঃসাহসিক অতিকায় প্রাণ।

স্পর্ধিত কী বিশাল বজ্রপাণি
ইস্পাতী ছন্দের দৈববাণী
জীবন্ত সমাজের হে সন্ধানী
স্তব্ধ মুখর !
আসে ঐ দ্রুতগতি গণ-মহাকাল
স্তব্ধ তরঙ্গ হে চির উত্তাল
হাতে তব বিপ্লবী রক্ত-মশাল
রোমাঞ্চকর !

লৌহ-মুকুটে কাঁপে সৌর-শিখা,
বিজয়টীকা।
পদতলে ভাগীরথী জল-কল্লোল
পতিতোদ্ধারিণীর চিত উতরোল
গুম্ গুম্ পাখোয়াজ যন্ত্রের-বোল্,
উন্নত চেতনায় গুম্ গুম্ গম্ভীর
গাঙ্গেয় মৃত্তিকা লিপ্ত
উদ্ধত মহিমায় বিংশ-শতাব্দীর
দ্রুতগামী প্রজ্ঞায় দীপ্ত।

সুয়েজ খাল

বৃদ্ধ এশিয়া নব ইউরোপ মৃত্যুমগ্ন আফ্রিকার
বৈশ্যযুগের সিংহ দ্বার !
শুষ্ক পাঁজরে বিগতদিনের কাহিনী
পণ্য-খড়্গে দ্বিখণ্ডদেহ পশ্চিমী প্রাণ-বাহিনী
সুয়েজ খাল !
শুক্‌নো পাহাড়ী ধূলোয় লাল !

দূরে বহুদূরে উত্তমাশার আশা কেড়ে নিয়ে
সোজা সড়ক—
সন্ধান দিলে বিশ্বলুঠের, কালাদের দেশে
চলে মড়ক ;
শ্রম-শোষণের যাঁতাকলে পিষে হাড় মাস হোলো
ভাজা ভাজা,
বৈশ্য তীর্থ ইউরোপ জুড়ে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে
বেনে রাজা,
মানুষ করবে বিশ্বকে ?
সাথে ক'রে নেয় কখনো শাসায় সমব্যবসায়ী শিষ্যকে
তুমি সবই জানো সুয়েজ খাল,
বুকে ক'রে শুধু কুমীর বহেছ দীর্ঘকাল !

মন্থরগতি ইস্পাতী রঙ আনাগোনা করে নৌ-বহর
উদ্ধত শ্বেত সওদাগর !
সাম্রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্নের ভারে দোলে জাহাজ,
মত্ত মাতাল মানোয়ারী গোরা সজাগ পাহারা গোলন্দাজ ।
নিগ্রো হাব্‌সী বেদুঈন আজ দীন মজুর,
বেওনেটে কাঁপে শ্বেত-জুজুর !

শ্যামলতাহীন পাটল পাংশু মরু-উপকূলে খেজুর বন
তীক্ষ্ণ কাঁটার মর্মর গানে কী উন্মন!
দুর্দিনে তবু স্বপ্ন-বিভোর কারাভান উট মরুস্থান্‌,
সেমুম ঘনায়। কোথা কতদূরে কৃষ্ণ-সাগর কাস্পিয়ান?
কোথা কতদূরে ভল্‌গার তীরে চির মানুষের মুক্তিগান?
স্বপ্ন-বিভোর সুয়েজ খাল,
লোহিত-সাগরে নীলজলরাশি রক্ত মেঘের আভায় লাল!

পশ্চিমতটে মিশরী ঊষর শিলীভূত মহামরুপাহাড়,
পূর্বপ্রান্তে স্তিমিতবীর্য সৌদী-আরবের জুড়ানো হাড়;
লোহিত-সাগর উপকূল জুড়ে কী গম্ভীর
পুঞ্জিত রোষ হু হু করে শত শতাব্দীর!
বালুকণিকায় ভারী বাতাস……
শূন্যে ঝড়ের লাল আভাস……

শেষ-উইল

বুড়ো ভগবান নুয়ে নুয়ে চলে
ভুল বকে আর গাল দেয়,
বস্তা-পচানো কাশ্মিরী শাল
পাটে পাটে পোকাকাটা
শিথিল অঙ্গে জড়ায়।
শাদা ধবধবে রাজকীয় পাকা দাড়ী
লাল হ'য়ে গেছে কড়া-তামাকের ধোঁয়ায়।

বুড়ো ভগবান কুঁজো হ'য়ে চলে
পিঠে উইলের বস্তা—
গোলমেলে এই দুনিয়ার সম্পত্তি
কা'কে দিয়ে যাবে?—
ভাবনায় সারা মাথাটায় টাক ভর্তি।

ভুল বকে আর অভিশাপ দেয়
পথের দুদিকে কেবলি তাকায়
এত বড় সম্পত্তি—
কা'কে দিয়ে যাবে ?
বারে বারে তাই পুরানো উইল পাল্টায়।

বুড়ো ভগবান নুয়ে নুয়ে চলে
দুদিকে নোংরা বস্তি,
হটাৎ একটা ধূলোকাদামাখা ন্যাংটাছেলে
বুড়োর সামনে ছুটে এসে বলে :
"ও বুড়ো, তোমার কি আছে পিঠের বস্তায় ?"
ভগবান মুখ খিঁচিয়ে ওঠে
ভুল বকে আর গাল দেয়।
ন্যাংটাছেলেটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে
বস্তির দিকে ছোটে।

বুড়ো ভগবান হেবো স্যাকরার দোকানে এসে
ঝুলি থেকে নিয়ে সনাতন হুঁকো কল্কে—
তামাক ধরায় ;
মাঝে মাঝে ওঠে কেসে
"আহা কচিমুখ ন্যাংটাছেলেটা—
দুত্তোর !" ব'লে বুড়ো ভগবান আবার চলে—

বুড়ো ভগবান খুক্ খুক্ কাশে
ক্ষয়কাশে বুক ঝাঁঝরা,
ফুটপাতে ব'সে দম নেয় আর
কেঁপে ওঠে কোটি বছরের হাড় পাঁজরা।

দম নিয়ে ফের বিড় বিড় বকে
সংস্কৃত-চীনে-হিব্রু
বোঝা দায়। বোকা মানুষ তাকায়
বুড়ো ভগবান মহাবেগে যায়
রাজপথ দিয়ে হাঁটে আর পাকা—
ভুরু কুঁচকিয়ে গাল দেয়।

বুড়ো ভগবান বড় অসহায়
ঘোলা চোখে চায়
দু'দিকে নোংরা বস্তি,
ছানিপড়া চোখে সন্ধ্যা ঘনায়
কাশ্মিরী শাল ধুলোতে লুটায়
কুলী-কামোয়ার ছোটলোক যত
জড়ো হয় আসে পাশে,
ধরাধরি করে বুড়োকে শোয়ায়
সাবধানে ভাঙাখাটে।
মুজফরাস মুখে জল দেয়
হারুডোম টাকে বরফ বুলায়,
করিম কামার, জোসেফ চামার,
বলে "ঘাবড়ো না বুড়ো"।

মিছে সান্ত্বনা। বুড়ো মরে যায়
কুলী বস্তির মেটে আঙিনায়,
ভোর হয়ে আসে ভাঙা খাটিয়ার পারে।
আসে পাশে লোক ভর্তি,
বস্তির যত ধুলোকাদামাখা ন্যাংটা ছেলের নামে
বুড়ো ভগবান লিখে দিয়ে যান
নতুন উইলে তাঁর—
গোলমেলে এই দুনিয়ার সম্পত্তি।

——

পাগল ও রাত্রি

কোনো এক পাগল রাত্রিকে বলেছিল ঃ
দীর্ঘ হও,
হে রজনী, দীর্ঘ হও, দীর্ঘ হও অয়ি বিভাবরী !
আলেয়াদীপ্ত ভবিষ্যৎ দূরে যাক্
আর
অন্ধকার হোক নির্বাক
আর
তারায় তারায় বিষণ্ণ আত্মার অভিসার
হোক নিরবধি অশ্রুর অশ্রুত হাহাকার।
শুধু তুমি আর আমি
অতন্দ্রচোখে জেগে থাকি
আর জেগে থাক,
রোমাঞ্চিত অপরূপ শুধু স্বপ্নভূমি !

রাত্রি বলেছিল ঃ হায় !
তোমার আত্মিক প্রার্থনায়
আমি হবো কায়াশূন্য সূর্যালোকে লীন
আসে খর রৌদ্রদীপ্ত দিন,
স্বপ্নের আলেয়ামুক্ত শিশিরার্দ্র অশ্রুসিক্ত চোখে
আসে দিন জাগৃহির খরমন্ত্রালোকে,
একটি শিশিরবিন্দু থাকেনা থাকেনা।
হায় স্বপ্ন !
হে পাগল, আমি আর তুমি,
অর্থহীন রিক্ততার মহাশূন্য ভূমি।

— –

অজগর ও উর্বশী

শাদা কালো বাদামী হলদে লাল।
হরেক রকম মানুষ, হরেক রকম চামড়া –
সাতসমুদ্দুর তেরনদীর তীরে তীরে
মেরু মরু জঙ্গল পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে
অজাগরী বর্বরতার আদিম পাকস্থলীতে ঘুমুচ্ছিল।
তুমি কেন তাদের ঘুম ভাঙালে—
হে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা উর্বশী?
আচম্বিত চেতনাদীপ্তির উল্লাসে
পশুমাংসের সোমরসের উৎকট নেশায় আচ্ছন্ন –
যুগ কুম্ভকর্ণের হঠাৎ ঘুমভাঙার লগ্নে
কী বিস্ময়জনক তোমার আবির্ভাব।

বেশ ছিল তারা শাল তাল তমাল তিন্তিড়ীর পল্লবচ্ছায়ায়
বা[illegible]ষ্ট রৌদ্রের অসমসাহসিকতা।
অতিকায় অশ্বত্থ বটের প্রাগৈতিহাসিক কোটরে কোটরে,
ঝড়ের তাণ্ডবে, দাবানলের খাণ্ডবে
ভীমদংষ্ট্রা আদি শ্বাপদের প্রচণ্ড হিংসার ঘনিষ্ঠতায়
ঐরাবতী আত্মরক্ষার নির্ভিক সারল্যে।

তারপর এল যুগাবর্ত,
কেন তাদের ঘুম ভাঙালে উর্বশী
অজাগরী বর্বরতার নিরেট খুলিতে
কেন ছোঁয়ালে অরণিদণ্ডের পরশমণি
তোমার উলঙ্গ নাচের আসঙ্গলিপ্সায়
কেন ঢাকলে শীলতার সলজ্জ ঘোমটা।
মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া তাজ্জব নাচে ঘুরপাক খাচ্ছে দুর্নিবার মানুষ
শাদা কালো বাদামী হলদে লাল।

অজগবেব জীর্ণ খোলোস ঝলসে গেছে
তোমাব 'কুন্দশুভ্রনগ্নকান্তি'ব অগ্ন্যুৎপাতে
গ'লে বেবিয়ে এসেছে সোনা রূপা তামা লোহা সোবা গন্ধক কয়লা
কয়লাবের গতিবাষ্পে তাই ইঞ্জিন চলেছে লাইনে লাইনে
টানেল ব্রীজ মরুভূমি জঙ্গল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে
হুইশ্লেব গর্জনে, দ্রুতবেগেব লম্ফনে
অষ্টকুলাচলেব হৃদ্‌পিণ্ডে কাঁপন ধরিয়ে।

হে অযোনিসম্ভবা সৃষ্টিসমুদ্রমন্থনোত্থিতা উবশী,
ডানহাতে বিষভাণ্ড, বামহাতে সুধাপাত্র নিয়ে
সবল দুর্বলেব দেবাসুবেব ঝগড়ায় পৃথিবীকে কবেছ ব্যাবসা
তোমাব নাচেব বাহাদুবী প্রশংসনীয়।
তাইতো সাতসমুদ্দুব তেবনদীব বন্দবে বন্দবে
ইস্পাতেব ময়ুবপঙ্খীবা ভীড় কবে
ড্রেড্‌নট্‌ ব্যাটেল্‌শিপেব জলদস্যুতা,
খোলোসছাড়া অজগবেব চোখ জ্বলছে তাদেব সালোহাতে
জিব্রাল্টাব মাল্টা ইয়োকোহামা কিয়েল ক্যানেলেব সামুদ্রিক পোকা।

পণ্যশুল্ক মন্দিবেব চূড়ায় চূড়ায়
শ্যেন-সিংহ-ড্রাগনলাঞ্ছিত পতাকা ওড়ে
ঘুমভাঙা অজাগবী সভ্যতাব বিজয়গর্ব।
আন্তজাতিক প্রতিযোগিতাব দ্বেষদৃপ্ত পণ্যশুল্ক মন্দিব
হাড়ে হাড়ে বজ্জাতিব কংক্রিটকরা তাবু বনিয়াদ
প্রাইবেট সদাবেব আস্তানা।

ভগবান, প্রভু, অবতারদেব নিরুপদ্রব চ্যালেঞ্জে
তোমাব কি হাসি পায় উর্বশী ?
খেতাবধারী রাজভক্তেব দেশে
তবে কি কিতাবের পব কিতাব লেখা পণ্ডশ্রম হোলো
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীব সংগ্রহশালায় ?

আধপেটা-খেয়ে-মরা জন-সমুদ্রে তলিয়ে গেল
মহাত্মাদের বাণী বিতরণের ঝক্‌মারি,
ঘুণধরা ক্রুশের কাঠ, উপনিষদের শান্তিপাঠ
কল-কারখানা চাষের মাঠে
বেনাবনে মুক্তোছড়ানো হোলো—
শাদা কালো বাদামী হলদে লাল চামড়ার দিনগত পাপক্ষয়ে ?

হে ভুবনমোহিনী উর্বশী,
অগ্রগামী শতাব্দীচক্রের ঘূর্ণনবেগে
আবার এসেছে যুগাবর্ত,
সভ্যতা-অজগরের নূতন কোরে খোলোস ছাড়াব দিন,
লুপ্ত করো অয়ি অসত্‌তে
শৃঙ্খলিত মানুষের অসুস্থ মানসিকতা।
দিনের পর দিন মজ্জাগত পরিশ্রমের উত্তরাধিকার,
লুপ্ত হোক নবসৃষ্টির সম্ভাবনায়
বৈজ্ঞানিক কর্মধারায়
যুক্তির অমোঘ অরণি ঘর্ষণে
অতিসঞ্চয়ী শ্রমনিয়ন্তার চিতাভস্মে।
ডানহাতে শ্যামশস্য-বামহাতে যান্ত্রিক সম্পদ
পূর্ণ করো দু'শ কোটি মানুষের ঘরে।

হে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা-উর্বশী,
পুরুরবা-সভ্যতার প্রেমে, —একান্ত মিনতি
আত্মজ্ঞান হারিও না,
স্বর্গে অস্ত্রশিক্ষার্থী অর্জুনকে কোরোনা বৃহন্নলা,
দৃঢ় করো মানবতার গাণ্ডীব,
ধন সাম্যের ঐশ্বর্য বণ্টনে
ঐস্পাতিক সভ্যতার—শাদা কালো বাদামী হলদে লাল
নানা মানুষের নানা চামড়ার তলায়
লালরক্তকে ফুটিয়ে তোলো লালসূর্যের লাল-আলোয়
সাতসমুদ্দুর তেরনদীর তীরে তীরে……

মাধ্যমিক

শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

মাধ্যমিক

আশ্চর্য জীবনযাত্রা। জীবাত্মা অমর !
ম'রে ম'রে তবুও মরিনি,
জননীর যাদুমন্ত্রে আজো বেঁচে আছি—
বেঁচে আছি প্রেয়সীর সকৃতজ্ঞ প্রেমের শাসনে,
দ্বিপদ মনুষ্যাকাব বুদ্ধিমন্ত পশুর জীবন।
দারুণ অতৃপ্তিলোকে নিত্য বসবাস
আশার মেটেনি তৃষা তাই বারোমাস
সামান্য ক্ষতিতে ভাবি হোলো সর্বনাশ,
যা পেয়েছি আরো চাই, আবো পেতে চাই .
কী অতৃপ্ত মধ্যবিত্ত মন !

মনে হয় সূর্য চন্দ্র নখে ছিঁড়ে আনি
গাঁথি জয়মাল্যখানি !
যশ মান দম্ভ জয় প্রতিষ্ঠাব মালা
পৌরুষ শক্তির বহ্নিজ্বালা
পরাই আত্মার গলে অদ্বৈত একাধিপত্যে মাতি',
অমূর্ত সময়-সিন্ধু পার হয়ে চলি রাতারাতি
অর্থহীন ঈশ্বরের স্বর্গে দিয়া হানা
তুচ্ছ করি' অনাদ্যন্ত অসীমের মানা
অধিকার করি তাঁর কাল্পনিক দেব-সিংহাসন ,
মনে মনে স্বপ্ন দেখি,
কী উন্মত্ত মধ্যবিত্ত মন !

—

উলুখড়

আমি উলুখড়
দুর্গের বেষ্টিত গড ,
আক্রান্ত ও আক্রমণকাবী
বঞ্চিত ও বঞ্চকেব মধ্যবিত্ত দ্বাবী ।
আমি কাল কালান্তব—
অনাদি নশ্বর
মৃত্যু আব মৃতের সমাধি
চিতায় জ্বালানি-কাষ্ঠ শুষ্ক কালব্যাধি
স্বপক্ষেব বিপক্ষের মাঝখানে জ্বলি,
নবকাসুবেব ভালে নিষ্ঠুব ত্রিবলী ।
আমি যুগ-যজ্ঞের সমিধ
বৈশ্বানবী আর্তনাদ আমাব সঙ্গীত ।
আমি হন্যমান,
লোভীব ভোগীব যুদ্ধে চিববিদ্যমান ।

আমি উলুখড
আমার বাহন ঝড
শুষ্ক জীর্ণপত্র সম উড়ে উড়ে চলি
ক্ষোভেব শিখায় জ্বলি
জ্যোতিঃলুব্ধ পতঙ্গের মতো
জঠরেব ভস্মকীট ক্ষুধিত জাগ্রত ।
আমি চিব ঝঞ্ঝাহত বৃদ্ধ বনস্পতি
লক্ষ শাখা প্রশাখায় শিথিল সংহতি,
অথচ আমারি—
বংশে আজো জন্ম নেয় জীবোদ্ধারকাবী
বিপ্লবের অগ্রদূত
আশ্চর্য অদ্ভুত
সর্বহারা মানুষের ত্রাণকর্তা মেধাবী পুরুষ
শ্রেণীকীর্ণ-সমাজের ধ্বংসিতে কলুষ ।

আমি উলুখড়,
দধিচী-কঙ্কালবহ্নি বজ্রায়ুধ ঝড় ।

দক্ষিণায়নে

দক্ষিণায়নে অন্ধকার
বিধাতার শেষ নিঃশ্বাসে,
কেঁদে মবে যারা কাঁদতে দাও
মোহমুক্তির বিশ্বাসে।
ঝড়ে ছেঁড়া-খোঁড়া কল্পনার
ধূমায়িত মেঘ নেমে আসে,
অবিচার নয় দুঃশাসন
উৎপীড়কের পবিহাসে,
দক্ষিণায়নে অন্ধকার
মৃত-বিধাতাব নিঃশ্বাসে।

দুখেব কাহিনী কেন লিখি
গবজ বলো তা জানতে কাব ?
যে ধবে ধকক দোষত্রুটি
পোড়াকপালেব এ সংসাব !
বুকে শবতেব মেঘ ডাকে
ঝড়ে চেঁড়া-খোঁড়া কল্পনাব,
কলমে যা আসে তাই লিখি
যা-খুশিব মহাস্বপ্নভার !
ভাবেব নৌকা হালভাঙা
তবু ভেসে চলি সাগবপার।

ভাড়াটে বাড়ীতে আস্তানা
বাড়ীওলা দোরে ঠোকে লাথি,
দেনা শুধে শুধে প্রাণ গেল
চুলোয় গিয়েচে ভিটে-মাটি ;

কোনোমতে আছে চাকরীটা
সরকারী কাজে মন খাটি
শহুরে চালটা রাখি বজায়
ছোট বড় ক'রে চুল ছাঁটি
আকাশেতে কাক চিল ওড়ে
রোদে বিষ্টিতে পথ হাঁটি।

দিনে চেঁচামেচি গণ্ডগোল
কচি-কাঁচাদের কান্নাতে
তালীমারা জুতো ছেঁড়া ধুতি
তরকারী নেই বান্নাতে,
বেশী রাত হ'লে আসেনা ঘুম
হু হু করে যেন প্রাণটাতে!
জাগে কবিতার ঝল্‌কানি
হীরা মোতি চুনী পান্নাতে,
সাগরের জল নোনা হ'ল
হতভাগাদেব কান্নাতে!

জাগে কবিতার ঝল্‌কানি
রাতজাগা বুকে মরীচিকা!
আধমরাদের পৃথিবীতে
নিবে নিবে জ্বলে প্রাণশিখা।
বাতাসের শুনে কাৎরানি
মরা চাঁদে কাঁপে চন্দ্রিকা,
শ্মশানের হিম-রক্তেতে
রাজাধিরাজের রাজটীকা
জ্বালায় আগুন কবিতাতে
রাতজাগা বুকে মরীচিকা।

জ্ব'লে-পুড়ে যায় কল্পনা
অসুরেরা গায় বেসুরো গান,
মাথার খুলিতে পক্ষীরাজ
চাট্ মেরে যায় দূর বিমান
ভোঁ ভোঁ করে কালো ভোম্‌রারা
ভাবের আকাশে কম্পমান,
রাজকুমারীর স্বর্ণকেশ
আগুনের শিখা জ্বালায় প্রাণ,
শুনি রাতজাগা ঝিঁঝি ডাকে
হতভাগাদের বেসুরো গান।

সোনার পালঙে শুয়ে যারা
চোখ বুঁজে করে পরোপকার,
বাপদাদাদের পুঁজি নিয়ে
ভোগ করে সুখ সাতবাজার,
দম্ভে মাটিতে পড়েনা পা
চাবীতালা আঁটা লৌহদ্বার,
বকনীতে মুখে খই ফোটে
বিশ্বপ্রেমের পাতাবাহার,
নেই সুগন্ধ ছিটে ফোঁটা
শোকে বিহ্বল হতভাগার।

ভাঁটাপড়া ভার গঙ্গাতে
ভাসে জঞ্জাল খড়কুটো
মজা নদীজলে নেই জোয়ার
রোদে জ্বালা করে চোখ দু'টো,
পলিপড়া চরে মন-মাঝি
ভাঙা নৌকোর সারে ফুটো,
মিছে প্রার্থনা কর্ণধার
জগন্নাথের হাত ঠুঁটো,
পচাডোবা খানা-খন্দরে
ভাসে জঞ্জাল খড়কুটো।

দক্ষিণায়নে অন্ধকার
ধূমায়িত মেঘ নেমে আসে,
তবু নয় তারা শাশ্বত
হতভাগাদের নিঃশ্বাসে ;
আসিবেই নব সূর্যালোক
নবজীবনের উল্লাসে,
অবিচার নয় দুঃশাসন
উৎপীড়কের পরিহাসে :
আসে নবীনের জন্মদিন
মৃত বিধাতার নিঃশ্বাসে।

আগাষ্ট '৪২

ভাড়াটে বাড়ীর ধোঁয়াটে আঁধার ঘরে
পথভোলা হাওয়া নিষ্ফলে কেঁদে মরে,
স্যাঁৎস্যাঁতে মেঝে ছড়ায় ভ্যাপ্‌সা গন্ধ
লণ্ঠনটারও 'ব্লাকাউটে' দম বন্ধ,
ভাঙাখাটে শুয়ে তবুও কবিতা লিখচি
আধুনিকতার টেক্‌নিক্‌টাও শিখচি ;
সমভোগবাদী ভবিষ্যতের রাজ্যে
মনোবাঞ্ছার রুদ্র-ডমরু বাজচে।
সুখী মনে যদি দেখি প্রকৃতির দৃশ্য
তথাকথিতেরা বলে বুর্জোয়া বৃষ্য
ঘৃণিত আত্মকেন্দ্রিক ব'লে দূষছে,
গণমনোমত সাহিত্য হ'লে ভুষছে।
নির্জন ঘরে কল্পনা ওঠে ধম্‌কে
কলম বেচারা মাঝপথে যায় থম্‌কে,
জাত-বিচারের ধাক্কায় মরে কাব্য
বেরোয় যেটুকু রসিকের নয় শ্রাব্য।

বনপথে শুনি উদাসী কোকিল ডাকৃচে
দু'বেলাই রবি মেঘে মেঘে ছবি আঁকৃচে,-
ক্লান্তি ভোলানো আসে স্নেহময়ী রাত্রি
ঘুমলোকে মায়া-রূপিণী স্বপ্নধাত্রী।
জীবপ্রবাহের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলেচি
আত্মাভিমানে নিজেকে কতো কি বলেচি,
আবাব জেগেছি আবাব কেঁদেচি দুঃখে
মগ্ন-চেতনা আবাব মিশেচে সুক্ষ্মে।
ধ্বংসেব কথা একবাবো মনে পডেনি
তুবীয়লোকেব একটি শিলাও নডেনি।
কল্পনা ছিল অচল স্বর্ণজঙ্ঘা
পাইনি কাব্য-দর্পণে তাব সংজ্ঞা।
হরকোপানলে আদিরিপু আজো মবেনি
ছাই পাঁশ মেখে বাঘছাল আজো পবেনি।
পুষ্প ধনুক আজো দেয প্রাণে টঙ্কাব
বোমে বোমে ওঠে শিহবণ-বীণা ঝঙ্কাব।

ঘুম ভেঙে বটে দেখি বাস্তব দুনিযা,
সযত্নে পোষা টিয়া বুলবুলি মুনিয়া,
খাঁচা খোলা পেযে উডে যায নীল আকাশে
উডে উডে দেখে পৃথিবীটা বড ফ্যাকাসে।
বডোই করুণ বডোই বেদনা মাখানো
লক্ষ যুগেব খাটুনীতে কুঁজ বাঁকানো,
নানা ঝঞ্ঝাট পিঠে নিয়ে চলে বৃদ্ধা
লালনে পালনে শাসনে তাডনে সিদ্ধা।
হঠাৎ নজবে পডে যায ভাঙা কার্নিশ
ছেঁডা জুতোটাব চটে গেছে কালো বার্নিশ।
ছেলেটার জ্বর একশো আড়াই ডিগ্রি
এককপি বই হয়নি বাজারে বিক্রি।
চাল ডাল চিনি পাওয়া ভাব কোনো দোকানে,
মহাজন হাসে কুৎসিত হাসি মোকামে।

ঘুম ভেঙে শুনি কাগজওলারা বল্‌চে
ডাকঘর থানা ষ্টেশন্ কাছারী জ্বলচে,
সারা দেশ জুড়ে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড
অরাজকতায় বিস্মিত ব্রহ্মাণ্ড।
জ্বলচে সহর জ্বলচে পল্লী সংসার
সন্ধান তাই মেলেনা উদাসী মনটার।
একটি কালের ঘেরাটোপে সারা বিশ্ব
ডানাভাঙা পোষা ময়নার মতো নিঃস্ব।
প্রলাপের মতো তবুও লিখচি কাব্য
তথাকথিতেরা বলবেনা সুখশ্রাব্য।

নৈষ্কর্ম্ম-দর্শন

দিবারাত বসে থাকা কাজে কর্মে হাঁকা ডাকা
কিম্বা মড়া পোড়ানোই কাজ,
কখনো গোয়েন্দাগিরি টো টো ক'রে পথে ফিরি
কভু আড্ডা অশ্লীল সমাজ।
পোদ্দারি পরের ধনে দক্ষতা পরিবেষণে
বিয়ে বাড়ী রসবিতরণ,
ব'হে পান্তুয়ার হাঁড়ি, রসসিক্ত রাঙাশাড়ী
বিস্ময়ে অবাক নিরীক্ষণ।
যত্র তত্র প্রেমে পড়া স্বপ্ন নিয়ে ভাঙাগড়া
কভু আত্মহত্যার প্রয়াস
কাব্য লিখে রাশি রাশি সনাতন পচাবাসী
বিরহের বৈষ্ণবী উচ্ছ্বাস।
পরকীয় ছিদ্র খুঁজে অপবাদ চক্ষুবুঁজে
অবাধ প্রচার হাটে মাঠে,
বেপরোয়া বেকারের মধ্যবিত্ত সংসারের
আবর্জনা-তুষ্ট দিন কাটে।

এ জীবন বারোয়ারী নিয়ত খবরদারী
যেথা সেথা মোড়োলী মেজাজ
যে যা বলে প্রতিবাদে তর্ক তুলি' নানা ছাঁদে
অষ্টরম্ভা বুদ্ধির জাহাজ।
উঠাতে লবণ-কর বিড়ি ফুঁকে অতঃপর
পরিয়াছি খদ্দরের ধুতি
নেতার চরকায় তেল ঢালিয়া খেটেছি জেল
হাতে কেটে কাপাশের সুতি।

* * *

ক্লান্ত তাই বিনা পরিশ্রমে।
সমস্ত সকাল সন্ধ্যা অকর্মা অকেজো,
অকারণে তর্ক করি দেশোদ্ধার নারী-জাগরণ,
সিনেমা সাহিত্য আর রোমাঞ্চিত যৌন-জীবনের
উদ্ভট অদ্ভুত আলোচনা।
দিন কাটে পরস্মৈপদে—
আত্মার অস্তিত্বহীন জান্তব শরীর।
সারারাত শুয়ে থাকি ইন্দ্রিয় চঞ্চল
ঘুম নেই অতৃপ্ত উদাস,
সূক্ষ্ম বুদ্ধি—ক্রমস্থূল। বিশুষ্ক করোটি।
জীবনের সূচীপত্র মন :
অসংখ্য ছাপার ভুল, অস্পষ্ট অক্ষর
পুরানো টাইপে ছাপা, কে সে মুদ্রাকর ?
দাড়ি নেই মাত্রা নেই আ-কার, ই-কার,
খাপছাড়া হ্রস্ব-দীর্ঘ আগত, অতীত
নিতান্ত সঙ্গতিহীন,
জীবন-সংবাদপত্রে আমি এক ক্রমশঃ রচনা।
এই আমি প্রাগৈতিহাসিক
সমাজের গাণিতিক ভগ্নাংশের মতো
বেঁচে আছি।

মাঝে মাঝে আপনারে স্বগত শুনাই :
হে রিক্ত যৌবন,
স্থবির বিচিত্রবীর্য তুমি
বিজ্ঞানী ব্যাসের ব্যঙ্গ ;
অপৌরুষ বেঁচে থাকা আর কেন অনুর্বর পঙ্কিল মাটিতে?
জারজ অপত্য করে পিতৃ সম্বোধন
পৈত্রিক শোণিত শূন্য বিকৃত ভাষায়—
ঈর্ষায় গলিত চক্ষু ধৃতরাষ্ট্র ক্লীব,
নিরিন্দ্রিয় পাণ্ডু ব্যভিচারী।
তবু তুমি সামাজিক পিতা
প্রজনন শক্তিশূন্য আভিজাত্য তব
বংশরক্ষা বীভৎস তোমার
স্বাধীনতা ?—স্বপ্নমাত্র, স্বাতন্ত্র্য ?—অলীক।

হে রিক্ত যৌবন,
পরানুকরণপুষ্ট কল্পনার ভারে—
আড়ষ্ট প্রতিভা কাঁদে, মূকবুদ্ধি, উত্তপ্ত করোটি
ক্ষুব্ধ আত্মা আর্ত নিরাকার।
তোমার বিচিত্রবীর্য রূপে
প্রাণ-অন্ধকূপে
এ জীবন চিরবন্দী হ'ল ?
কে বলে জীবন সীমাহীন ?
ক্ষুধাতুর রক্তমাংস কঙ্কালের তলে
আত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্র আয়ুশিখা জ্বলে
আবদ্ধ সে আমরণ
একমুষ্ঠি শ্বেতঅস্থিপঞ্জর-গুহায়।

আর্য্যসত্য

ঐক্যশূন্য বাক্য আছে। মাণিক্য অঙ্গাব,
মুখ্য তাই অখ্যাতিব লক্ষ উপাখ্যান ,
ভাগ্য-তবণীতে নাই যোগ্য কর্ণধাব,
আবোগ্য পেলোনা পঙ্গু কাব্যেব বিজ্ঞান।

বাচ্যবস্তু বিচাবেব বিবেচ্য বিষয
বিধি বহির্ভূত হ'লে হয কক্ষচ্যুত
সূর্য্য-পবিক্রমা পথে। নৈবাজ্য উদয
নৈর্ব্যক্ত বিপ্লবী আত্মা কবে মনঃপূত।

স্বপ্নলীন বাজ্যহীন বিভাজ্য-সমাজ
ধ্বংসেব নৈকট্য লভি' কাপট্যে মাতিয়া
শাঠ্যপূর্ণ কাব্যে কবে অপাঠ্য অকাজ
স্বাদেশিক নাট্যমঞ্চে আসন পাতিযা।

জাড্য জাড্য, ঘোব জাড্য, আত্মচব জাতি
ধ্বংসিতেছে পণ্যশিল্প ধনাঢ্য বিলাসে
অসত্য অনিত্য-হত্যা-মৃত্যুময়ী বাতি
সংখ্যাহীন কঙ্কালেবে গিলিছে গোগ্রাসে।

বোগমুক্তি মিথ্যা জানি পথ্যহীন দেশে
গোহত্যায় বাঘভয়ে ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি,
বর্ম্মঢাকা ধর্ম্ম যেথা স্কন্ধকাটা বেশে
অবিদ্যায ভূতাবিষ্ট অদ্ভুত মূবতি।

অন্যে পবে কিবা কথা বন্যেবাও ভালো
ধন্য তাবা মান্য তাবা অবণ্যে পর্বতে,
মনুষ্যত্ব শূন্য নয হোক বর্ণ কালো
অন্যায় কবেনা মিথ্যা পুণ্য ধর্ম্মপথে।

ঐস্পাতিক সভ্যতাব বৌপ্যশুভ্র মনে
পবস্বাপহাবী বিদ্যা নিত্য বিদ্যমান,

মূর্খে করে আপ্যায়িত লভ্য-আকর্ষণে
অভ্যাসে সভ্যের মতো সাজিয়া বিদ্বান।

আর্তের অগম্য চির রম্য হর্ম্যমালা
বৈষম্যের আতিশয্যে স্পর্ধিত গম্বুজে,
উড়ায় ঐশ্বর্য্য-ধ্বজা। ঘৃণ্য দীপ জ্বালা
কক্ষে কক্ষে মেদ মজ্জা সুপ্ত চক্ষু বুঁজে।

সভ্যতায় প্রভু ভৃত্য তুল্য মূল্য নয়!
অবাধ্য ভৃত্যেরা নাশে জাতীয় কল্যাণ?
বাল্যে ও বার্ধক্যে সন্ধি আনে মহত্ত্ব
বৈপরীত্যে পূর্ণ তাই ঐতিহ্য আখ্যান।

আসেনিকো নব্য-ন্যায় দিব্যদৃষ্টি মেলি,
তালব্য স্বক্বনী শব্দে শবভুক শিবা
শ্মশানের বশ্যতায় করে ক্রুর কেলি
ক্ষুর দন্তে দীপ্যমান মাৎসর্য্যের বিভা।

দুষ্ক্ষত চিকিৎসার দ্রুত আবশ্যক
নতুবা শ্যামল প্রাণ অবশ্য মরণে
ভূম্যধিকারীর লোভে হবে আরণ্যক
পোষ্য আর শিষ্যবর্গে রাখি' অনশনে।

পরম ঔদাস্য ভরে আলস্যে আরামে
ব্যঙ্গ হাস্যে নস্য লয়ে ভুলি' অসন্তোষ
চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দক্ষিণে ও বামে
নৈবেদ্য সাজায়ে কাব্য রচে আত্মঘোষ।

অনৈক্যের আর্য্যসত্য অনার্য্য বোঝেনা!
বোঝে যারা বিজ্ঞ, এই অসহ্য আখ্যান
বিচার্য্য বৈদিক তথ্য অজ্ঞেরা খোঁজেনা
সহ্যশীল কবি ভনে শুনে স্বাস্থ্যবান্।

কিস্তিশোধের বাস্তবতা

বস্তুতন্ত্রবাদী বিশ্ব স্বার্থসন্ধ সদা
সুবিস্তৃত সমাজের দুস্তর সাগরে
উন্মথিছে বৈষম্যের লবণাক্ত জল
আর্তের নিস্তার নেই তস্করের ডরে।

উদয়াস্ত ব্যর্থশ্রম এল অস্থিরত
স্তবস্তুতি ব্যর্থ হ'ল। প্রভুত্ব বিলাসী
কর্তৃপক্ষ দিল হায় বিস্তর লাঞ্ছনা
পৃষ্ঠে দিল পদাঘাত নিষ্ঠুর চাপরাশী।

তখন সূর্যাস্তকাল, স্তিমিত আকাশ
স্থবির গোধূলি নামে স্থানীয় নদীতে
সমাধিস্থ জাহাজের নিস্তব্ধ প্রকাশ
মাস্তুলের সমারণ্যে সুপ্ত বিস্মৃতিতে।

সম্মুখে পড়িল ভাঙি' স্তম্ভিত আকাশ
স্তূপীকৃত অভাবের অন্ধ কালোছায়া,
স্থাবর সম্পত্তিহীন গৃহস্থ জীবন
মনে হ'ল স্থিতিশূন্য অনিত্যের মায়া।

কি লাভ দুশ্চিন্তা পুষে অন্তরের মাঝে?
জাতিচ্যুত হয়ে শেষে সাজিনু বোষ্টোম্।
কর্মস্থল হ'তে কবি মন্থর প্রস্থান
দিগন্তে তখন লুপ্ত সৌর-জ্যোতিঃস্তোম।

প্রশস্তি পত্রের তলে দস্তখৎ লিখে
বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো ন্যস্ত করিলাম
অদৃশ্য ভাগ্যের হস্তে। হে দেব নমস্তে
বিস্মৃতির স্তূপে লুপ্ত করো সর্বকাম।

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে আস্থা নেই খাস্তাগজা কিনে
খেতে খেতে ভ্রমি একা রাস্তায় রাস্তায়,
দুঃস্থ পরিবারবর্গ দূর বস্তিবুকে
দারিদ্র্যের অসুস্থতা ভুঞ্জিছে সস্তায়।

বেকারত্বে বেড়ে যায় বস্তা বস্তা ঋণ,
পুস্তভাষী মহাজন রুস্তমের কাছে,
ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে কিস্তি শুধিবার দিন
স্বস্তির সান্ত্বনা নেই বাস্তবের কাছে।

সমস্ত জগত নাকি অবস্থার দাস?
শান্তি স্বস্ত্যয়ণ করি' শাস্ত্রের বিধানে,
সুস্থমনে কিছুকাল নব ব্যবস্থায়,
উদয়াস্ত খাটিলাম অস্থানে কুস্থানে।

স্ত্রৈণ নই তবু স্ত্রীর প্রশান্ত প্রার্থনা
চাই যে স্বস্তিকামার্কা কস্তাপেড়ে শাড়ী,
উপস্থিত সপ্তদশ পকেটস্থ টাকা
দুশ্চিন্তায় ব্যস্তমনে মিথ্যা নাড়ি চাড়ি।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দারিদ্র্যের স্থিতি স্থাপকতা
চোস্তরূপে বাড়ায়েছে স্থায়ী পরিস্থিতি,
অসুস্থ আত্মায় কাঁদে কস্তাপেড়ে শাড়ী
অস্থির করেছে অন্ন-বস্ত্রাভাব ভীতি।

আলোকস্তম্ভের তলে দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত,
স্তনিত সহরসিন্ধু স্থাবর জঙ্গমে
মনে হ'ল পণ্যজীবী স্থূলোদর যত
ধনগর্ব্বে ধর্ষিতেছে বাণিজ্য-সঙ্গমে।

অকস্মাৎ খিস্তি শুনি হেরিনু রুস্তমে
যষ্টীহস্তে দোস্ত মোর ধরিল গর্দান
নিরস্ত করিনু তারে ভয়ত্রাস্ত মনে
পকেটস্থ সপ্তদশ মুদ্রা করি' দান।

প্রাণভয়ে কিস্তি শুধি ধাতস্থ অন্তরে
রিক্তহস্তে সুসজ্জিত বস্ত্রালয় পানে
শূন্য মনে হেরিলাম কস্তাপেড়ে শাড়ী
নিষ্প্রাণ 'শো-কেসে' কাঁদে সুপ্ত অভিমানে।

উনুনে আগুন

সারাদিন কাজকরি সরকারী দপ্তরে
দারুণ খাটুনি খেটে অঙ্গে ঘাম ঝরে
যদিও মাথায় ঘোরে বৈদ্যুতিক পাখা
বিকেলে মলিন দেহ কালিঝুলি মাখা
ক্লান্তপদে ঘরে ফিরি।

শুধায় গৃহিণী,
'লক্ষ্মিটি নিয়েসো কিনে পোয়াটাক্ চিনি
একছটাক্ শ্রীঘি আর পাঁচ-পো লাল আটা
ততক্ষণে শেষ কোরে রাখি বাটনা বাটা
উনুনে আগুন।'

মাথায় উনুন জ্বলে –
উনুন জ্বলিয়া ওঠে ভীরু মর্মতলে।
গৃহিণী সচিব সখী মিত্রার আদেশে
দোকানের খাতা হাতে ক্লান্ত দীনবেশে,
তৎক্ষণাৎ ছুটে চলি পণ্য-বীথিকায়
উনুনের ধূম্রজালে সায়াহ্ন ঘনায়!

গড্ডলিকা

সবেমাত্র সন্ধ্যা হ'ল।

সূর্য গেছে ডুবে

বন্ধনের ধূম ওড়ে আকাশে সর্পিল।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী

মহাব্যস্ত গৃহকর্মে।

ছাঁপোষা সংসার

কেরানির দিনগত পাপক্ষয় ভূমি,

রাতের বাসর-কুঞ্জ, দিনের রৌরব—

বাঙ্ময় মুখর।

বাজারের ভিজে খলে,

ছেঁড়া ভাঙা ছাতি, জীবন-যৌবন-জরা,

মৃত্যু ?

সেতো ভুলে থাকা অশান্তি-শতক !

লণ্ডনে বার্লিনে বোমা আমরা তো ছার

অভ্যাসের গড্ডলিকা ছাঁপোষা সংসার।

আফিসের ক্লান্তি এল।

টেবিল চেয়ার

দোয়াত কলম কালি ফাইলের গাদা,

অশ্লীল ইতর ব্যঙ্গ সহকর্মীদের

ফেলে যাই দৈনিক সন্ধ্যায়।

ফিরি ঘরে—

নবতর অশ্লীলতা দাম্পত্য-কলহ

বিভীষিকা সুরু হয়।

এই তো জীবন !

সকালে প্রত্যহ পড়ি আনন্দবাজার

চার্চিল হিট্‌লার গান্ধী জিন্না সভারকার !

——

খিদিরপুর ডক

পিঙ্গ ধূসর শালবন সম শাখাপল্লবহীন
জাগে অসংখ্য মাস্তুল চূড়া বিবর্ণ-ছায়ালীন,
দিগন্ত বুকে কালো কালো রেখা আকাশ দীর্ণ করে,
"সবার পরশে পবিত্র করা"—গাঙ্গেয় বন্দরে,
নানা দেশাগত জাহাজের ভীড়ে সন্ধ্যার শরশয্যা,
মহানাগরির প্রদোষের মায়া বাররণিতার লজ্জা।

দেশ বিদেশের সিন্ধু শকুন পক্ষের ছায়াতলে
সাগরগামিনী শকুন্তলার মণিকুন্তল জলে
নানা সন্ধানী শিখায় দীপ্ত কৃষ্ণকেশের মায়া
চকিত চপল বিদ্যুতে কাঁপে অন্ধকারের ছায়া।
কাঁপে ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে জাহাজের মাস্তুল
পতাকায় জাগে শ্যেন-বিহঙ্গ কটাক্ষে নির্ভুল,
বক্র চঞ্চু পাংশু নখর বিজাতীয় ঘৃণাভরে
সপ্তসিন্ধু পার হয়ে যায় বন্দরে বন্দরে।

চৌরঙ্গী

পায়ের তলায় মৃত অজগর মুখর পিচের রাস্তা,
কাঁপে থর থর যান্ত্রিক লরী ট্যাক্সি বাসের ছন্দ,
ল্যাম্পপোষ্টগুলো ছায়ার শরীর জীবনের নেই আস্থা
উটমুখো টলে ট্রাফিক পুলিশ বিলাতী মদের গন্ধে।
নিষ্প্রদীপের যবনিকা তলে দলে দলে চলে পান্থ,
দূর আকাশের নৈশ-প্রহরী মঙ্গলগ্রহ জ্বলছে,
অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট চূড়া রাত জেগে জেগে ক্লান্ত,
লৌহ-চক্রে ঝঙ্কৃত গতি ট্রামকারগুলো চলছে।
আমাদের মন মৌন দহন, গভীর গহনে মগ্ন।
রাঙামুখ খাকী পোষাকের দল পথ হাঁটে বীরদর্পে।
শোণিত বর্ণ মঙ্গল-গ্রহ কুটীল চিন্তামগ্ন
আমাদের কালো চামড়া, কপাল—কামড়েছে কালসর্পে।

রবিবার

রবিবার আজ রবিবার! সূর্য আজ প্রচণ্ড উজ্জ্বল
কী উজ্জ্বল মানুষের মুখ, নগরের মত্ত কোলাহল
শৃঙ্খলিত তোমার আমার
ফেটে যায় আনন্দিত বুক
আকাশের ক্ষীণ অশ্রুজল
মরুভূমে শিশিরের সুখ।

অনিচ্ছার এই বেঁচে থাকা, অনিচ্ছার সাপ্তাহিক কাজে,
একদিন মাত্র একদিন! বিশ্রামের শেল বুকে বাজে,
ঈশ্বরের নাম ধোরে ডাকা
হতাশায় জানি অর্থহীন
ভারবাহী পশুর সমাজে
ভারমুক্ত শুধু একদিন।

আজ শুধু অপার উৎসব! নিলাজ আত্মার ব্যঙ্গহাসি,
কর্মহীন আজ রবিবার। যে যৌবন নিত্য উপবাসী—
আজ তার ক্ষিপ্ত কলরব
মধ্যবিত্ত তোমার আমার
সোমপায়ী উগ্র অবিনাশী
আজ তাই উৎসব অপার।

জীবন-ঘটিকাযন্ত্রে আজ, রুদ্ধগতি সময়ের কাঁটা
আত্মার বিষণ্ণ ইতিহাসে, চীৎকার উঠিছে প্রাণফাটা,
ভুলে যাই প্রত্যহের কাজ
উৎসব-সমুদ্রে প্রাণ ভাসে,
যে সমুদ্রে চিরদিন ভাঁটা
দাসত্ব পঙ্কিল সর্বনাশে।

নব-বিধান

কী দারুণ অভিশাপ ঘরে পুষে কালসাপ
বিষে জ্বর জ্বর সারা দেশটা,
কি দিয়ে যে ভাঙি দাঁত, আশী কোটি দেশী হাত
ভেবে ভেবে ঠুঁটো হ'ল শেষটা।
সুযোগ পেয়েছে তাই প্রভুদের জ্ঞাতি ভাই
নাজী, ফ্যাসি' আত্মীয়বর্গ,
এবার নতুন কোরে ঢেলে সাজাবার তরে
দেবে নব-বিধানের স্বর্গ।

চিনির বলদ হয়ে দিন চলে বোঝা ব'য়ে
খড় ভুসি জোটে শুধু ভাগ্যে,
অনেক হয়েছে সাজা, চাইনে নতুন রাজা
প্রভুরা জাহান্নমে যাবৃগে।
প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘরে ঘরে কানাকানি
হাটে মাঠে পথে ঘাটে চলছে
ভয়ে ভয়ে ফিস্ ফাস্ মৃদুগতি নিঃশ্বাস,
নানাজনে নানাকথা বলছে।

কেউ বলে ন'-তারিখে, দেখে নিও, রাখো লিখে,
ঝাঁকে ঝাঁকে প্যারাচুটে আস্‌বে,
এসেই স্বরাজ দেবে, লাভ নেই মিছে ভেবে
মিলে মিশে কত ভাল বাসবে।
কেউ বলে হিটলার, ককেশস হ'ল পার
পেশোয়ারে প্রায় এসে পোড়লো,
কেউ বা সোঁদোর বনে তোজোর মামার সনে
গোপনেতে মোলাকাৎ কোরলো।

জাপান স্বরাজ দিলে, কেউ ভাবে এ নিখিলে
যা'কে পাবো কচুকাটা করবো,
বিনা চাষে ধান হবে স্ফূর্তিতে কলরবে
টাকায় আট্টা ধুতি পরবো।

বিজ্ঞানী জার্মান কোরে দেবে সমাধান
একবড়ি "সয়াবিণ" খাচ্ছে !
বেকার সমস্যার ঘুচবেই হাহাকার
"ব্লিংস-ক্রীগ," "হাবিকিরি" বাচ্ছে !

বেশী ভাবা ভাববোনা, বেশী খাটা খাটবোনা
চল্লিশ কোটি নাক ডাক্‌বে !
জাপানীস্ববাজ পেয়ে ভারতের ছেলে মেয়ে
শাক দিয়ে পচামাছ ঢাকবে।
দু'টাকাতে সাইকেল দু'আনায় "মাইফেল"
হরদম টানা যাবে "সাকুরা,"
দম্‌ দেওয়া মোটবে বেপরোয়া ছোটো-বে—
স্ববাজ যখন দেবে কাকুরা।

রোজ শুনি সাইগনে সুদূর ইণ্ডোচীনে
ব্যাঙের বিরহে কাঁদে সাপেরা,
থেকো সবে হাঁসিয়ার মিলে যাবে হাতিয়ার
শুধায় ভয়ত্রাঁতা বাপেরা।
মাছেদের দুদিনে টোকিওর বাগিনে
কেঁদে মরে তপস্বী বকেরা,
ভারতসাগর তীরে ডানায় রাখবে ঘিরে
টিটান-শিণ্টো-হুন-শকেরা।

শুনে কান ঝালা পালা প্রভু-বদলের পালা
বার বার কতো আর সইবো ?
নীরবে দুঃখ স'য়ে অপমানে পরাজয়ে
বেদনার বোঝা শিরে বইবো।

—

দুঃখ-বিলাস

সূর্য জড়ায় দিনের শরীরে সোনালি অঙ্গরাখা

তপ্ত আগুন মাখা,

গরম পিচের টলটলে তাপে

মহানগরীর আত্মায় কাঁপে

ব্যারোমিটারের পারদ ঊর্ধ্বগামী.

চীনে-ছুতোরের ক্যাম্বিস আঁটা চেয়ারে

শুয়ে শুয়ে একা মুণ্ডু মাথার কবিতা লিখছি আমি,

হায়রে অবোধ আমি!

জুতোর ধুলোয় আধমরা শিশু খাবি খায় ফুটপাতে

শোচনীয় অপঘাতে।

সারাদেশ জুড়ে আমিদের দল

দরদীকণ্ঠে করে কোলাহল

মেছোকান্নায় চক্ষে সাঁতার-পানি,

দুঃখ-বিলাসী রিক্তমনের আরামে

অবেলায় খেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুরের কবিতা লিখছি আমি,

হায়রে অবোধ আমি।

আমি, আমি, কোরে উচ্চাভিলাষী আমি যা উঠেছে ক্ষেপে

মাসিকপত্র রোপে।

হক্‌কথা কওয়া স্থূল লেখকেরা

সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপকেরা

মন্বন্তরে মনীষা প্রচার করে.

সুখের পায়রা কবিদের চোখে ঘুম নেই

চক্রে চক্রে ভবনে ভবনে ব্যথায় গুমরে মরে,

আহা কী করুণ স্বরে!

সুখের মাচায় চাচা বলে তাই আপনার প্রাণ বাঁচা

বড় ভঙ্গুর খাঁচা!

দুঃখের ভয়ে প্রাণ-বিহঙ্গ
চোখ বুঁজে দেখে বিশ্বরঙ্গ,—
লেখনী-লীলার অভ্যাস যদি থাকে
দু'চার পৃষ্ঠা গুরুগম্ভীর গদ্যে কিম্বা পদ্যে
বিশ্বদরদী বচনে ঠকায় নির্বোধ জাতিটাকে
পাঁকালের মতো পাঁকে।

শাড়ীতে সেমিজে গয়নায় ঘেরা সমাজের এককোণে
তাইতো ভাবছি মনে,
চূণকামকরা দেয়ালের পাশে
খোলা জানালার মুক্ত বাতাসে
মধ্যবিত্ত স্বপ্নের কালাপানি,
আঙ্গুলের ফাঁকে "পার্কার-পেন" উদাসী,
অকূল সাগরে কল্পনা ঝড়ে সাঁতার কাটছি আমি
হায়রে অহম্ আমি!

হে মমি ফ্যারাও…

উচ্চাশার মণিময় বিপুল প্রাসাদ
বিচিত্র সোপান শ্রেণী;
ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বগামী আকাঙ্ক্ষা তোমার
উত্তুঙ্গ উধাও
স্বাপ্নিক-জীবনবেগে ধাও শুধু ধাঁও!
কাঁদুক পাদুকাতলে বিষণ্ণ সংসার
তোমার কি আসে যায়, হে স্বার্থ-সম্রাট?
শূন্যে শূন্যে কর শান্তিপাঠ!

অশ্রুর অতীতলোকে উদাসীন তব সিংহাসন,
কামনায় কামনায় অতৃপ্ত জীবন
গদ গদ ভাষে কহ দুঃখের কাহিনী
নিত্যভোগী রসনায় বিষণ্ণ রাগিনী

রোমাঞ্চক দারিদ্র্য-বিলাসে ;
মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠো অকারণ ত্রাসে,
বিলাও বিহ্বল বিশ্বপ্রেম
নিকষিত হেম ! !
ফ্রেস্কোয় চিত্রিত কক্ষ অর্থহীন অজন্তা ইলোরা,
ফুলের ফাঁসীর মঞ্চ ফুলদানীতে বিচিত্র আন্‌কোরা
ছিন্নকণ্ঠ মর্ম্মরীর পুষ্পিত-বাহার,
মেঘচুম্বী আভিজাত্যে নিঝুম সংস্কার ,
মূর্তিমন্ত সৌম্য তুমি অমায়িক বাহ্য-আবরণ
রসাল-কদলী তুমি, সমাজের সর্বঘটে তোমার আসন।

তুমি থাকো বহু ঊর্ধ্বে নন্দনের প্রায় কাছাকাছি
তুমি ভাগ্যবান, তাই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে আছি
দুর্ভাগ্যের মামুলী ধিক্কারে,
কোনো ভুলে কোনোদিন অভাবের নিপিষ্ট সংসারে
প্রতিবাদে করি নাই একটিও শব্দ উচ্চারণ
তুমি নাকি ভাগ্যবান দৈবলব্ধ তব সিংহাসন !!

আমরা মানুষ তাই গিলে খাই, লজ্জা ঢেকে রাখি
সভ্যতার প্রয়োজনে স'হে শত ফাঁকী
হিসাব বুঝিনা কিছু,
ইতর পশুর মতো তোমাদের পিছু
ক্লান্তপদে ঘুরে মরি প্রাসাদের আনাচে কানাচে
তোমাদের বাতায়নে সাতরঙা কাচে
দিবসের সৌরদীপ্তি, রজনীতে বৈদ্যুতিক প্রভা,
বহুবর্ণ অপরূপ শোভা ?

তোমরা সঙ্গীতপ্রিয় সুরের গার্জেন
তোমাদের সম্ভ্রমের ফাঁদে পড়ে স্বয়ং তানসেন,
সুরেলা প্রশস্তি গায় স্বর্ণচূড়া দম্ভের পাহাড়ে
হতভাগ্য বন্দী-শুক ঐশ্বর্যের দাঁড়ে।
যতই বধির হোক, স্থূল হোক্ শ্রবণেন্দ্রিয়
তোমরাই শ্রেষ্ঠ শ্রোতা, সুরজ্ঞের পরম আত্মীয় !

তোমাদের কলাগার
অবনী-গগন-নন্দ-যামিনী-দেবীর কারাগার,
এপ্‌ষ্টিন্‌-পিকাসো-গোগা-ভ্যান্‌গগের অপমৃত্যুভূমি,
সেতার-এস্রাজ-বীণা তোমাদের সখের ঝুম্‌-ঝুমি।

ঐশ্বর্যের পিরামিডে হে মমি ফ্যারাও—
উচ্চাশার ঊর্ধ্বলোকে নিঃসঙ্গ উধাও· ··

একা

একা জেগে ব'সে আছি চোখে নেই ঘুম
কত চিন্তা, কত কাজ, হৃদয়ে নিঝুম!
কত কাব্য, কত ছন্দ, কত সুর গান,
আচ্ছন্ন ব্যথার মতো মৌন অভিমান,
কেন এই জাগরণ অলস উদাস?
ঘুম নেই, শান্তি নেই, কেন বারোমাস?
বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো, রাত্রি কুহু-ডাকা
কেন এ দুর্ভোগ শুধু একা জেগে থাকা?

পরের আশ্রয়ে থাকি ছোটঘরখানি
পথপার্শ্বে বকুলের মৃদু হাতছানি
প্রতিদিন জানালার পরপার থেকে
ক্লান্তিহীন কত কথা ব'লে যায় ডেকে,
বুঝিনাকো আজো তার সুরভিত ভাষা
রোমাঞ্চিত বকুলের মুগ্ধ ভালবাসা,
প্রতিদানে জানায়েছি মৌন অভিমান
মনে হয় এ জীবন বিষাদের গান!

এসে গেছি যৌবনের প্রায় মাঝামাঝি
এই মহানগরীতে অট্টালিকারাজি
উদ্ধত নীরব সাক্ষী পথের দু'পাশে
আজো আছে মাথা তুলে শহরের আকাশে

চারিদিকে লক্ষ কোটি পদচিহ্ন আঁকা
নিরাশ্রিত পথিকের শুধু বেঁচে-থাকা
ঘোষণায় কী মুখর কঠিন ফুট্‌পাত
এ যাবৎ ক'রে যাই নিত্য পদপাত !

একা একা কেটে যায় বিফল রজনী
আসে কত শুকতারা কত সন্ধ্যামণি,
এই রুক্ষ নাগরিক মহাকাশ জুড়ে
যাযাবর কত পাখি চলে উড়ে উড়ে
কোন্ মহাবনচূড়ে তাদের আবাস ?
ডানার আওয়াজে পাই দূরের আভাষ,
কোন্ স্বর্ণবালুচর, কোন্ সিন্ধুতীর ?
ডেকে ডেকে বার বার হৃদয় অধীর ।

স'হে-যাওয়া দারিদ্র্যের ঘৃণিত কবর
আমার শয়নকক্ষ , পরের খবর—
কে রাখে ? সময় কোথা ? পরাজিত মন ?
এলোমেলো ছন্নছাড়া চিন্তায় মগন
সারারাত ঝিঁঝিঁ ডাকে ভাঙা কড়িকাঠে
তৃতীয় নয়ন অন্ধ ভাগ্যের ললাটে,
একটু প্রেমের স্পর্শ, এককণা হাসি
অভাবে যৌবন আজো জন্ম-উপবাসী ।

সারারাত জেগে আছি কেহ নেই পাশে
সামাজিক জীবনের ঘোর সর্বনাশে
কার এত দুঃসাহস ? কোন্ সে নায়িকা ?
এ দারিদ্র্য-আগুনের প্রবল দাহিকা
সহ্য ক'রে একাকিনী হবে স্বয়ম্বরা,
শোনাবে প্রেমের গান চিরমধুক্ষরা ?
বাহিরে চাঁদের আলো শুভ্র উদাসিনী,
একা জেগে ব'সে আছি মৌন তমস্বিনী ।

ক'লকাতার চিঠি

[কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা]

শরৎ-সকাল। সারা শহরটা রোদে ঝলমল করে।
আমাদের নয়। তবু কত প্রিয় ক'লকাতা।
ক্লান্তিতে তবু ছেড়ে যেতে চাই
পাহাড়ে সাগরকূলে—
যাওয়া কি মুখের কথা?
জমকালো এই বিশাল শহর কী ঐশ্বর্যে গড়া,
চোখে দেখে তাই মনে হয়, তবু তাজের নীচেই মড়া!
অলিতে গলিতে দেশ-বিদেশের লোক চলাফেরা করে
হাসি কান্নায় শরৎকালের কাঁচাসোনা রোদ ঝরে।

পরিচয়হীন পাশাপাশি বাস বারোমাস উদাসীন
প্রতিবেশী তবু বিদেশীর মতো অচেনাই থেকে যায়।
যে যার আত্ম সুখদুঃখের গণ্ডীতে কাটে দিন
অলীক স্বপ্নে অসাড় মনের স্বাভাবিক তন্দ্রায়।
কত বিচিত্র মধুর উৎস মহামৌচাক ক'লকাতা,
মধুসঞ্চয়ী মানবাত্মার মুখর গুঞ্জরণে
পাখায় পাখায় মৃত্যুর গান প্রাণ-পতঙ্গ তবু ওড়ে
মহানাগরিক বনেদীধনিক জীবনশিখার কম্পনে।

কংক্রিটে-পিচে-লোহায়-পাথরে পাকে পাকে শত বন্ধনে
নিঃশ্বাসরোধী প্রচণ্ড চাপে এ দেহ বড়ই ক্লান্ত,
মাঝে মাঝে জাগে ঘরছাড়া-মন আত্মার ভীরু স্পন্দনে
অসীমে উধাও তেপান্তরের ভ্রমণ-বিলাসী পান্থ।
তবু বিচিত্র মুখর শহর রোদে ঝলমল করে
আকাশী-মনের উদাসী-রঙের কাঁচাসোনা রোদ ঝরে।

মন করে তাই পালাই পালাই কোঁথায় বা আছে সান্ত্বনা
সান্ত্বনা শুধু প্রবাসী কবির পত্রে,
কী ক'রে জানাই, কী যাদু প্রতিটি ছত্রে?

তাইতো তোমাব চিঠি পেয়ে মন খুশীতে উঠলো উপ্‌ছে
উপ্‌ছে উঠলো শরৎকালেব সান্ত্বনা,
সুব বাঁধা হ'ল অন্তবে
বৌদ্রোজ্জ্বল মন্তবে
শবতেব মেঘে লঘুছন্দেব জালবোনা।

চিঠি পেয়ে আজ কীযে খুশী হ'ল মনটা
সে কথা জানাই কী ক'বে ?
কত যে ভেবেছি ব'সে ব'সে সাবাক্ষণটা
নীল আকাশেব কাঁচাসোনা বোদ ঝবে।
ধূলোব জোনাকি ওড়ে ঝিকিমিকি সৌব-জ্যোৎস্নালোকে
এতই স্নিগ্ধ শবতেব আলো। চিঠিতে সোনাব কাঠি
ছোযালে কি আজ মর্ম-গুহাব গভীব সুপ্তিলোকে
জাগালে কাব্য জীবন্ত হ'ল প্রাণেব রুক্ষ মাটি।

বড বড বাডী বিশাল শহব ক লকাতা
শবৎকালেব বোদে ঝলমল কবে।
কী যে ভালো লাগে সকালবেলায
ভাঙা ভাঙা শাদা মেঘেব ভেলায
চিল উডে যায রূপালি পাখায
কাচাসোনা বোদ ঝবে।
নানা মানুষেব সুখদুঃখেব খবব নিযে
ব্যস্ত পিওন আসে হন্ হন্ ক'বে,
প্রত্যাশা কবি তোমাদেব লেখা
মনোময কত স্মবণেব বেখা
খামেব ওপবে ঠিকানা প'ডেই
মনপ্রাণ যায ভবে।

মহাভবিষ্য গঠনেব কথা মনে মনে কত ভাবি
কোটি মানুষেব দীর্ঘশ্বাসেব উত্তাল পাবাবাবে

মেটেনি যাদের শ্রম-জর্জর জীবনের কোনো দাবী
তাদেরি জীবন-সঙ্গীতে সুর দিয়ে যাবো বারে বারে।
ভাববে হয়তো একী পাগলামী ছেলে-মানুষীর মোহ!
তবু জানি মনে মনে
কবি-কীর্তির কাঞ্চন-চূড়া চিরদিনই দুরারোহ
তাইতো বেদনা-বিদ্যুৎ কাঁপে কালোমেঘে ক্ষণে ক্ষণে!

ঠিক একমুঠো খসড়ার মতো মাটির দেয়ালে ঢাকা
রহস্যময় মানবাত্মার অবচেতনার বাণী
কখনো গভীর বর্ণ-মাধুরী সূক্ষ্ম আঁচড়ে আঁকা
ক্ষুব্ধ-মানস জ্যোতির্দীপ্ত জীবনের সন্ধানী!
তুমি যে দেখেছ সংসার-ভূমি জটীল দৈবচোখে,
স্থূলদৃষ্টিতে বুঝবে ক'জন সে কথা?
কবির মোরোগের লড়াই তো নয় ছন্দমিলের ঝোঁকে,
লিখেই খালাস।—হয়তো বুঝবে একদা!
জানিনা সেদিন আসবে কিনা!
আধুনিকতার সূক্ষ্মবীণা
মহাভারতীর মহাপ্রকৃতির বাজবে কি প্রাণছন্দে?
সেদিনের মহালগ্নে উদার
হবে কি জন্ম মহাকবিতার?
মহাপ্রজ্ঞার সুর-ঝঙ্কার বাজবে কি প্রাণছন্দে?

ভেবে লাভ নেই সমস্যা যত আপাততঃ থাক মুলতুবী,
মাঝ সমুদ্রে আশার-তরণী চাইনা করতে ভরাডুবি।
বড় বড় বাড়ী বিশাল শহর ক'লকাতা
শরৎকালের রোদে ঝলমল করে!
কে কাঁদে কোথায়, কা'রা আসে যায়?
মহানগরীর আত্মা কি চায়?
জনারণ্যের শাখায় শাখায়
কাঁচাসোনা রোদ ঝরে। *

কামার

ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্!
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠগ্?
　　　নেহায়ে নেহায়ে ওঠে শব্দ!
দড়কোচামারা হাতে
জ্বলন্ত ইস্পাতে
　　　নীরেট কঠিন লোহা জব্দ!

দর্ দর্ ঝরে ঘাম
মেহন্নতের দাম
　　　কামারশালের ছাই ভস্ম?
ঝল্‌সানো কালো মুখ
কোল্-কুঁজো ভাঙা বুক
　　　কোঁকড়ানো কাঁপে দেহ-শস্য!

হাতুড়ির কড়া ঘায়
যন্ত্র জীবন পায়
　　　চুল্লীতে কাঁচা লোহা পুড়ছে,
টক্ক টক্ক টক্!
ছোবলায় তক্ষক
　　　বাড়া বাড়া স্ফুলিঙ্গ উড়ছে।

সাঁড়াশির বাঘা দাঁতে
রুক্ষ লোহার পাতে
　　　ছেনির আঘাতে জাগে ছন্দ,
দর্ দর্ ঝরে ঘাম
উল্লাসে উদ্দাম
　　　পুলকিত কাঁপে হৃদ্‌স্পন্দ।

স্বষ্টির চিতানলে
কালো অঙ্গার জ্বলে
হাপরের নিঃশ্বাসে হল্‌কা,
হুস্‌ হুস্‌ হিস্‌ হিস্‌
বায়ুনল দেয় শিষ্‌
হে আগুন জীবন কি পল্‌কা ?

হে আগুন, নহে নহে
তামাটে শরীব দহে
চুল্লীর ঝাঝ খেয়ে নিত্য,
তবুও মুক্তিগানে
আশাব ঐক্যতানে
জাগ্রত কামারেব চিত্ত।

কোঁচ্‌কানো কালো ভুরু
বুকে মেঘ গুরু গুরু
হুঙ্কারে ত্রিভুবন টল্‌ছে,
নিখিল কামারশালে
দধিচীব কঙ্কালে
শিখায়িত বিপ্লব জ্বলছে।

ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ঠক্‌ !
ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ঠগ্‌ ?
জীবন্ত ঐক্যের শব্দ !
দু'চোখ থাকতে কানা
কুৎসিত মালিকানা
লজ্জায় ইতিহাস স্তব্ধ !

ভ্রষ্টদিন

চাষীরা বিষণ্ণমুখ। মাঠে পঙ্গপাল।
শুষ্ক নদী। গো-মড়কে শ্মশান গোয়াল।
মরাডালে কাক ডাকে। শব্দহীন গ্রাম
ওলাউঠা নিবারণী গায় কালীনাম—
নিরন্ন মজুর চাষী দেশের কঙ্কাল
বাজায় বেতালা খোল কর্কশ খত্তাল।

আকাশ গভীর নীল। কোথা মেঘরথ?
কুকুর-কাঁদানো চাঁদ আলো করে পথ
কাঁটাবন লতাগুল্ম। যত ঢোঁড়াসাপ
আত্মম্ভরী মধ্যবিত্ত দেয় অভিশাপ
বিষ নেই কুলোপানা চক্র তুলে তুলে
সত্যযুগ হোতো যদি দিত সব শূলে
দুর্বিনীত প্রজাদের। হায়রে সেকাল—
তোমায় গিলেছে আজ নিজে মহাকাল।

হিরণ্ময় সূর্য ওঠে দিনের আকাশে
ঘৃণেরা করেছে ভর শুষ্ক কাঁচাবাঁশে।
সেরেস্তায় গোমস্তার জ্ঞাতিদার মন
গীতোক্ত নিষ্কাম তত্ত্বে সম্প্রতি মগন
অজন্মায় অনাদায়ে। পীত শর্ষেক্ষেত
পড়ুয়ার নেত্রে জাগে, জ্ঞানাঞ্জন বেত
পণ্ডিতের পাঠশালায়। পুকুরের ঘাটে
ছিপ হাতে বেকারের ভ্রষ্টদিন কাটে।

১৩৫০

তেবশ' পঞ্চাশ
এল বিশ্বত্রাস
গড়াতে গড়াতে ষ্টীম্‌-রোলারের মতো
ভেঙে চুরে রাজ্য শত শত
মহাযুদ্ধ,
হতভম্ব খৃষ্ট বুদ্ধ
লোভ হিংসা দম্ভের শিখায়
বাইবেল কোরাণ গীতা মজ্ঝিমনিকায়।

অন্ন ?
এ সমাজ মহারণ্য।
বাজার ভাণ্ডারে বহুব্রীহি
শীতের কাঁপনে হিঃ হিঃ
বিবস্ত্র জনতা—,
অন্নরিক্ত ক্ষিপ্ত তিক্ত
ক্লীব বিষন্নতা
অভাবে অব্যয়ীভাব
নির্গুণ স্বভাব !

সম্রাট ?
কল্মাষপাদ
মূর্তিমান স্বার্থান্ধ প্রমাদ,
শ্রেষ্ঠীকরপুত্তলিকা
সাম্রাজ্যের শিখা !
লোভানল
ধূর্ত মন্ত্রীদল
বনচারী প্রজার ভক্ষক
রাক্ষসাত্মা ক্ষপণক
উগ্র অহঙ্কার
স্বরাজ্যের সীমান্ত বিস্তার।

সুখ ?
ক্ষয়িত কঙ্কালে খিন্ন জীবন বিমুখ।
কষ্টজাতি মহাজাতি অসাম্যে কাঙাল
যমেব জাঙাল—
ছন্নছাড়া বৈতবণী বুকে
সেব ধূলায ধুঁকে ধুঁকে
প্রবঞ্চিত নবগোষ্ঠী চলে,
ক্তাক্ত অনলে
পোড়ে মুখ, ভাঙে বুক
মীন মূক হাজাব হাজাব
াইনা উদ্দেশ খুঁজে এ পোড়া-মনটাব
অগত্যা সমাপ্তি আনে ব্যর্থ-শিঙা ফুঁকে !

র্ম ?
কুক্কুবেব ছদ্মবেশ চাহেনাকো মর্ম।
র্ববেব আদিপ্রেত অলীক ঈশ্ববে
মন্দিব মসজিদ গির্জা ঘরে
বাজ্যজীবী ভক্তিভবে, পূজা কবে,
পালিত পশুব মতো পোষে পুবোহিত
সতর্ক আবামে শোনে স্বর্গীয সঙ্গীত।
বক্ষকেব ভক্ষকেব-মহিমা অপাব
পবব্রহ্ম সাবাৎসাব,
অসাব সংসাব ?

স্বার্থ ?
বণিকেব পবমার্থ !
স্ফীতোদব উচ্চাশাব লোভেব উত্তাপ
অদ্ভুত প্রভাব
অন্ধ নবে মত্ত কবে।
নবমুণ্ডে খেলে ক্রূব বীভৎস গেণ্ডুয়া
বাণিজ্যেব ঐশ্বর্যেব রাজসিক জুয়া
দুশ্চবিত্র ধনপতি
জৈবপ্রাণ বক্তস্রোতে ভাসায় দুর্মতি

কৌটীল্যশাস্ত্রের বৃহস্পতি
সজ্ঞানে অবুঝ
স্ফীত গ'ড়ে তোলে হিরণ্য-গম্বুজ।

প্রেম ?
স্বামীত্বের নিকষিত হেম !
স্ফীতবক্ষ নায়িকার বর্তুল যৌবন,
কামনার সিংহদ্বার মত্ত মধুবন
বিগত লজ্জার
অভ্যস্ত মিলনরাত্রি সহস্রশয্যার,
ধর্মপত্নী ধর্মপতি বল্লভী বল্লভ
পীতচক্ষু প্রেমের পল্লব,
দুঃশীল দানোয় পাওয়া শব
অপত্য বৈভব !

শান্তি ?
জীবন-বীমার ক্লান্তি।
রুক্ষলোভ দুঃখক্ষোভ ম'লে দান-সাগর
জোটেনাকো জ্যান্তে ভাতকাপড়,
মধ্যবিত্ত প্রিমিয়াম্
কাঁচামিঠে আম
ন-দেবায়, ন-ধম্মায়
ফেলে আসা ভূসম্পত্তি জাপানী বর্মায়।
আগামী বংশের যুদ্ধ দেওয়ানী মামলায়,
গীতায় মালায়
চৌর্যলব্ধ সম্পত্তির সঙ্কীর্ণ নালায়
আমরণলুব্ধআয়ু অনিচ্ছার আঁধারে পালায় !

তৃপ্তি ?
আঁধারে আলেয়াদীপ্তি।
ভ্রষ্টরাত্রি ভ্রষ্টদিন বুনোহাঁস চরে
জঙ্গমে স্থাবরে·········

“হায়রে কবে কেটে গেছে !”

সে কোন্ জ্যোৎস্না, সে কোন্ চাঁদ ?
বিরহ সেদিন শিরাতে স্নায়ুতে তুল্‌তো কি কোনো আর্তনাদ ?
মিলনে অথবা বিচ্ছেদে ?
ছিল কি সেদিন ছলনা চাতুরী নায়ক কিম্বা নায়িকার
অথবা সেদিন উঠতো কি ধ্বনি বেতারেতে শুক সারিকার
কিম্বা নূপুর বাজতো কি পায়ে বিরহিনী অভিসারিকার
প্রাণের না-হোক, কামের অলীক নির্বেদে ?
ছিল কি রাগিণী, ছিল কি গান ?
উঠতো কি কেপে ঝড়ের রাত্রে ক্ষুব্ধ ব্যথিত কবির প্রাণ ?
সরমে কিম্বা তিক্ততায় ?
ছিল কি সেদিন ধ্রুপদ খেয়ালে জটীল ভাষ্য আভিধানিক
অথবা সুরের সুষকেন্দ্রে জ্বলতো কি দামী মণিমাণিক
কিম্বা শব্দ ছিল কি স্তব্ধ অবাকব্রহ্ম আনুমানিক
সুরের না হোক, অ-সুরের মহাবিক্ততায় ?

ছিল কি পুণ্য, ছিল কি পাপ ?
দু'টি শরীরের অবৈধ সুখে দায়ীত্ব আর মনস্তাপ ?
চপল কিম্বা চপলার ?
হ ত কি সেদিন সাঁতারে পেরুনো চঞ্চল প্রেম পারাবার
অথবা ছিল কি একরোখা জিদ্ পরস্পরকে হারাবার
ছিল কি চেষ্টা প্রেমের তেষ্টা উৎকট ব্যাধি সারাবার
চপল চপলা না হোক, বলী ও অবলার ?
ছিল কি জ্যোৎস্না, ছিল কি চাদ ?
দু'টি ঠোঁটে আর দু'টি মনে কোনো ছিল কি স্বাদ ?
মানব কিম্বা মানবীর ?
হ ত কি সেদিন সমুদ্র-স্নান নিদেন পক্ষে পুকুরের
অথবা সেদিন ডাক্‌তো কি ঘুঘু স্তব্ধতা ভেঙে দুপুরের
কিম্বা আত্মপ্রেমে উদাসীন ছায়াছবি মায়া মুকুরের
মানব না-হোক, দানব কিম্বা দানবীর ?

———

বাস্তবিকা

তবু হাসি তবু লিখি তবু গান গাই
স্থির হ'তে পারেনাকো কোনো ভাবনাই
অস্থির চঞ্চল!
অধুনা বিপদ নেই তবু চিন্তা-কূপে
অজানা বিপদ সৃষ্টি করি চুপেচুপে,
নানা অমঙ্গল।

সদবে দিয়েছে নাকি জাপানীরা হানা
সমস্ত শহর ভয়ে হ'ল রাতকানা
সজাগ প্রহরী,
এতকাল ছিল যারা নিশ্চিন্ত আরামে
মাঘ-রজনীতে তা'রা দুশ্চিন্তায় ঘামে
সন্ত্রস্ত নগরী।
মনের পর্দায় কাঁপে দ্রুত ভবিষ্যত
বিদ্যুৎগতিতে চলে লক্ষ লক্ষ রথ
নানা আদর্শের,
শত শত মতবাদ শূন্যে খাবি খায
উচ্ছ্বাসের ঢেউ ভাঙে রূঢ় মৃত্তিকায
কাব্য-সমুদ্রের।
তবু মনে আশা জাগে স্বর্ণপক্ষ দিন
অনাগত সমাজের আকাশে উড্ডীন
স্বপ্ন-বিহঙ্গম্,
ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা জানি অসম্ভব
স্বপ্ন দেখে হতভাগ্য স্বদেশের শব
নির্বোধ অক্ষম!
মুক্ত গণ-দেবতার পদশব্দ শুনি
প্রতীক্ষায় অগ্নিময় দণ্ড পল গুণি
কালরাত্রি জেগে।
পূর্বাচলে স্বর্ণদীপ্তি, পশ্চাতে আঁধার
মহাপ্রাণী তবু জাগে, তুচ্ছ কারাগার,
অধীর উদ্বেগে।

কাজ করি খেতে হ'বে সমস্যা প্রধান
সান্ত্বনায় রচি কাব্য, গাই ব'সে গান
মনকে ঠকাই।
প্রেম নয় নামান্তরে কামচর্চা করি
অতৃপ্তির তৃষা-ঘুমে স্বপ্ন দেখি পরী
দেহকে বকাই।

ইদানীং খুঁজে ফিরি নিরাপদ ভূমি
কিছু চাল কিছু ডাল আমি আর তুমি
রবো নিরালায়।
জানিনা সে কোথা যাবো অজানার কূলে
শুধুতো দু'জন নই আছে ছেলেপুলে
বড় কম আয়!
দেশ নেই শহরেই চির বসবাস
জেবটানা ধারদেনা আছে বারোমাস
জটীল সংসার,
তারি মাঝে আছে প্রেম মান অভিমান
আছে কিছু পড়াশুনা আছে কিছু গান
দুরাশা অপার!

মহাসামরিক

মহাসামরিক যুগ-সঙ্কটে
ব্যথিত বিশ্ব-প্রলয়ের পটে
আজো রচি গান রক্তিম প্রাণছন্দে।
নব-চেতনার বক্ষ-শোণিতে
মর্মকোষের পদ্মমণিতে
দীপ জেলে রাখি হৃদয়ের নিরানন্দে॥

মৃত-সৈন্যের হাড়ের পাহাড
গুরু গম্ভীর স্তব্ধ অসাড়
আসন্ন কোন্ অগ্নিগিরির সূচনা ?
হিম-করোটির শৈলচূড়ায়
অনাগত কাল পতাকা উড়ায়
বৃথা আক্ষেপ ক্রন্দন অনুশোচনা ॥

বৃথা পলায়নী রক্ষা-কবচ
দুর্গে প্রাসাদে তপ্ত মগজ
কাল-রজনীতে কুটিল চিন্তামগ্ন ।
মহারুদ্রের জটা যায় খুলি'
আকাশে ঘনায় রক্ত-গোধূলি
বক্ষণশীল দক্ষেব শেষ লগ্ন ॥

প্রবাল বর্ণ মঙ্গলগ্রহ
শাণিত খড়্গে ক্রূর নিগ্রহ
মহাপৃথিবীব হানিছে শ্যামল অঙ্গে ।
শ্রম-জর্জব অযুত সৈন্য
সহিছে বিপুল দুঃখ দৈন্য
ব্যথিত আর্ত কোটি মানুষেব সঙ্গে ॥

বাজে মৃদঙ্গ বাজে ঢাকঢোল
স্বার্থসন্ধ হীন কলরোল
বেতারে বেতাবে প্রচাবের হীন চাতুরী,
স্বর-তরঙ্গে ব্যোম-পারাবাব
কাঁপে বিদ্রোহী অতনু ঈথার
মহা ক্রন্দসী হারায় ছন্দোমাধুরী ॥

মারী মৃত্যুর বাষ্প গরলে
পিশাচী আলেয়া দপ্ দপ্ জ্বলে
চিতাগ্নিলোকে রুধিরবর্ণ মহাকাশ,

জ্বালায়ে শোষিত কোটিপ্রাণশিখা
ছিন্নমস্তা দেশ-মাতৃকা
তামসী নিশায় বচে অদৃশ্য ইতিহাস॥

শিথিল-ঐক্য শবাধাব ঘিবে
প্রগতি-সতীব সীমন্ত চিবে
ঝলকে ঝলকে বক্ত-সিঁদুব ঝবিছে।
অতি সঞ্চয়ী লুব্ধ অবোধ
আতঙ্কে কবে নিঃশ্বাসবোধ
একচোখো কোন্ ইষ্টদেবতা স্মবিছে॥

শূন্যে কবাল উল্কা-সাবথি
কোথা বিপ্লব বিদ্যুৎ গতি
বজ্রবাহন আগ্নেয় ধ্বজা উড়াবে।
স্বাপ্নিক গজদন্ত-মিনাব
উৎপীড়কেব ক্রূব কাবাগাব
ঐক্যেব অব্যর্থ আঘাতে গুঁড়াবে॥

গণ চেতনাব বিপুল গঙ্গা
জোয়াবে ভাঁটায় অলস সংজ্ঞা
মন্থব গতি মুক্তি-সাগবগামিনী।
ত্রিকালদর্শী ভাবতবর্ষ
দুর্জ্ঞেয় কোন্ ধ্যান-বিমর্ষ
আপোচন্দ্রেব আলোয় পাণ্ডু যামিনী॥

কোন্ প্রাণবিক সত্তাব বেগে
ঘনবিদ্যুৎ সাম্যেব মেঘে
নতুন কালেব উজ্জ্বল আলো জ্বালাবে।
দেখিনি সে আলো, কোথা কতদূব ?
বিশ্বাসী মন বেদনা-বিধুব
জানি সে আলোয় বাতেব প্রেতিনী পালাবে॥

—

আমায় তোমার কবি করো

শিল্পী—বিনোদ মুখোপাধ্যায়

আমায় তোমার কবি করো

কবিতা পরমশিল্প, জীবনের শিখা,
অতিস্নিগ্ধ প্রজ্ঞার দেউলে
প্রেমই ঈশ্বর।
দুর্লভ মানবজন্ম হিরণ্ময় দীপ
এ সুন্দরী পৃথিবীতে।

হে বাঙ্ময় সৌন্দর্য-দেবতা,
অতিলঘু রেখাঙ্কিত
অনবদ্য রূপায়িত
অতিস্নিগ্ধ তুমি
ভোরের শিশির।
বিরহিনী কুমারীর নীরবিত অশ্রুফুলদলে
অতীন্দ্রিয় সুরভি সঞ্চার
অলিপ্ত প্রশান্তি তুমি বিশ্ব-কামনার।
প্রাণরশ্মি আলিম্পনে
উদ্বোধনে উজ্জীবনে
তন্ময় গম্ভীর শান্ত উচ্ছল চঞ্চল
জীবন্ময় জ্যোতির অঞ্চল!

বহুজনমানসের অবরুদ্ধ ঐক্যের স্পন্দনে
অব্যক্ত মাধুরীস্রষ্টা মৃত্যুজয়ী মর্ত্যের অঙ্গনে
অতৃপ্তির দৈবীমায়া তুমি সনাতন
তুচ্ছ করো দেশ-কাল-পাত্রের বন্ধন।

হে কবিতা দ্বাদশাত্মা জীবন্ত সুন্দর,
অমৃত নির্ঝর!
হে অদ্বৈত রূপসিন্ধু লাবণ্য-কল্লোল
মধুর্বায়ু মধুরাত্মা হে মধু হিল্লোল,
আমায় তোমার কবি করো,
কবি করো জন্মজন্মান্তর।
মুখর নদীর জলে গাছের ছায়ায়
পতঙ্গের চিত্রিত পাখায়
চাঁদের বাকায়,
সরল উদার মুগ্ধ প্রেমিকের চোখে
রোমাঞ্চিত চেয়ে-থাকা প্রাণের আলোকে,
স্থূলে সূক্ষ্মে সুরে সুরে বুদ্বুদে বিদ্যুতে
ছন্দে ছন্দে প্রাণস্পন্দে
আমায় তোমার কবি করো।

উদ্বেলিত অসংযত অতলান্ত সমুদ্রের মতো
হে জীবন উত্তেজিত।
দুর্দম কালের ঘেরে
আসে পাশে ফেরে—
মেরুদণ্ডী ভগ্নদূত কর্কশ চীৎকারে,
মৃৎমলিন পৃথিবীতে রক্তনদী বয়
দিকে দিকে অট্টহাসে স্কন্ধকাটা ভয়
অসাম্যের পৈশাচিক বীভৎস উল্লাসে।
ভীরুতার ক্লীব দীর্ঘশ্বাসে
ছিন্নকণ্ঠ ভারতীর শোণিতাক্ত স্বপর্ণ মরাল
হেয়তম আত্মঘাত বাসনা করাল,
ক্রোধে দুঃখে উচ্ছ্বাসে উত্তাপে
বিষণ্ণ করেছে এ যৌবন,
অলস বলিষ্ঠ বাহু, বহ্নিবিক্ত মন!
হে দুর্জয়,
রেখোনা সংশয়,
আমার মৃত্যুকে আমি করিনাকো ভয়।

দৈনন্দিন মৃত্যু দেখে দেখে
প্রলয় সহজ হ'য়ে এল ;
দুঃসময়ে শ্রেষ্ঠবর প্রার্থনা কেবল
প্রতিভামণ্ডিত-বীর্যে জাগুক পৌরুষ মহাবল।

হে কবিতা, হে সুন্দর,
প্রলয় যে অতি-পরিচিত
অন্ধমনা দস্যুর মতন
ইতিহাসে করে গেছে বাহু আস্ফালন,
বার বার
শুনেছি হুঙ্কার
অতিকায় অসহায় মূঢ় শ্বাপদের
আরণ্যের রাজন্যের
বজ্রবাহু পর্জন্যের
নাটকীয় ভীম সিংহনাদ,
শুনেছি ডম্বরু ধ্বনি ধ্বংসরূপী ক্রূর ভৈরবের !

আজো শুনি এসেছে সে দ্বারে
ভেঙেছে অনেক রাজ্য লণ্ড ভণ্ড করেছে বসতি,
কবি শিল্পী ভাস্কর স্থপতি
অকাতরে দিয়ে গেছে প্রাণবিসর্জন।
আজো সে ভীষণ
দিগ্বিদিকে দেয় হানা
শোনেনাকো মানা
আহা কী করুণ !
দীন হীন ক্লান্ত শ্রান্ত ধূলি ধূসরিত
হেলায় করেছে চূর্ণ মানবকঙ্কাল—
ছিন্ন ক'রে এসেছে সে সুখস্বপ্নজাল ;
তবু তা'রা গণ্য নয়
নিতান্তই যন্ত্রের মতন
রাজ্যলোভী বর্বরের আজ্ঞাবাহী ঘৃণ্য পশুপাল
মর্ত্যের জঞ্জাল।

হে কবিতা হে সুন্দর
কোরোনা সংশয়
মৃত্যুকে করি না ভয়,
ধ্বংস ? সেতো অনিবার্য সৃষ্টির বোধন !
হে সত্য হে নিরঞ্জন
আমায় তোমাব কবি কবো
কবি করো যুগ-যুগান্তর !
বহুজনসুখস্রষ্টা হে সত্য-সারথি
চিবন্তনী তোমার আরতি
প্রাণে প্রাণে, গানে গানে,
নিরঞ্জন নিস্পৃহের ধ্যানে।
হে কবিতা, দ্বাদশাত্মা সৃষ্টির সম্বল
ওগো স্বাতীনক্ষত্রেব জল
অনাদিব মহাকাব্য সবিতৃ-মণ্ডল !
হে প্রশান্ত অনুভূতি,
বিস্ময়েব মহাকাশে আদিম আকুতি
আমায় তোমার কবি কবো !

জীবনেব পরম প্রকাশে
জ্বালো জ্বালো প্রজ্ঞার আকাশে
সংহতির মণিপদ্মশিখা ,
মরীচিকা, মরীচিকা !
অসাম্যের দুঃখশোক মিথ্যা মরীচিকা।
মুক্ত-বুদ্ধ তুমি শুধু সার
অদ্বৈত আমার,
আমার আমার সারা জীবনে মরণে
স্মরণে ও বিস্মরণে
জ্বালো জ্বালো জ্বালো
কোটি কোটি ছন্দদীপশিখা।
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ জীবনের মহাবৃক্ষশাখে
নীড়মুক্ত কোটিপ্রাণ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে,

উড়ুক সোনার পাখা মেলি,'
সহজ সুন্দব বেগে
দীর্ঘায়ুব নীহারিকা মেঘে।
সপ্তাশ্বেব প্রেমরশ্মি বহুবর্ণময়
অব্যয় অক্ষয়
ঝরে ঝবে ঝবে
রজত নির্ঝর ধাবা অনন্ত অক্ষবে
মধুছন্দা মধুক্ষবা মধুময অমৃত জীবন—
দীর্ঘায়ুব অগাধ প্লাবন,
হিবণ্ময জ্যোতির্লেখা
অনবদ্য কল্পনাব রেখা
জাগুক অর্বুদ প্রাণে
গানে গানে নিত্যনিবঞ্জন।

কল্পনাব শৈলশৃঙ্গে উত্তুঙ্গ উদাব
অকথিত হৃদয়েব কাঞ্চন তুষাব
ঝবে ঝবে ঝবে
ব্যথা লাগে, গান জাগে, স্বপ্নের মর্মরে,
জাগে জাগে জাগে
নবছন্দ, নবরূপ, নব প্রতিচ্ছায়া,
জাগে প্রেম জাগে মৃত্যু অপরূপ মায়া
কল্পনাব গুহামুক্ত কল্লোলে নির্ঝবে—
আনন্দ বেদনাবসে জীবনাশ্রু ঝবে।
অমৃত নির্ঝবধাবা জাগো নিবঞ্জন
সৌবচক্রে অনন্ত ধাবন
সার্থক সুন্দব করো
ভাস্বব লেখনী ধরো
অজেয় আত্মার পটে বাঙ্ময় সুন্দব—
হে কবিতা, হে ঈশ্বর,—
আমায় তোমার কবি করো
কবি কবো জন্ম-জন্মান্তর!

অস্তাচলে

সেদিন সায়াহ্নকালে উঠেছিল মেঘ
বাতাসের নাহি ছিল বেগ,
অস্তরাগে সুরঞ্জিত নিবাত ঝটিকা
স্তিমিত গম্ভীর নভে রুদ্ররূপশিখা
রৌদ্রবর্ণে দীপ্যমান অস্তাচল জুড়ে
স্বর্ণমেঘচূড়ে।

সেদিন আকাশ জুড়ে বর্ণের প্লাবন
রূপোন্মত্ত সূর্যের গাহন!
দিগন্তে বিমগ্ন লক্ষ প্রবালের দ্বীপ;
বিচ্ছুরি' কণকবাষ্প স্তম্ভিত প্রদীপ
পাটলবেগুনীপাংশুপীতরক্ত রেখা
রবিরশ্মি লেখা,
মেঘারণ্যে করেছিল খাণ্ডব-দাহন
কী উন্মত্ত অগ্নিময় সূর্যের গাহন!

সেদিন সমুদ্র গিরি অরণ্য আকাশ
মেরু মরু মহানদে ঐকিক উচ্ছ্বাস
আবর্তিত তরঙ্গিত প্রলয়ের জলে
ভীতিপ্রদ শান্ত অস্তাচলে।
সেদিনের অস্তসিন্ধুতীরে
অত্যাশ্চর্য বর্ণের গভীরে
অব্যক্ত বিশাল স্তব্ধ দগ্ধ মহাবনে
বৈশ্বানরী খাণ্ডব দাহনে
প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসংখ্য শ্বাপদ
মরেছিল অসহায় ভগ্ন চতুষ্পদ
নিঃশব্দ বিলাপে,
রক্তাক্ত অনলশিখা থর থর কাঁপে।

নিমেষে নিমেষে
বহ্নিপঙ্কে নিমজ্জিত পথহীন দেশে
রক্তসিংহ শ্বেতদ্বীপী পীতাভ শার্দূল
ধূসর বৃষভ, ক্রূর বন্যপশুকুল।

সেদিন নিস্তব্ধ নভে প্রলয় কম্পন
মহারুদ্র-মন্দিরের রক্ত-আলিম্পন
নিঃশব্দে আঁকিয়াছিল আগ্নেয় নখরে
হুঙ্কারিয়া মৌন ক্রুদ্ধস্বরে।
অযুত কাঞ্চনজঙ্ঘা পড়ে ধ্বসি' ধ্বসি'
অগ্নিগিরি উদ্বেলিত শিলা পড়ে খসি'
দীর্ণবক্ষ মেঘাদ্রির ধাতবরবন্যায়
সূর্য ডুবে যায়,
আতঙ্ক ধূমল পাণ্ডু ম্লান গোধূলিতে
দীপক সঙ্গীতে।

সেদিন আকাশে যেন অমিত্র অক্ষরে
অবাঙ্ময় ব্যঞ্জনে ও স্বরে
প্রকৃতি রচিয়াছিল বিপ্লবের গীতা
নাটকীয় পর্যাবের সারাহ্ন-সংহিতা
নিমেষের মহাকাব্য স্বপ্নাতীত ছবি
সেদিন অবাক হয়ে কবি
কত প্রশ্ন লিখেছিল আরক্ত সন্ধ্যায়
আকাশের অগ্নিবর্ণ পটভূমিকায়।

আকাশ

আকাশ তোমায় দেখি নাই বহুদিন
ছিলাম কেবল মোহতন্দ্রায় লীন,
নগরের কোণে আবর্জনার স্তূপে
এতকাল ছিনু বন্দী আঁধার কূপে
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছি চুপে চুপে
গুমরি কাঁদিত গোপনে হৃদয়বীন,
হে আকাশ তুমি দেখা দিলে একি রূপে?
একি আনন্দ দিলে মোরে সীমাহীন?

তোমারে দেখিনু সাগরের উপকূলে
দূষিত বাতাস পশ্চাতে এনু ভুলে,
দেখালে এ কোন্ মহামিলনের মায়া
অসীমা সিন্ধু তোমার প্রেয়সী জায়া
তাই তা'র বুকে তোমারি বরণ ছায়া
অর্পিছে মালা শুভ্রফেনার ফুলে,
নীল-নীলিমায় একি সুবিপুল মায়া
দেখালে আমায় জীবনের উপকূলে।

সীমায় অসীমে চিরদিবসের সুর
মিলনের মাঝে সৃজনের অঙ্কুর
রোপিলে সে কোন্ ঘন তমিস্ররাতে
বাহুবেষ্টনে নিদহারা আঁখিপাতে
পৃথিবী ও মহাসিন্ধুরে একসাথে
বিবাহ করিলে চুপি সাড়ে হে সুদূর,—
তোমার গভীর মিলন-মত্ততাতে
জন্মিল কোটি সন্তান সুরাসুর।

তোমার বক্ষে মুক্তির প্রলোভন
দূর হ'তে হেরি' ভাবি ব'সে সারাখন
মানুষের বুকে এত যে নিবিড় ব্যথা
অঙ্কুরে তৃণে মুকুলে যে ব্যাকুলতা
উৎসে নদীর এত যে চঞ্চলতা
সে কি শুধু ঐ একেরই দুঃস্বপন?
হে আকাশ তাই কে দিবে গো পূর্ণতা,
বাঁধন কিম্বা মুক্তির প্রলোভন?

মণিপদ্ম

সোনার প্রদীপ জ্বলে মনোময় সোনার দেউলে.
শীতাভ রক্তিম আলো জাগায় কি অচিন্ত্য-প্রেরণা —
মন্ত্রমুগ্ধ নির্বাণের মণিপদ্মফুলে ?
চেতনায় মুক্ত আজ রোমাঞ্চিত বৌদ্ধ-অন্ধকার
লুপ্ত আজ তৃপ্তাদের শৈবিক-জীবন,
সন্ন্যাস চাহেনা তাই বীতশ্রদ্ধ সংসারের পরাজিত মন।
হে নির্বাণ-পারাবার,
জরাজয়ী মহাবুদ্ধ তবু তুমি লহ নমস্কার,
ত্রি-ব্যাধির মহাবৈদ্য দ্বিসহস্রবর্ষাধিক আগে
তোমার অমেয় অনুরাগে
মণিপদ্ম ফুটেছিল এসিয়ার ধ্যানের আকাশে
ত্যাগদীপ্ত কিংশুক উচ্ছ্বাসে ,
আজ তুমি ধর্মান্ধের প্রতীকী পাষাণ
স্বর্ণঘণ্টা নিনাদিত দেউলের স্তব্ধ ভগবান !

কূলপ্লাবী প্রগতির মহানদীতটে
যে বর্ণবিপ্লব দেখি কোটি কোটি রেখাঙ্কিত মহাকালপটে,
সে গম্ভীর চিত্রপটে শত শত মনুষ্য-ভাস্কর
নিষ্কৃতির নির্বাণের একটি আঁচড়—
একটি রঙের রেখা, ক্ষণদীপ্ত একটিও স্মৃতি
পারেনি ফোটাতে আজো কোনো কবি কোনো শিল্পী কোনো দিন।
জানি জানি হে ধ্যানী গৌতম !

সোনার প্রদীপ জ্বলে তবু আজো মনোময় সোনার দেউলে
সুরভিত রূপাতীত মণিপদ্মফুলে
অনারম্ভ অশেষ আত্মার
যুগ যুগ প্রসারিত অতন্দ্রিত কত ভাবনার
কত বর্ণগন্ধময় উন্মেষ বিস্তার !

স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের অদম্য আবেগে
কামকম্প্র সৃষ্টিমেঘে রোমাঞ্চিত প্রতি পরমাণু
সৃজন উৎসবে মত্ত শত শত আদিত্যমণ্ডল
রোমাঞ্চিত চঞ্চল বিহ্বল !
একটি সূর্যের কাছে তবু আজো তুচ্ছ নয় ভীরু সূর্যমুখী
অসীম শূন্যের কাছে তবু আজো তুচ্ছ নয়
প্রেমিকের ভাবনার একটি আকাশ,
একটি সবুজ গুল্মে মহারণ্য সুষুপ্তি মগন।

সোনার প্রদীপ জ্বলে
আদিম তারার দ্যুতি প্রাঞ্জল-শিখায়
প্রেমে দুঃখে উৎসবে বিষাদে
জয়োল্লাসে হাহাকারে চিরমুক্ত অজেয় আত্মার !
অর্বুদ সংসার জানি গেছে রসাতলে
সোনার প্রদীপে তবু জীবনের মহাকাব্য, জীবনের মণিপদ্মজ্বলে !

স্বর্ণমীন

শ্যাম গম্ভীর ক্ষুব্ধ অধীর নীলাম্বুরাশি তলে
নিভৃত স্তব্ধ হৃদয়ের দীপ জ্বলে !
কে তুমি একক স্বর্ণমীন
অগাধ অতলে তন্দ্রাহীন
আকাশী আলোয় নীলাভ্র উচ্ছ্বাসে ?
মৃদু প্রলয়ের গতি-তরঙ্গে ফেন বুদ্বুদ ভাসে
কলমন্দ্রিত মুখরিত চির রাত্রিদিন,
চন্দ্রবর্ণ স্বপ্নলোকে—হে আমার প্রেম স্বর্ণমীন
অকথিত কত সজল বাসনা
সায়রের নীল গভীর অতল জলে
রত্নাকরের লাল-অরণ্যে
প্রবালের শাখে রত্ন-প্রদীপ জ্বলে।

সে কোন্ রত্ন স্বর্ণমীন
শ্যামবহ্নিতে রাত্রিদিন
জ্বলে দীপ জ্বলে সহস্রাংশখা
অযুত বিরহ রজনীর নীলমায়া,
গ'লে গ'লে যায় সজল শিখায়
আলেয়ার মতো শুভ্রপ্রেমের কায়া।
তাই কি অতল নীলাম্বুতলে
লাল-অরণ্য নীল-দাবানলে
জ্বলন্ত শ্যাম বারুণী-তীর্থ সন্তরি' করো প্রদক্ষিণ
অজানা মৎস্যকন্যার প্রেমে চির চঞ্চল স্বর্ণমীন।

মত্ত মাতাল দোলে উত্তাল নীল তরঙ্গ রাশি
মৃদঙ্গবোলে করে হাহাকার ঝোড়ো বাতাসের বাঁশী,
শত শত নীল স্ফুলিঙ্গ জ্বলে
মহাসিন্ধুর নিশীথাঞ্চলে
অর্ধ-মানবী অর্ধ-নাগিনী
মায়াবিনী মেয়ে চকিতে লুকায় পলকে,
হারানো প্রেমের তরঙ্গরাশি
ঢেউ খেলে তা'র রুক্ষ ফেনিল অলকে ॥

ঝলমল করে স্বর্ণ বালুকা বিরহের উপকূলে
স্বপ্ন-বিভল হৃদয়সিন্ধু শুভ্রফেনার ফুলে,
ঊর্ধ্বে আলোর মহাপারাবার
ঘন-বিদ্যুতে শুভ্র-আঁধার,
স্ফুটনোন্মুখ মনোময় প্রাণ
অশ্রু-সজল মেঘলোকে উদাসীন,
বাসনা-মরুর সে নীল-আকাশে
উষর-বেদনা বুদ্বুদ ভাসে,
অগ্নি-ডানায় স্থির-বিহঙ্গ
শত শত তারা নীলাভ শূন্যে লীন;
সে নীল শূন্য আকাশের তলে
সীমাহীন প্রেম-সমুদ্র জলে
বারুণী-তীর্থ প্রবালপুরীর স্বচ্ছ চন্দ্রাতপ,

তারি, তলে তলে গভীর অতলে
লাল-অরণ্য নীলদাবানলে
শুক্তির বুকে দগ্ধ-কামনা করিছে মন্ত্রজপ ॥

চির অতন্দ্র মুক্তিমন্ত্র শুক্তির কারাগারে
আশ্রয় খোঁজে চির-মানসীর বক্ষের মণিহারে,
শীতল স্নিগ্ধ স্বচ্ছধারায়
শামুকে ঝিনুকে মগ্ন তারায়
মৃতচন্দ্রের জমানো টুক্‌রো হাসি,
রক্তিমশ্বেতশঙ্খ বরণ
জীবন্ত শ্বাসরুদ্ধ মরণ
জল-বালিকার জমাট অশ্রু রজত মুক্তারাশি,
জোনাকির মতো জ্বলে লাখে লাখে
নিবিড় প্রবাল-তরু শাখে শাখে
বিচিত্র ফুল পল্লব লতা সজল দীপ্ত রাত্রিদিন।
সে নীল পাথারে দিতেছ সাঁতার
হে আমার প্রেম স্বর্ণমীন।

বৈশাখী

নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
জটিল তব জটার ভার,
দেখেছি নভে ধূর্জটি গো
প্রলয়ভীতি অন্ধকার,
নাগিনী সম রসনা মেলি'
বিজলী আলো করিছে কেলি
গরলরাশি উদ্গারিয়া
গগনে ছাড়ি হুঙ্কার,
দেখেছি ওগো রুদ্ররূপী
জটিল তব জটার ভার ॥

ড্রিমিকি ড্রিমি রুদ্রতালে
শুনেছি গীতি গর্জমান
বাজিছে গুরু ডম্বরুতে
ভীষণ বোলে মৃত্যুগান,
ভাষার বাণী হরিলে তুমি
নাশিয়া মায়া কল্পভূমি
মূর্ছাহত বিশ্বহিয়া
সভয়ে কাঁপে বর্তমান,
ড্রিমিকি ড্রিমি রুদ্রতালে
শুনিয়া গীতি গর্জমান।

আকাশে বহে উদাসী ঝড
যেন সে তব দীর্ঘশ্বাস,
স্বপন মাঝে সহসা কেন
জাগায়ে দিলে মৃত্যুত্রাস?
হিমানী সম শীতল আজি
প্রিয়ার হাতে কুসুম সাজি
ভস্মীভূত হোলো কি বীথি
নামিল মহা সর্বনাশ?
আকাশে বহে উদাসী ঝড
যেন সে তব দীর্ঘশ্বাস।

একি এ মায়া বুঝিতে নারি,
উঠিছে কেন ঝঞ্ঝা [illegible]?
আঁখিতে কেন অশ্রু ঝরে
[illegible] আজি কিসের রোল?
বুকেতে মৃত্যু প্রিয়ারে বাঁধি
ওমরি কেন উঠিছ কাঁদি
প্রলয়সুরে রাগিণী সাধি
গাহিছ কেন মরণ-ডোল্?
মুখেতে শুনি অভয় বাণী
বুকেতে কেন ঝঞ্ঝারোল?

বিদায়-চুমা দিল কি সতী
তোমারে করি বঞ্চিত?
বৈশাখীতে তাই কি জাগে
যে ব্যথা ছিল সঞ্চিত?
গরল পিয়ে অজানা দুখে
সাধনা তব গেল কি চুকে
অকালে প্রেম মরিল বুকে
রক্তে হ'ল রঞ্জিত,
মরণ-চুমা দিল কি সতী
তোমারে করি' বঞ্চিত?

রবি-সূক্ত

হে, সূর্য হে রূপের দেবতা,
জ্যোতির্ময় দেব দিবাকর,
নিত্য নব জন্মের বারতা
প্রত্যূষে শুনাও নিরন্তর,
হৈমরথে দেবকান্তি আহা!
কে দেখেছে অনিন্দ্যসুন্দর ॥
পূর্বাশার হিরণ্য-কপাট
মুক্ত করি সপ্তাশ্বের রথে,
তেজঃপুঞ্জে উদ্ভাসি' ললাট
আনো বহি কোন্ স্বর্গ হ'তে,
জৈবপ্রাণ রুদ্ররশ্মিজালে
চেতনায় সূক্ষ্ম ব্যোমপথে ॥

তুঙ্গশৃঙ্গ উদয়-পর্বতে
মহনীয় তব আবির্ভাব,
রূপৈশ্বর্য ছড়াও জগতে
বিশ্বে তব অলঙ্ঘ্য প্রভাব
বন্দি' তোমা বৈদিক বিস্ময়ে
[illegible] বন্দনায় ॥

দিগ্বালার নগ্নকান্তি দেহে
বিচ্ছুরিছে তব বরাভয়,
প্রাণবন্ত কী বিপুল স্নেহে
অন্বেষিছ সারা বিশ্বময়
অগ্নিরিক্ত নির্জীবের হিয়া
রশ্মিরাগে করিতে দুর্জয় ॥

কভু ধূলি ধূম বাষ্প ভারে
রুদ্ধশ্বাসে কাঁপে চরাচর
কাঁদে বায়ু ক্ষুব্ধ হাহাকারে
সিন্ধুশোষী জ্বলে বৈশ্বানর
কালাগ্নেয় সহস্রলোচনে
জাগে মৃত্যু আরক্ত ভাস্বর ॥
মুক্তগতি বিদ্যুতের মতো
লক্ষকোটি প্রাণ উড়ে যায়
গ্রহের কঙ্কাল ঝঞ্ঝাহত
প'ড়ে থাকে অনন্ত মূর্ছায়,
জানি জানি ওগো প্রলয়েশ,
ভ্রূক্ষেপ করোনা কভু তায় ॥

মৃৎ-মলিন পৃথিবীর বুকে
দ্যুলোকের হে অগ্নি-মরাল,
অঙ্গার করেছ কী কৌতুকে
অরণ্যের বিস্মৃত কঙ্কাল
মহাকাল-কণ্ঠে দোলে তাই
প্রলয়ের জীর্ণ অস্থিমাল ॥
ব্যোম জুড়ে নীহারিকা-মরু
ছায়াপথ উদয়াস্ত নাই,
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ তরু,
গ্রহ-পুষ্প ফুটিছে সদাই
জ্যোতিরুৎস অভীজিতে ঘিরি'
আশ্রিত জগৎ বাঁচে তাই

জীবমাতা ধায় কক্ষপথে
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সুন্দরী
সুরভিত শ্যামাঞ্চল হ'তে
শস্যশীর্ষ শোভিছে মুঞ্জরি',
তব স্নিগ্ধ কিবণ সম্পাতে
মক্ষি-প্রাণ উঠিছে গুঞ্জরি ॥
কঠ[illegible] বালুকণা
শিহবিছে আগ্নেয় শৃঙ্গাবে
হে মবীচি একী উন্মাদনা
বিতবিছ সুবর্ণ-ভৃঙ্গাবে,
যে বলে বলুক মবীচিকা
পুষ্কবের ছায়াছবি তা'বে ॥

জানি জানি ওগো চিত্রভানু
অত্যদ্ভুত তব চিত্রকলা,
জ্যোতির্দীপ্ত প্রতি পবমাণু
প্রকৃতিবে কবেছে চঞ্চলা
তাইতো সে অসীমেব বুকে
বিচিত্রিতা মদিব অঞ্চলা ॥
অব্যাহত বিতঙ্গ-কিবণ
শূন্যে মেলি হিবণ্ময় পাখা
মহাদ্যুতি কবে বিকিবণ
বিরাটেব আদি অঙ্গরাখা
পৃথিবীর ছন্দ উঠে জাগি
চন্দ্রমায় জাগে স্নিগ্ধ রাকা ॥

অর্ধবৃত্ত নভঃ-তেপান্তরে
বহুবর্ণ পক্ষীরাজ তব,
ঘননীল প্রাচী-দিগন্তরে
প্রতিবিম্ব ফেলে নিত্য নব,
ভর্গদেব সবিতৃ-মণ্ডলে
ধ্যানভঙ্গে জাগে অভিনব ॥

প্রাবৃটের জলদচ্ছিটা
  সুগম্ভীর গগনে গগনে
উজলিয়া পাংশুঘনঘটা
  জ্বলে তব বিরহ লগনে,
কারে স্মরি' কহ বিরোচন?
  স্তিমিত বেদনা জাগে মনে ॥

সৌর-সরে মহাপদ্ম তুমি
  কোথা তব অদৃশ্য মৃণাল?
বহ্নি-ভৃঙ্গ তব রেণু চুমি'
  মধুমত্ত অনাদ্যন্ত কাল,
প্রদীপ্ত বিশাল মর্মকোষে
  পুঞ্জীভূত কী রহস্য জাল ॥
    মেঘবর্ণ সন্ধ্যার আকাশে
      রক্তশয্যা করি' বিরচণ
    দ্রবীভূত সোনালি উচ্ছ্বাসে
      বিদায়ের প্রিয় সম্ভাষণ
    নৈঃশব্দ্যের শান্ত সুরে গাহি'
      কোন্ কূলে করো নিষ্ক্রমণ?

কদম্বের সুরভি কেশরে
  সন্ধ্যালোকে কাঁপে স্বর্ণছায়া,
বনপথে গন্ধরেণু ঝরে
  মনে হয় একী স্বপ্নমায়া!
দূরশ্রুত সঙ্গীতে তোমার
  রিক্তমনে কাঁদে পৃথ্বীজায়া ॥
    মৃদুমন্দ বহে সমীরণ.
      প্রদোষের স্নিগ্ধ লগনে
    মুগ্ধ করি' সজল নয়ন
      কত কথা ভাষে আনমনে,
    কিশলয়ে কাঁপে রশ্মিরেখা
      বিদায়-বিধুর আলিঙ্গনে ॥

রজনীর উড়ে মুক্তবেণী
হে তপন তোমারি বিরহে,
নিশাচর রাজহংসশ্রেণী
তোমারি প্রেমের লিপি বহে,
আকাশের অরুন্ধতী তারা
কানে কানে কত কথা কহে ॥
মর্মরিত দেবদারুবনে
স্বপনের ঢেউ খেলে যায়
চন্দ্রিকার রজত প্লাবনে
ধরণীর অঙ্গ শিহরায়,
কাব্যময়ী কাঁদে মহাশ্বেতা
মৃগাঙ্কের মলিন জ্যোৎস্নায় ॥

শর্বরীর চারু চন্দ্রলেখা
হেমন্তের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে
রচিয়াছ রূপাঞ্জনরেখা
ভাবময় ভাষাহীন শ্লোকে,
কবি তুমি বিরহী সম্রাট
ছদ্মবেশী আগ্নেয় নির্মোকে ॥
জাগে তব রোমাঞ্চ কম্পন
পল্লবিত অশ্বত্থের ডালে,
সপ্তবর্ণ জাগে আলিম্পন
ইন্দ্রধনু দিগন্তের ভালে
বৈশাখী সন্ধ্যাব সমারোহে
মত্তশিখী নাচে তালে তালে ॥

আঁধারে নীলাভ ছায়াময়ী
কল্লোলিনী কুলু কুলু গানে
হে সুন্দর, হে ভুবনজয়ী,
তোলে সুর ক্ষুব্ধ অভিমানে
তোমারি বিরহ-গীতি সে যে
ঝঙ্কারিছে নিখিলের প্রাণে ॥

জোনাকির ক্ষীণ পক্ষশিখা
বেদনার নৈশ অন্ধকারে
লতাগুল্মে জ্বালে দীপালিকা
তব স্মৃতি অর্ঘ উপচারে
দেখিতে কি পাও বিবস্বান
গহন অন্তর সিন্ধুপারে ?

তব প্রেমে ভক্ত উপাসিকা
তমস্বিনী নিভৃত শয়নে
উদয়ের স্বপন গীতিকা
গাহে নিত্য ব্যথিত নয়নে
তুন্দ্রায় অতন্দ্র দীপ জ্বালি'
মেরুবালা কাঁদে বিক্তমনে ॥
সুমেরুর স্বর্ণচূড়া বাহি'
মহাযাত্রী হে চির অর্হৎ,
রোদসীর মর্মগান গাহি'
অগণিত অঙ্কুর-জগৎ
অলৌকিক জ্যোতির স্পন্দনে
বিকীর্ণ করেছ কক্ষপথ ॥

চেতনার মহাসিন্ধুনীরে
হংসাসনে হে বরেণ্য কবি,
প্রাণপুষ্প রক্তকরবীরে
রশ্মিরাগে করো মূর্ত ছবি
ধূলি ধূম বাষ্প উড়ে যাক্
ভস্ম হোক হিংস্র মহাটবী।
নিখিলের মর্মমেরুলোকে
হে সূর্য, হে দেব দিবাকর,
জীবনের অতন্দ্র আলোকে
জ্বালো দীপ অনন্ত ভাস্বর,
বন্দি' তোমা' বৈদিক বিস্ময়ে
নমো নমো অনিন্দ্য সুন্দর ॥

মেরুর আলো

মেরুতে কাচিৎ সূর্যোদয়ের মতো
আমার মনের বৈতরণীর তীরে,
তুমি দেখা দাও লজ্জায় অবনত
হে প্রেম আমার শিথিলসত্তা ঘিরে।
বিস্ময় লাগে একদা এ যৌবনে
আকাশে অযুত জ্যোতিষ্কমালা সনে
এই পৃথিবীরে লাগিত কত না ভালো,
কুয়াশা ভেদিয়া দুরাশা জাগাতো মনে,
স্বর্ণাভ দিকচক্রের রাঙা আলো।

আজ কেন তব লজ্জাবিনত আঁখি
আজ কেন তব পরাজিত দীনবেশ ?
করুণ ধূসর কুয়াশার মতো ফাঁকী
নিষ্ক্রিয় মহানির্বাণে নিঃশেষ ?
অশরীরী তব ছায়াময় ক্ষীণ দেহ
ক্ষণতরে যদি দেখে ফেলে আজ কেহ
বীণার গমকে স্বর-ঝঙ্কৃত পথে
স্বপনেও তা'র জাগিবে না সন্দেহ
নিষ্প্রাণ তুমি ক্লান্ত গানের রথে।

প্রলয় রাতের তুমি-যে গো রাঙা চাঁদ
ঝঞ্ঝামথিত দলিত মেঘের ফাঁকে,
অসহ জ্বালার স্তব্ধ আর্তনাদ,
মৃত তারাদের শ্মশানপথের বাঁকে।
শিল্পীমনের রঙীন তুলির টানে
যে আখরগুলি জাগিত নবীন প্রাণে
একদা ধরায় কুহু ডাকা মধুরাতে,
সে আখরগুলি অস্ফুট গানে গানে
নভোছায়াপথে মিশে গেছে অজ্ঞাতে।

ঘুমন্ত স্মৃতি-স্বর্গের আঁখিপাতে
হে প্রেম তোমার কঙ্কাল উঠে জাগি' ;
বৈতরণীর শোণিতবর্ণ রাতে
ক্ষত বিক্ষত বেদনায় কার লাগি' ?
কার লাগি তব চুপিসাড়ে যাওয়া আসা,
উল্কার মতো শিখায়িত ভালবাসা,
কোথা চ'লে যাও উধাও তারার দেশে,
মুখে কেন তব তুষারস্তিমিত ভাষা
আজ কেন এলে পরাজিত দীন বেশে ?

—

মহাশ্বেতা

তোমায দেখিনি আমি স্বয়ম্বরা সূর্যসভাতলে
অথবা কিংশুক হাসি দ্বাপরের মর্ম-তপোবন
আত্মায জ্বালেনি দীপ সলজ্জশিখায়
ঋজুদেহ কাঁপেনি পুলকে
রোমাঞ্চিত ঐক্যতানে জাগেনিকো পৌরাণিক প্রেম
কাল্পনিক কবিতায অত্যুক্তির মতো।

তবু তুমি অপরূপ আশ্চর্য সুন্দরী
সম্ভ্রমে অপরাজিতা,
তবু তুমি বিরহিনী ক্ষণদীপ্ত প্রথম দর্শনে
নিমেষে সমস্ত প্রাণে আধিপত্য করেছ আমার !
অথচ তুমি তো প্রিয়া নও,
নও তুমি প্রিয়তমা সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
গতানুগতিক ত্যাগে আত্মসমর্পণে,
তুমি তাই সার্থক-স্মরণ।

মনে পড়ে একদিন মানসিক ঝড়ের-রাত্রিতে
তুমি এলে মেঘকন্যা হে বিদ্যুল্লতা,

চিরায়ুস্ম মরীচিকা মায়াবিনী সোনালি ঝলকে,
সেদিন এ বাসনার গভীর পাতালে-
কেঁপে কেঁপে উঠেছিল প্রেম-পদ্মে অদৃষ্ট-মৃণাল
শীর্ষে তার সপ্তপর্ণ রামধনু বহু বর্ণালোকে
আত্মার বীণায় যেন তুলেছিল অতনু ঝঙ্কার !
নিমেষে লুকালে তুমি, রিক্তবাহু আঁধারে দুর্বল
প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ বাসনার রোমাঞ্চ-বিলাস
মূর্ছিত আঁধারে কাঁপে বিদ্যুৎ বিকাশ
তুমি নেই, কোথা তুমি ? কোথা তব সুরভি-নিঃশ্বাস ?
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিজয়িনী তব আবির্ভাব
সংযত মর্মর মূর্তি, কী নির্মম অজেয় প্রভাব
অপার কবিত্বলোকে অয়ি মহাশ্বেতা !
জীবন শর্বরী জুড়ে বিকাশ তোমার
অলব্ধ প্রেমের বাষ্পে বিরহের মেঘে।

তুমি নও জনতার, জনগণ-মনের নায়িকা,
নও তুমি সম্রাটনন্দিনী—
অহঙ্কারে রূপে গর্বে জীবন্ত লালসা।
বুদ্ধিদীপ্ত রূপে তুমি চির-অনিন্দিতা
সাবলীল লীলালাস্যে চঞ্চল বিহ্বল
শ্যামল যৌবনশিখা তব
তারুণ্যে শ্যামায়মান হে মোর শ্যামলী।
তাই তুমি তৃপ্ত তবু সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে
হে কবিতা বিদ্যুৎ রূপিণী।

এ জীবন অরণ্যের ঘন পল্লবিত শাখে শাখে
অন্ধকারে অনাদৃতা কুসুমিতা বল্লরী-বিতানে
হে আমার ক্ষণস্নিগ্ধ প্রাণ-পদ্মে সুরভি-সঞ্চার
তুমি মোর মহাশ্বেতা স্বর্ণপদ্মাসনা
নিভৃত বাসরকক্ষে হে বরবর্ণিনী।
সমস্ত চিন্তার বোঝা শূন্য ক'রে দিয়ে
লঘুমন ভেসে যায় দুরাশার ঝড়ে
বেদনার মেঘে মেঘে অতৃপ্তির দুঃসহ আঘাতে

বার বার জ্ব'লে ওঠো বিদ্যুৎরূপিণী
বার বার জ্ব'লে ওঠো এ যৌবন জলদ-পল্লবে
অলব্ধ প্রেমের ক্ষিপ্রশিখা
অকস্মাৎ এ জীবনে আধিপত্য করেছ যেমন।

তাইতো উপেক্ষা তব শাস্তি সকরুণ
অগ্নিগর্ভ মেঘে মেঘে ভারাক্রান্ত করেছে আমায়
তুমি নও প্রিয়তমা
গতানুগতিক ত্যাগে আত্মসমর্পণে
সর্বস্বান্ত করোনি নিজেরে।
তুমি মোর স্বর্ণদীপ্তি জীবনের মেঘে
হে কবিতা, মহাশ্বেতা, সার্থক-স্মরণ!

বনবাসিনী উর্বশী

তাবার আলোয় চিনেছি তোমায় চিনিনি তপন তাপে,
বনের বালিকা উর্বশী তুমি, ফিরিছ দেবতা-শাপে,
বনানীর মর্মরে,
তোমার অঙ্গে বল্কল বাস কাঁদিছে বেদনাভরে।
ঘনপল্লব ফাঁকে ফাঁকে বুঝি উঁকি দেয় কৌমুদী,
নিলাজ চাঁদের লোলুপ আলোকে রয়েছ নয়ন মুদি',
রূপের সাগরসম্ভবা ওগো, প্রেমিকের লোভনীয়া,
কবির মানসী প্রিয়া,
লজ্জাবতীর লজ্জাবরণ তোমাব অঙ্গে কাঁপে,
বনের বালিকা উর্বশী তুমি ফিরিছ দেবতাশাপে।
অমাতিমিরের বেদনারণ্যে নিভৃতে যে ফুল জাগে,
মর্মের শ্বেত মৃণাল মালায় সুগভীর অনুরাগে,
সে রজনীগন্ধায়—
দেখেছি তোমায় নির্বাসনের ব্যথাতুর সন্ধ্যায়।

কুঞ্জবনের অঞ্জলিভরা যৌবন-ঘন রূপে—
পলাশ কোমল প্রজাপতি দল পাখা নাড়ে চুপে চুপে
অশোক রঙীন পদপাতে তব শিহরায় বনবীথি
উঠে মর্মরগীতি,
তনুর গন্ধে অন্ধ বাতাস বন্ধ্যা রজনী যাপে
বনের বালিকা উর্বশী তুমি ফিরিছ দেবতা-শাপে।
ঘুমায় পৃথিবী, ঘুমায় সমাজ, মদির সুপ্তিমাখা
গভীর রাত্রি, জোনাকী আলোয় কাঁপে বনানীর শাখা,
ছায়াময়ী তরুতলে
হে বনবাসিনী আঁখিতে তোমার রাতের মণিকা জ্বলে।
আঁধারের অবগুণ্ঠনে তব ধ্যানের স্বপ্নরেখা
মর্ম-ধূপের মায়াবাষ্পের ধূসর বর্ণলেখা
ছড়ায় নীরব শ্যামগম্ভীর সবুজারণ্য শাখে—
অবোধ ঝিল্লি ডাকে
কাল-পুরুষের নিরলস আঁখি স্বর্গ-মিনার হ'তে
বনের বালিকা উর্বশী তব চেয়ে থাকে আশাপথে॥

শুক্লা

শুক্লপক্ষের কন্যা তুমি চন্দ্রালোকের সুধা
বক্ষে তোমার ছন্দে গাঁথা অশ্রু-মোতির মালা
পিকের পাখার নম্র হাওয়ায় দোলে।
হে সুন্দরী,
চোখের মণি জ্বলছে তোমার শুকতারাটির মতো
স্বপ্নে-দেখা অনেকদূরের স্মরণ-আকাশ জুড়ে
মর্ম-গিরির রক্ত-শিখর চূড়ে।
হে কল্যাণি,
নীরব রাতে অস্ফুট কোন্ সঁাত সাগরের বাণী
শোনাও আমায় জুঁই-ফোটানো আলোর কুঞ্জবনে
রাত-জাগানো তমস্বিনীর সুরে?

হে অপ্সরা,
বিশ্বে ছন্দ-সরস্বতীর আদিম জন্মদিনে
রোমাঞ্চিত কৌতূহলের বিপুল বিস্ময়েতে
যে সুর তুমি বাজিয়েছিলে চিত্ত-বীণার তারে
সকল কাব্য জন্মেছিল আদিম সে ঝঙ্কারে।
লক্ষযুগের সাগর বেয়ে আবার কিগো তুমি
ঋতুর নাট্যমন্দিরেতে সুরের ঐক্যতানে
মর্তে এলে নূপুর-ঝঙ্কারিণী ?
লাস্যে তব—
পাদপ্রদীপের বহ্নিশিখা কাঁপছে অভিনব,
নীলাঞ্চলের চপল হাওয়ার পরশ লেগে লেগে
মেঘের ফাঁকে মৃগাঙ্ক রয় জেগে।
হে উর্বশী
তোমার দ্রুত নৃত্য-তালে উল্কা পড়ে খসি',
দারুণ ব্যথায় গ্রহের পাঁজর তনুর বাঁধন ভাঙি'
ক্ষণপ্রভার ছড়ায় দ্যুতি হঠাৎ আকাশ রাঙি'!

স্বর্গ-নটী

রঙবেরঙের প্রদীপ জ্বালা
স্বর্গলোকের রঙ্গশালা
কাঁকন কেয়ূর বলয় বাজে,
নূপুর বাজে
তন্বীতনুর লাস্যমদির সাপ-খেলানো মন-দোলানো ছন্দে,
অগ্নিশিখায় তরঙ্গিত ধূপ ধূনা আর চন্দনেরি
সুর-জাগানো প্রাণ-মাতানো গন্ধে!
রঙমশালের রঙীন্ আলো রঙ্গশালার মঞ্চপরে
বাদ্‌লবেলার চাঁদ-ভোলানো রামধনু রঙ্ মুগ্ধ করে
স্বপ্ন-বিভল নৃত্য-পাগল নটীর হিয়া
ক্ষণপ্রভার ঝিলিক-লাগা আঁচল উঠে চঞ্চলিয়া।

স্বর্ণমৃগীর ভ্রমর কালো চপল দু'টি কাজল আঁখি
অস্তরাগের রঙীন রেণু স্নিগ্ধ নয়ন তারায় মাখি'
তাকায় যেমন অবাক হয়ে
তেমনি মদির তাকায় নটী প্রেমিক কবির চিত্তজয়ে।

শীতের রাতে অবশ-ডানা কপোত কাঁপে প্রাসাদ চূড়ায়
সজল ভীরু নয়ন মেলি' অলস নটী আঁচল উড়ায়
কুহরভোলা হিমেল হাওয়ায়
অমরলোকের অবাস্তবের অলীক মায়ায়।

কে জানে কোন্ ভ্রান্তিবশে চিরকালের পান্থকবি
মর্ত্যলোকের মাটির ঘরে এঁকেছিল স্বর্গছবি,
অমরলোকের আনন্দ হায় ক্লান্তিবিহীন অসীম ধূ ধূ
অন্তহারা সুখের ধারা স্বপ্ন সে যে, স্বপ্ন শুধু!
চিরদিনের জোয়ার-জাগা বিপুল অগাধ তৃপ্তিলোকে
কটাক্ষ নেই নীলাঞ্চলা দিগ্বধূদের দৈবচোখে,
মন্দাকিনীর পুণ্যতীরে
পারিজাতের গন্ধে ঘিরে—
স্বর্গ-নটীর নীলাঞ্চলে লক্ষ তারার মাণিক জ্বলে—
বিষাদ করুণ ক্লান্তি জাগে প্রেমিক কবির মর্মতলে!

হঠাৎ কবির আত্মা জাগে দৃশ্যপটে :
ছন্দপাতের নিন্দা রটে,
পুরন্দরের স্বর্গসভায়
সরম দিয়ে রক্তজবায়
মত্ত আঁখি দেবতারা সব অসঙ্গতির অন্যায়েতে রুষ্ট,
পরুষস্বরে সমস্বরে কহেন্ন সবাই : হে কিন্নরি,
মহেন্দ্র আজ তোমার নাচে হ'ননি মোটেই তুষ্ট।
স্বর্গ-নটীর ওষ্ঠ কাঁপে রক্তপ্রদীপশিখার মতো
পুরন্দরের ভ্রূকুঞ্চনে লুটিয়ে পড়ে মূর্ছাহত,
ক্ষুব্ধ কবির আত্মা তা'রে হরণ ক'রে আনলো ধরায়,
নিয়মমানা ছন্দযতির বাঁধনহারা মাল্য পরায়।

সেদিন থেকে স্বর্গচ্যুতা প্রেমের দেবী কিন্নরীরে
রসিক কবি কাব্য শুনায় মুক্তস্বরের ছন্দে ঘিরে।
সেদিন থেকে মর্ত্যভূমি
কবির প্রেমে ধন্য হ'ল মুগ্ধা নটীর আঁচল চুমি'।
কপোতরূপী ইন্দ্র আজো শুভ্রমেঘের প্রাসাদ চূড়ায়
তাকায় কাতর নয়ন মেলি', মর্ত্যে নটী আঁচল উড়ায়
শ্যামল ধরার শীতল ছায়ায়,
অশেষ কালের অশেষ দিনের মরণ-মায়ায়।

সুপ্তি ও মৃত্যু

ঘনতন্দ্রা বিজড়িত পুঞ্জ পুঞ্জ আলস্যে বিহ্বল
তোমার স্তিমিত দেহে নিষ্কম্প মৃত্যুর শিখা জ্বলে,
অসহ্য নীরব রাত্রি তারাগুলি স্থির অচঞ্চল,
অনন্তে বিলীয়মান নিঃশ্বাসের ঢেউগুলি চলে।
তুমি আছ, তবু নাই, এলায়িতা তন্দ্রার অতলে
কাঁদিছে অসূর্যম্পশ্যা অস্ফুট প্রেমের পদ্মদল,
লাবণ্যের বন্যতায় রক্তের মাণিক্য নাহি জ্বলে
অনন্ত অপরিমেয় জাগে নাই বাসনা চঞ্চল,
সুবিশাল সম্ভাবনা, মূর্চ্ছা যায় হে উন্মনা, সৃষ্টির আদিম সিন্ধুজল॥

আরণ্যক আত্মা মোর রাত্রির নিঃসঙ্গ তপস্যায়
কল্পনার তুঙ্গশৃঙ্গে হেরিয়া ধূসর অন্ধকার,
অনুদিত সূর্যোদয় খুঁজিয়া মরিত পূর্বাশায়
নিষ্ঠুর আকাশ তবু খুলিতনা চির রুদ্ধদ্বার।
আদিম পৃথিবী পিণ্ডে আরক্তিম উষ্ণ চেতনায়
যে জ্বলন্ত মহাসত্য একদিন ছিল নির্বিকার,
দুর্জ্জেয় বিরাট স্বপ্ন আকর্ষিয়া প্রেমের স্পর্ধায়
পৃথ্বীর আগ্নেয় বুকে তুলেছিল ছন্দের ঝঙ্কার,
মানবিক মর্মে মোর, সে আদিম স্বপ্ন ঘোর, অকস্মাৎ জাগিল দুর্বার

কথাহীন কালোরাতে অবশ নিস্তেজ বিষণ্ণতা
মোরে ঘেরি' গুমরিত বৃন্তহারা মূর্ছিত কমল,
রূপাতীত স্বর্গ হ'তে রোমাঞ্চের স্নিগ্ধ অজস্রতা
শুভ্রালোকে ঢেলে দিলে হে প্রেয়সী অশেষ অতল ;
উড়ন্ত পক্ষিনী ওগো মর্মে মোর গতির ক্ষিপ্রতা—
সুপ্তির আলস্য ত্যজি', হেরি' তব চন্দ্রের মণ্ডল,
তৃষিত চকোর সম বক্ষে লয়ে অসীম ব্যগ্রতা
সুদূর-সঞ্চারী প্রেমে আপনারে করিল চঞ্চল ;
বিরহের তপোবনে আমার এ রিক্ত মনে ঢেলে দিলে সুধা সুশীতল।

অশ্রুনদীকূলে একা তীব্রশান্ত তিমির লগনে
অশুভ মুহূর্তগুলি ভুলিতাম ঝিল্লির সঙ্গীতে,
না-বলা মৃত্যুর ভাষা অশরীরী পাণ্ডুর গগনে
কত কাব্য শুনাইত ছন্দময় নীরব ইঙ্গিতে।
বিরাট ব্যাপ্তির মতো সামুদ্রিক প্রেমের গহনে
হে মাধুরী, যারে আমি খুঁজিতাম এই পৃথিবীতে,
প্রেমের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন জলে' যেতো আশার দহনে
তবু সে দেয়নি ধরা আমার এ প্রাণের নিভৃতে ;
ক্রমশুষ্ক রূঢ়তায় প্রেমপুষ্প ঝরে' যায় দীপহীনা অমাশর্বরীতে ॥

তোমারে পেয়েছি তাই তুমি যে ফুরায়ে গেছ প্রিয়ে,
অস্ত গেছে স্পন্দমান আমার সে আদিম অন্তর—
বাস্তবের মৃত্তিকার লজ্জাহীন উজ্জ্বলতা দিয়ে
বৃথা এ কবির আত্মা করেছিলে আলোয় জর্জর।
লক্ষ কোটি রজনীর অশ্রুসিক্ত প্রাণপুষ্প নিয়ে—
যে প্রেমের আরাধনা করিয়াছি সহস্র বৎসর,
সেথা তুমি কতটুকু দিবে সুখ অঙ্গ পরশিয়ে ?
শোনো সখি, সে অরণ্যে কাঁদে রিক্ত পল্লব মর্মর ;
চির একাকীত্বে তাই, অস্তিত্ব চেতনা নাই ; দেহ ?-সে তো আদিম বর্বর !

ঐহিক প্রেমের তৃষা যে আলোয় উঠেছিল জাগি',
সোনালী-পদ্মের আলো তোমার নয়ন-সরোবরে,
যৌবন-যাত্রায় মোর ; সারারাত্রি আজো তারি লাগি'
নিরর্থক বেঁচে-থাকা অসহ্য ব্যথায় কেঁদে মরে।
অপরাধী নহি তবু হে পৃথিবী ক্ষমাভিক্ষা মাগি,
শরশয্যা 'পরে একা রজনীর অন্ধকার ঘরে,
কেড়ে লও সুপ্তি মোর বিশ্রামের নহি অনুরাগী
পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় আজি আহত চাঁদের রক্ত ঝরে,
মিথ্যাকাঁপে স্বর্ণছায়া, পূর্ণিমার বর্ণমায়া, অতৃপ্ত এ আত্মা কেঁদে মরে॥

ইচ্ছা করে মরে' যাই, অপরূপ মৃত্যুর গভীরে,
মহাতমস্বিনী বুকে বিস্মরণী যেথা জীবন্ময়,
দু'হাতে মুছিয়া ফেলি স্বপ্নময় জীবন-ছবিরে,
নির্লিপ্ত প্রশান্তি মাঝে মুহূর্তে এ প্রাণ করি ক্ষয়।
তুমি তো ঘুমায়ে আছ হে সুন্দরী সংসারের তীরে,
নিঃসঙ্গ শিথিল আত্মা, রাখো নাই মোর পরিচয় ;
এ শুভ লগনে যদি ডুবে যাই অনন্ত তিমিরে
কোথা রবে মর্ত্য-প্রেম, অপ্রাপ্তির বিরহ দুর্জয় ?
বিলুপ্তির অন্ধকারে, ডুবাইতে আপনারে, মৃত্যুস্বপ্নে রয়েছি তন্ময়॥

রাত্রি দিন যুদ্ধ করি আপনার একাকীত্ব সনে
নির্মম নিঃসঙ্গ আত্মা জয়ী হ'ল অবাধ্য অটল,
প্রেম সত্য, তবু তা'র কতটুকু স্থান এ ভুবনে ?
বিরাট সমাধি ক্ষেত্র কঙ্কালের এই ভূমণ্ডল।
কোটি কোটি বর্ষ হ'তে কত প্রেম গগনে গগনে
কত আশা, কত স্বপ্ন, তারা হ'য়ে জ্বলিছে উজ্জ্বল,
নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব তার সমাপ্তির দুঃসহ লগনে
দাবানলে জ্ব'লে যাবে গ্রহারণ্য করিয়া চঞ্চল,
হে প্রিয়ে ঘুমাও একা, ওগো চারু চন্দ্রলেখা, আচ্ছাদিয়া সুপ্তির অঞ্চল

ভুলে যাও উত্তরা

আস্‌শেওড়াব বেড়া দিয়ে ঘেবা আমাদেব সেই ছোট্ট কুটিরখানি
চাবিদিকে তা'ব সবুজ শ্যামল শাক সব্‌জীব ক্ষেত
জামগাছে একা গভীব বাত্রে হাঁকিত প্রহবী পাখী
নির্জন পাড়াগাঁয়েব কথা কি মনে পড়ে উত্তবা ?
সজ্‌নেব ডালে ফুবফুবে হাওয়া লেগে
নাচিত যখন অলস আবেশে শিথিলা ঝুম্‌কো লতা,
সূর্যোদয়েব প্রথম আলোয় কাঠ-বিড়ালীবা কবিত কেমন খেলা,
সমুখে উদাব শস্যকীর্ণ মাঠে,
ভোবেব বাতাসে জাফবাণী ফুলে উড়িত মৌমাছিবা।

গঙ্গাব কালো জলে
নীরব নিশীথে ছল চল ছল ঢেউয়েব শব্দগুলি
শুনিতাম ব'সে তুমি আব আমি শান্ত বিজন ঘাটে
শুনিত আকাশে উজ্জ্বলদেহ অযুত তাবকাদল ,
পবিচিত সেই বৃদ্ধ পাখিটা হঠাৎ-ব্যথাব মতো
বিহ্বল স্ববে ডাকিত কি জানি কা'বে ?
কাছ ঘেঁসে তুমি বসিতে আমাব সেই ঘাটে উত্তবা
শুনিতে পেতাম তোমাব বুকেব স্পন্দিত দুরু দুরু
আমাদেব প্রেম বুঝিত কেবল ঝিল্লি-মুখব বাতি।

শিশির জড়ানো ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখেব পাতায় তব
নামিয়া আসিত গাঢ় রাত্রিব ছায়া
মূক ইসাবায় মাগিতে বিদায় মিনতিব মায়াজালে
মনে পড়ে উত্তবা ?
জেগে জেগে বাত পোহাতো মোদের ছায়াপথ পানে চাহি
দেখিতাম কত অশবীরী প্রেত চলেছে নিরুদ্দেশে
গতিশীল তা'বা অতীতেব প্রাণবায়ু
যুগে যুগে ত্যজি' পশু-কঙ্কাল আশ্রয়চ্যুত তা'রা।

সুপ্ত রাতেব প্রহরে প্রহবে নব নব বিস্ময়
কুজ্ঝটিকার চাতুরীর মোহে চন্দ্রকলারে ঢাকি'
তব ললাটের চন্দনলেখা করিয়াছে কত ম্লান
মৃতা রজনীর ধূসর ঊর্ণাজালে।

উত্তরা, তুমি চমকি উঠিতে কাঁদিয়া স্বপ্নঘোরে,
এলোমেলো কথা শুনাতে আমায় আদরে জড়ায়ে ধরি'.
তারপরে সারারাত্রি জাগিয়া কহিতাম কত কথা
সত্য মিথ্যা কিছু নেই তার মানে,
কী গভীর খুসি ঘনায়ে উঠিত আমাদের দুটি মনে,
কখনো হাসিতে কখনো কাঁদিতে কারণে ও অকারণে
কবিতার মতো সেদিনের স্মৃতিগুলি
আজিকার এই মন্থরগতি পান্থ-প্রাণের পথে
ঊষর ধূলিতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণার মতো
ঝরিয়া শুকায় বিস্মৃতি-মরুভূমে।
তবু বার বার শুনিতে তোমার কেন এ কৌতূহল?
কেন এ উন্মাদনা?
দূরে চলে-যাওয়া অতীতেরে আজ ভুলে যাও উত্তরা!

গোধূলি-লগ্ন

সবে মাত্র সন্ধ্যা হ'ল।
কাল ঠিক এমনি সময় তোমার কাছে পৌঁচেছি
আকাশে মেঘ নেই
একাদশীর চাঁদের আলোয় খালের ধার দিয়ে চলেছি
উদ্বিগ্ন খুসিতে,
হয়তো ভুলেই গেছি পেছনে ভোগকরা দীর্ঘপথের ক্লান্তি,
পেছনে রেখে আসা পরমাত্মীয়দের বিচ্ছেদ বেদনা

এমনি সময় তুমি হয়তো মুগ্ধ বিস্ময়ে বলছো: 'হঠাৎ?'
কিন্তু মুখে তোমার হঠাৎ সিদ্ধিলাভের রক্তিমাভা
বাঁশীতে প্রথম ফুঁ-দেওয়ার সুর-ঝঙ্কারে কম্পিত তোমার কণ্ঠস্বর
দীর্ঘ প্রতীক্ষার সার্থকতায়।

এইমাত্র এখানে সন্ধ্যা হ'ল।
এখন হয়তো তুমি আট-পৌরে শাড়ী প'রে
উদাস চোখে চেয়ে আছ রেল লাইনের দিকে,
ট্রেনের হুইশ্ল শুনে মাঝে মাঝে চমকে উঠ্‌ছো !
কিম্বা হয়তো টেলিগ্রাফের তারের ওপোর
নাম না-জানা সেই অদ্ভুত রঙের পাখিটার দিকে চেয়ে চেয়ে
ভাবছো অনেক কথা,
কিম্বা কোনো ডাক-পিওনের পদধ্বনি।

কাল কি আমায় সত্যি পাবে
সন্ধ্যা যখন হবে ?
ধূসর আলোয় বাসায় ফেরা
পাখির কলরবে।

এখানে সন্ধ্যা হ'ল,
সন্ধ্যা কি নেমেছে তোমার রাঙামাটির দেশে
বিরহ ধূসর সন্ধ্যা
রেলওয়ে কোয়ার্টারের লাল বাংলোর উঠানে
বাংলাদেশের শেষ সীমানা ররাকরের ধারে ?
তুমি হয়তো কিছু ভালো-না-লাগা বিমর্ষতায় চুপচাপ
মুখে ভাষা নেই অথচ মনে স্তূপীকৃত কল্পনা।
তুমিও হয়তো আমার মতো ভাবছো তোমার আপন-জনের কথা
আমারি মতন কল্পলতায় অসংখ্য জাল বুনে ?

হয়তো তোমার আঙিনাতে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা
অলস হাওয়া আনলো ব'হে কুন্দফুলের গন্ধ
কথলাখনির কঙ্কনাটি জানতো সবাই বন্ধ্যা
তোমার পায়ে হঠাৎ পেল ফুল ফোটানোর ছন্দ।
চিরকালই দিনের সূর্য অস্তাচলে যায়
চিরকালই সন্ধ্যা নামে মাটির পৃথিবীতে,
কালকে কিন্তু তোমার কাছে মিলবো যে সন্ধ্যায়,
সে সন্ধ্যা কি আর কখনো আসবে পৃথিবীতে ?

কাল ঠিক এমনি সময় হয়তো
তোমার আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিরহ-সূর্য অস্ত গেছে

এখানে সন্ধ্যা হ'ল,
কালও সন্ধ্যা নামবে তোমার আমার মাঝখানে
কালও উঠবে চাঁদ হৈমন্তী অঘ্রাণের আকাশে।
আমি বলবো 'এসেছি'!
শুনে তোমার চোখের তারায় জেগে উঠবে দু'টি ভ্রমর ;
তা'র পাখার শব্দে আমার লুব্ধ অধর উঠবে গুনগুনিয়ে—
বধির হয়ে যাবে তোমার কান
শুন্‌তে পাবেনা হুইশ্‌ল আর ট্রেনের কর্কশ শব্দ।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হ'ল,
ডুবু ডুবু সূর্যের রাঙা আলোয় নারিকেল গাছগুলো কাঁপছে।
থেকে থেকে রঙ বদলাচ্ছে আকাশ জুড়ে, সূর্য-পরিক্রমার পথ,
সন্ন্যাসিনী পৃথিবীর গৈরিক অঞ্চল ছায়ায়
কালও কি নামবে এমনি বহুবর্ণময়ী সন্ধ্যা
আমাদের গোধূলি-মিলনে?

অ-ধরা

ঘুমালে তোমায় কী যে সুন্দর দেখায়!
সোনার অঙ্গে কাঁপে যৌবন
প্রতিটি রেখায় রেখায়।
অগোছালো শাড়ী মাথায় বিনুনী-ভাঙা,
বাসনার রঙে রাঙা
বালিশে ছড়ানো কালোচুলে ঘেরা ঘুমন্ত মুখখানি।
সারা আকাশের তারা পড়ে নুয়ে
বিরহী বাতাস তনু যায় ছুঁয়ে
চাঁদের রাতের খোলা জানালায়
ভোলা-মন জেগে থাকে,
অলস ফাগুন হাওয়ায়
নিমের শাখায় রাতজাগা পাখি ডাকে।

শাল মহুয়ার মধুঝরা বায়ু
নব ফাগুনের চঞ্চল আয়ু
তোমার মদির নিঃশ্বাসে বহে যায়—
স্বপ্ন-বিভোরা তনুটি ঘুমায়
রাঙা বাসনায় চাঁদের চুমায়
অপলকে চেয়ে থাকি,
সময়ের ঢেউ দোলা দিয়ে যায়
ডাকে রাতজাগা পাখি।

চোখের পাতায় মৃদু কম্পিত
রক্তিম আকুলতা,
ভীরু-পাপড়ীর আড়ালে যুগল-ভ্রমর
বেঁধেছে অশ্রু-সুধায় আপন ঘর
ঘরে জ্বলে নীল আলো,
সোনার অঙ্গ কেঁপে কেঁপে ওঠে
ফুল ফোটে শিহরণে,
তবু কাছে যেতে কী গভীর মায়া
পাছে ও তনুতে পড়ে কালো ছায়া
বাঁধভাঙা রাঙা অধরের পরশনে॥

লেখনী-লীলার মৃণালে তোমার
ঘুমের পদ্ম ফোটে,
এলোমেলো সুর অলস ছন্দ
কোমল পাপড়ী অমল গন্ধ
তুমি কাছে তবু কাব্য-কাননে
কস্তুরী মৃগ ছোটে।
হৃদয়ে আমার শুভ্র-নিথর
জ্বলে অপরূপ শিখা
আলোয় আলোয় সৃষ্টির নীহারিকা
চিত্তে ঘনায়। প্রেম ওঠে জেগে
মর্মফুলের সৌরভ লেগে
ছোট ঘরখানি কাঁপে,
ঘুমাও ঘুমাও জাগাবোনা মিছে
সৃষ্টির উত্তাপে।

বিম্ ঝিম্ বিম্ ঝিঁঝিঁ-ডাকা বাত
সম্ভ্রম জাগে মনে
তোমাব শযন এলোমেলো তবু
স্বপ্নেব উপবনে,
উবসে বিবশ ভুজবল্লবী
সন্ধানী বাসনায,
ঈষৎ চমকে বিধুব পুলকে
সুপ্তিব বেদনায।
অন্তবে মোব ৰূপেব পিয়াসী
জাগে অকাবণ অলস উদাসী
ঘুমভাঙা বাঙা উন্মুখ কামনায।
বিবহী বাসনা বুকে চাপা থাকে
ব্যথাব লাল-কমল।
অলস হাওযায বৃথা বহে যায়
অঙ্গেব পবিমল,
সুখেব সোনালি-পাড বুনে চলি
তনুব বাঁধন ঘিবে
ঘুমাও, ঘুমাও, অ-ধবা স্বপ্নে
বাসন্তিকাব বাসব লগ্নে
যৌবন-নদী তীবে।

অনেক অনেক হ'ল রাত

অনেক অনেক হ'ল বাত!
পথে আব পথিক চলেনা
একা চাঁদ জেগে জেগে সাবা
নিরজনে দীপ জ্ব'লে যায়,
দেখা হ'ল তোমায় আমায়—
কেহ নেই শুধু জাগে তাবা,
চাবিচোখে পলক পডেনা
কী যে সুখ অসীম অগাধ!

ভুলে গেছি সকালের কথা
ভুলে গেছি তুমি ছিলে সাথে
কত কাজ করেছিল ভীড়
হিসাবের খাতার পাতায়।
রজনীতে মোর কবিতায়—
তুমি আজ বাঁধিয়াছ নীড়
কী যাদু তোমার আঁখিপাতে
ওগো মোর চির-আকুলতা!

যে কথাটি বলি কানে কানে
মিলনের চির গোপনতা
সুরভিত ফাগুনের গীতি
মিলিত প্রাণের পিপাসায়,
বাতায়নে চাঁদ দেখা যায়
দু'জনের সীমাহীন প্রীতি
পুলক-জাগানো সজীবতা
অধীর ব্যাকুল দু'টি প্রাণে॥

অনেক অনেক হ'ল রাত
নিবিড় যুগল বাহুপাশে
বাঁধা সাতসাগরের ঢেউ
কী অসীম মদির মায়ায়!
নিবু নিবু দীপের ছায়ায়
জানি হেথা আসিবেনা কেউ
বনের কামনা ভেসে আসে
বাতায়নে উঁকি দেয় চাঁদ!

নিঝুম রাতে

পৃথিবী স্বপন দেখে সুপ্তি ঘোরে
নিঝুম রাতে!
প্রহর ডাকিয়া যায় প্রহরী পাখি
নিঝুম রাতে।
শাঙন গগনে মেঘ গুমরি' মরে
বাতাস কাঁদে,
চকোর ফিরিয়া যায় আঁধার নভে
খুঁজিয়া চাঁদে।
এমন সময় আহা কোথায় তুমি
হে মোর প্রিয়া?
নয়ন ধাঁধিয়া দেয় বিজলী আলো,
শূন্য হিয়া,
মাটির প্রদীপ শিখা কাঁপিছে ভয়ে
আঁধার ঘরে,
নিবিড় মরণ রাতি ঘনায়ে এল
কাহার তরে?

বিজন বেতস-বনে দীঘির পাড়ে
নিঝুম রাতে,
উতলা সমীর ডাকে 'কোথায় প্রিয়া?'
নিঝুম রাতে!

তিমির রজনী কালো কবরী খুলে
দাঁড়ালো এসে,
শাণিত ছুরিকা সম হাসিটি বাঁকা
উঠিল হেসে।
আমার স্বপনে এস গভীর রাতে
হে ভীরু মেয়ে,
বাদল হুহুহু ঝরে আঁখিতে মম
দু'কূল বেয়ে।

নিশার বেণীটি নাচে সাপের মতো
চপলা সনে,
মরণ জীবনে আসি জড়ায়ে ধরে
উদাসী মনে।
সহসা ডাকিয়া উঠে প্রহরী-পাখি
কাঁদন স্বরে,
আকাশ ভাঙিয়া নামে বরষা ধারা
স্বপন পুরে।
এমন সময়ে আহা কোথায় তুমি
নিঝুম রাতে ?
আকুল পিয়াসা তব স্বপন দেখে
নিঝুম রাতে।

"আমার জীবন সখা, হে মোর প্রিয়
এই যে আমি,
এই যে তোমার পাশে রয়েছি জাগি'
এই যে স্বামী ?"

কোথায় লুকানো মেঘ উতলা বায়ু
নৈশাকাশে
এ নহে ঘুমের ঘোরে স্বপন, তুমি
রয়েছ পাশে।
এই কি মিলন আর বিরহ-লীলা
ধরার বুকে ?
জীবন মরণ দুই সোনার পাখি
উড়িছে সুখে।
নীরব কবিতা আর গোপন ভাষা
স্বপন মাঝে,
গভীর প্রেমের বীণা যন্ত্রে মম
নিত্য বাজে।
পৃথিবী স্বপন দেখে সুপ্তিঘোরে
নিঝুম রাতে।
আমার চোখের পাতা শিহরি' উঠে
নিঝুম রাতে!

শিল্পী—রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রেম

তুমি নেই তাই অন্ধকারের শূন্য ঘরের মধ্যে
একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। ঝড় এল কালবোশেখী,
ঘোলাটে মেঘের উদ্দাম গতি এলোমেলো হাওয়া বইছে,
তোমার হাতের সূচীশিল্পের সবুজ পর্দা উড়ছে
তুমি নেই তাই মন উদাসীন
স্মরণের বীণা বাজে রিম্‌-ঝিম্‌
বিজন ঘরের স্তিমিত্‌ আলোয় প্রদীপের বুক পুড়ছে।
তুমি নেই তাই প্রতীক্ষাময়ী চঞ্চল ঝোড়ো রাত্রে
আচম্‌কা শুনি পায়ের শব্দ। অস্ফুট ভাষা শুন্‌ছি
বহিরাকাশের প্রান্তরে কত উদ্দাম ঘোড়া ছুট্‌ছে
মেঘলাবরণ চোখে বিদ্যুৎ হ্রেষায় বজ্র হাঁক্‌ছে।
অস্ত গিয়াছে মিলনের চাঁদ
মেঘে মেঘে তাই গভীর বিষাদ
আব্‌ছা আঁধারে হৃদয়ের দীপে শিখায়িত প্রেম কাঁপছে।

স্বপ্ন

শাদা কুয়াশার শবাচ্ছাদনে ঢাকা
পাহাড়ী আকাশ পউসের ঊষালোকে,
ঘুম ভেঙে মন বিমর্ষ হ'ল কেন ?
ভোরের পাখিরা কাঁদে অকারণ শোকে,
তুমি কাছে নেই শূন্য শয্যা মোর—
এখনো চোখের কাটেনি স্বপ্নঘোর।
ঘন রোমাঞ্চে এখনো কাঁপিছে দেহ
স্মৃতির চিহ্ন ক্লান্ত শরীরে আঁকা
হিমেল হাওয়ায় দেবদারু বন কাঁপে
পাহাড়ের চূড়া কোমল হিমানী ঢাকা।
শার্সীর গায়ে তুহিন বাষ্প লেগে
রাতের অশ্রু এখনো রয়েছে জেগে

শব-সাধনা

কবর থেকে তোমায় টেনে তুলেছি
অসাড় ভাঙা হাড়েব বোঝা শুক্‌নো ছালে জড়ানো,
কী সংশয়ে দুঃখে ভয়ে মাটিব বুকে তুলেছি
মরুতে যেন আশার মণিমুক্তাবাশি ছড়ানো।
তোমার দেহে বিপুল স্নেহে নীরবে,
গভীব রাতে দিয়েছি চুমা স্বপ্নদীপ জ্বালানো,
ভেবেছি কত তোমায় ছেড়ে বিফলে বেঁচে কি হ'বে ?
তাইতো সুরু কবিনি আজো স্মৃতির ভযে পালানো।
যায় না গোণা বালুর কণা মরুতে
জীবন-পিবামিড়েব তলে ছিল না দিঠি নয়নে,
যুগের পবে কেটেছে যুগ নীবস দেহ-তরুতে
ঘুমায়েছিলে কাঠের রূঢ আধাবে চিব শয়নে।
মরুব বুকে অসীম দুখে ভ্রমিয়া
পাষাণ পিবামিডেব তলে নিঝুম কালো হৃদযে,
এ কোন্ দেখা পেলাম মৃত মুখেব পবে নমিয়া
চকিতে পুন নিভায়ে দিলে মনেব আলো নিদয়ে !

— —

সূর্য ডুবে যায়

যায় যায় সূর্য ডুবে যায় ?
কে তা'র চলার পথে দাঁড়াবে সন্ধ্যায় ?
দিগন্ত কমলবর্ণ রূপময় শোভাযাত্রা চলে
মরকত পদ্মরাগ মণিদীপ জ্বলে
মেঘের বেদিকামূলে রত্নময় শিখা
আশ্চর্য রূপের মরীচিকা,
আকাশ আচ্ছন্ন করে
ছড়ায়ে গোধূলি মায়া ধূপছায়া লঘুপক্ষ ভরে
হিরণ্ময় বহুরূপী বিহঙ্গের মতো
শরীরী স্বপন শত শত।

রক্তাভ গৈরিকবর্ণ জ্যোতির্ময় দিনের দেবতা
যে দেশে প্রশান্ত নীরবতা
দূর দিগন্তের কোলে যেখানে বঙ্কিম স্বর্ণরেখা
সুরঞ্জিত মেঘপ্রান্তে যাদু বর্ণলেখা,
সেই নম্র মেঘস্তরে
পাখিডাকা স্বপ্নে-জাগা নীলতেপান্তরে
বৈরাগীর মতো চলে যায়
যায় যায় সর্বস্বান্ত ডুবে যায় !

সূর্য ডুবে যায়
পৃথিবীব অশ্রুধারা ধূসর নদীর কিনারায়।
কল কল ছল ছল কত স্বপ্ন, কত তা'ব মায়া,
বক্ষে ম্লান গোধূলির কাঁপে স্বর্ণছায়া
দু'তীরের বনশ্রেণী সোনালি সবুজ ঘনশাখা
আবীর কুঙ্কুম মাখা
অকথিত মিনতির মতো
কম্পিত পল্লবপুঞ্জ মৌন ব্যথাহত।

সূর্য কি সন্ধান রাখে ঘাটে বাঁধা জীর্ণ তরণীতে
পৃথিবীর ক্ষুদ্রপ্রান্তে অস্ফুট সঙ্গীতে
ভাঙা হাল পাটাতন কাঁদে একা একা,
করুণ অস্তের স্বর্ণরেখা
ফাটলে ফাটলে তা'র মৃদু মৃদু বুদ্বুদে কল্লোলে
বিষণ্ণ নদীর কোলে
জননীব অঙ্কশায়ী সন্তানের মতো
সায়াহ্নের স্বপ্ন দেখে কত ?
দূরে দেখা যায়
আরক্ত মেঘের স্তূপে বর্ণের চিত্রিত আল্পনায়
স্তিমিত অক্ষবে লেখা 'সূর্য ডুবে যায়' !

———

ইঁদুরের হাড়

স্বপ্ন দেখেছি কাল রাতে—
কোথা ঠিক মনে নেই গাঢ়তন্দ্রাতে।
দু'পাশে বাঁশের বন নুয়ে নুয়ে পড়ে
এলোমেলো ঝড়ে
অচেনা কে যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে
ঝাপসা দেহটা তার গাঢতন্দ্রাতে,
ক্রমে দূরে সরে-যাওয়া আলো ছায়া নড়ে
এলোমেলো ঝড়ে।
গ্রামের নামটা ঠিক পড়ছেনা মনে
জোনাকীরা জ্বলছিল আমলকী বনে
মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁদের ডাক,
ডাকাতের কালোদিঘি ছিল নির্বাক।
তারাহারা মহাকাশ গুণ্ঠিত মেঘে
ঝোড়ো হাওয়া বইছিল বেগে।
আব্ছা আব্ছা দূরে ছোট ছোট গ্রাম
কত তার নাম!

একা জেগে জটাধারী বুড়ো মহাকাল
ছেঁড়াকাঁথা মুড়ি দিয়ে পাড়ছিল গাল,
নতমুখ অপরাধী শরীরের ছায়া
শঙ্কায় কাঁপছিল সে রাতের মায়া;
নিভে গেছে লণ্ঠন লোকটাও নেই
কিম্ভুতকিমাকার স্বপ্নের খেই,
টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে উড়ে গেছে ঝড়ে
আলো নেই ছায়া শুধু নড়ে।
হঠাৎ হুতুম প্যাঁচা কর্কশ ডাকে
উড়ে গিয়ে বসেছিল অশথের শাখে,
চারিদিকে ঘেরা ছিল ঘুমের পাহাড়
বেরাল চিবুচ্ছিল ইঁদুরের হাড়!

এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা—
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির—
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস।

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা॥

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষির কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখ্‌নার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা॥

একফালি আকাশের কোলঘেঁসা কার্ণিশ
রঙ্‌চটা গম্বুজ, দিগন্তে চিম্‌নী,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখ্‌নায়
ছোট্টকালের ঘেরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা॥

দ্বিপ্রহর

রূপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝল্‌মলে রোদ্দুর
হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে দিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রূপালি পাখায় আঁকা শূন্য !
আকাশী-ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপ্‌ড়ি,
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

——

ধূলো

পৌষের সকালের এক টুক্‌রো রোদ
বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে
রুপোলি ধূলোয় কাঁপে,
যে সব ধূলোরা রাতে দেখা দেয়নাকো।
দুপুরের পথে পথে
কার্নিশে জান্‌লায় রকে টেবিলে চেয়ারে
গোরুর ঘোড়ার ক্ষুরে মোটরের টায়ারে ট্রামে
যে সব ধূলোরা করে ভীড়,
যে সব ধূলোর গুঁড়ো-কঙ্কালের রঙে
মলিন গোধূলি নামে ঘোলাটে গঙ্গায়
এ-ধূলো সে-ধূলো নয় আমার এ বন্ধ জানালায়।
পৌষের সকালের পীতাভ রোদ্দুরে
রূপালি ধূলোরা ওড়ে, সূর্যের নিঃশ্বাসে
বন্ধ জানালার সরু খড়খড়ির ফাঁকে
অন্ধকার ঘরের দোয়াতে
উজ্জ্বল আলোকবর্ণ রোদ্দুরের সোনালি কলম
আমার আত্মার কল্পনার
রচে কাব্য ঘুমভাঙা ভোরের ভৈরবী
সূর্যমুখী প্রেয়সী সূর্যের।

সোনালি ধূলোর বীণা বাজে
স্বরে স্বরে স্পন্দমান কালাতীত রাগের গমক
পৌষের ভারাক্রান্ত বাতাসে বাতাসে।
বিস্মৃতিব স্তরে স্তরে লয়প্রাপ্ত অযুত সভ্যতা
ধূসরিত ধূলোয় ধূলোয়,
অসংখ্য আকাশ আর অগণিত নক্ষত্রেব প্রেত
পৌষের সকালের একটুক্‌রো বোদে
উঁকি দেয় খড়খড়ির ফাঁকে
ইতিহাসে লেখা নেই এই সব ধূলোদেব কথা।

পৌষের সকালেব একটুক্‌রো রোদ
জানালাব সরু ফাঁকে
রুপোলি ধূলোয় কাঁপে
খাটের কাঠের খোদা ছুতোবেব মবা প্রজাপতি
মরা ফুলে নেচে ওঠে
সোনালি বোদ্দুরে কাঁপে স্পষ্ট দেখি খয়েরি পাখ্‌না
অনির্বচনীয় গন্ধ কাঠের খয়েবি গুঁড়ে কাঁপে।
ঘুমভাঙা শীতের আমেজে
তুষার ঝটিকাহত গুহাশ্রয়ী হরিণের মতো
কোমল লেপের তলে অলস আরামে শুয়ে থাকি,
রুপোলি ধূলোরা ওড়ে
একটুক্‌রো রোদে ওড়ে ছুতোরেব মরা-প্রজাপতি
কাঠের খাটের গায়ে।

সমস্ত সহর জুড়ে মরে আছে দুপুরের ধূলো
পৌষের কুয়াশায় অসাড় শীতল
ভোরের ঘোলাটে বাস্প ঢাকা।
শুধু একটুক্‌রো রোদে রুপোলি ধূলোরা খেলা কবে
বন্ধ জানালার ফাঁকে আমার এ ঘুমভাঙা ঘরে;
জীবন কি একমুঠো ধূলো?
কাঞ্চনজঙ্ঘার বাস্প হিমাদ্রী শিখরে?
আত্মার রোমাঞ্চকর শ্বাপদসঙ্কুল শালবনে
উর্ধ্বমুখী শাখায় শাখায়
রুপোলি ধূলোরা ওড়ে!

দিগন্ত আঁধার

খোলা জানালার কাছে দীর্ঘ দেবদারু গাছে ঝুপঝুপ পাখাব আওয়াজ—
রাতজাগা বাদুড়েব। দূব গঙ্গাসাগবেব হাওয়া
হুহু বয়। কথা কয় কা'বা ?
পদশব্দ ফিস্ফাস্ গলা খাক্‌বাণি,
ওবাড়ীর ছাদে কা'ব চুড়ীর ইসাবা ?
কালো মেঘ গুঁড়ি মেরে লাফ দেয় চাঁদেব ওপোব
চৈত্রেব গুমোট গবম।

দিগন্তে গোরুব গাড়ি ছইঢাকা যাত্রী যায় মেঠো গান গেয়ে
ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ শুধু দূব থেকে সুদূবে মিলায়।
ভূতুড়ে মানুষ যায় আঁকা বাঁকা আল্‌পথে হাতে লণ্ঠন,
কড়িবাঁধা হুঁকোটার মাথায় আগুন জ্বলে দা'কাটা তামাক
ভুড়্ ভুড়্ শব্দের কড়া সৌরভ
ভেসে আসে। আসে পাশে ঘন বাঁশবন,
চঞ্চল জোনাকিরা জ্বলে।

দেয়ালে বক্ষাকালী উইপোকা খেয়ে গেছে বাঁকা ববাভয়।
বাড়ন্ত ভাঁড়ারেব গলাবাজী থেমে গেছে গিন্নিরা ঘুমে অচেতন
পেঁচারা ঘুমোয়নিকো রাতজাগা ইঁদুরের লোভে
লুকোচুরী খেলে শুধু মেঘ আর চাঁদ।
আবার গভীর রাত একখানি শাদা হাত ছেঁড়া বিছানায়
আসেপাশে বংশবৃদ্ধি সংসার উদ্যানে যেন আগাছাব মতো
হয়তো সেখানে আছে অবজ্ঞাত শিশু-মহীরুহ
কাণ্ডজ্ঞানহীন।

চাঁদ এল আবার আকাশে
কালো শাদা নীল রঙে ইতস্ততঃ গগন প্রাঙ্গন।
অবোধ বাতাসে দোলে লাউমাচা শশা ক্ষেত উদ্ধত আখের সরুশাখা
নুয়ে নুয়ে। দেখা যায় খোড়ো চাল মোড়োলের বাড়ী
কাদালেপা উঠানের মাঝে দুটো ধানের মরাই।

গোয়ালের চাল দিয়ে উড়ে যায় সাঁঝালের ধোঁয়া
রাতের প্রেতের মতো।
গম্ভীর দিঘির পাড়ে বসে থাকে বিরহী ভোঁদড়
জলতলে শোক করে মাছের মেয়েরা।
বাড়ীর চৌহদ্দী ঘিরে মরা রাঙচিত্তিরের বেড়া
ঘন লতাপাতা ঢাকা। মধ্যিখান কিছু ফাঁকা হেলে পড়া বাঁশের আগড়।
খোলা জানালার কাছে অকারণে জেগে আছে জ্ঞাতিদার মন।
ঝুপ্ ঝুপ্ পাখার আওয়াজ
রাতজাগা বাদুড়ের পেচকের, তক্ষকের তক্ক তক্ক শব্দ শোনা যায়,
ওবাড়ীর ছাদশূন্য, চাঁদ নেই, দিগন্ত আঁধার।

নিষ্প্রদীপ

উদাস গম্ভীর রাত্রি নিরাশ। ব্যাকুল
নিয়ন্ত্রিত শহরের আলো,
সন্তর্পণে জ্বলে স্বর্ণশিখা
কলঙ্কিত অন্ধকার ঘরে।
চিন্তাক্লিষ্ট আত্মার গভীরে
জ্বলেছে কি দীপ?
জ্বলেছে কি জৈব-দীপাধারে
ভবিষ্যের দীপ্ত প্রাণশিখা?

নীরব শহর
সুপ্তিলোকে কুয়াশায় রহস্য গম্ভীর
মোহাবিষ্ট ভবিষ্যৎ ঘুমন্ত জনতা
অযুত ব্যর্থতা
ক্ষণতৃপ্ত মানুষের উষ্ণতপ্ত শ্বাস
বিশ্বাস ও অবিশ্বাস
পাশাপাশি ঘুমে অচেতন